যামিনী।

উপন্যাস।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ
কর্ত্তৃক প্রণীত।

১০৪ নং বিডনষ্ট্রীট হইতে
শ্রীবিপিনবিহারী দে কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট "হরি-যন্ত্রে"
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৯৪।

উৎসর্গ।

শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র সরকার

বন্ধুবরেষু।

ভাই !

অকৃত্রিম প্রণয়ের চিহ্নস্বরূপ আমার স্নেহের "যামিনীকে" তোমার করে অর্পণ করিলাম। আমি জানি, যে শৈশবাবধি তুমি আমাকে স্নেহপূর্ণ নয়নে দর্শন করিয়া থাক। সেই ভরসায় "যামিনীকে" তোমার করে সমর্পণ করিতে সাহসী হইলাম। আশা করি, তোমার নিকট "যামিনীর" অনাদর হইবে না।

অভিন্নহৃদয়

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

লেখকের দুই একটী কথা।

এ হৃদয়ে অনেক দিন হইতে একটী ক্ষুদ্র আশা পোষণ করিয়াছিলাম। সে আশা যে ফলবতী হইয়া আজ শুভ বাসরে অভাগা লেখককে আনন্দ প্রদান করিবে, তাহা স্বপ্নেও স্মরণ করি নাই। আশা ছিল—যামিনীকে জগতের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া এ দুঃখ শোকপূর্ণ—কঠোরতা কুটীলতাময় সংসারকে প্রণয়ের পবিত্রতা শুনাইব—ভালবাসার ভরা তুফানে ফেলিয়া এ ভবের ত্রিতাপকে সুদূরে ভাসাইয়া দিব—ভণ্ডামি ও নষ্টামির কুটীল চক্রের বক্র গতিকে সরলতার সাদা ভাষায় সোজা পথে ফিরাইব! কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না!

আজ এই বিগতপ্রায় উনবিংশ শতাব্দিতে উপন্যাস-জগৎ উজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত করিয়া বৈদ্যুতিক আলোকের ন্যায় ঐ যে বঙ্কিমবাবু-প্রমুখ মহাত্মাগণের গ্রন্থাবলী দপ্ দপ্ জ্বলিতেছে, উহাদের নিকট এ অধম লেখকের সুদূর-পল্লীবাসী ব্রাহ্মণ গৃহস্থের দেবালয়স্থিত সন্ধ্যা-প্রদীপের মিজি মিজি ক্ষীণা রশ্মির ন্যায় এ ক্ষুদ্র পুস্তিকা কি সাধারণ পাঠকবর্গের চিত্তাকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবে? আশা ত ততদূর হয় না। সুধাকরকে ছাড়িয়া সূক্ষ্ম নক্ষত্রালোক সন্দর্শন করিতে সাধ কয় জনার হইয়া থাকে? কয় জন আসর আলো করা ন্যায় ওয়ান্টারের সৌন্দর্য্য ভুলিয়া নির্জ্জনে নিশার নিস্তব্ধ-শান্তি-ক্রোড়-প্রসূত প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধার সৌগন্ধ সেবন করিবার জন্য উপবনের নিভৃত প্রান্তে উপবিষ্ট থাকিতে ইচ্ছা করে? জানি—আমার যামিনী আয়ে-

যার পার্শ্বে দাঁড়াইতে পারিবে না—প্রফুল্ল কি শ্রীকে সখি সম্বোধনে সম্ভাষণ করিতে সমর্থ হইবে না। যামিনীর ভাষায় সাগরে শোলা ডুবিবে না—শিলা ভাসিবে না—হাসির দমকে 'পরাণ' বাহির হইবে না—ইহাতে আড়ম্বর নাই—"হামবড়" নাই। যামিনীকে আমি যামিনীগন্ধার ন্যায় ফুটাইতে যত্ন করিয়াছি—কোলাহলময় নগর ছাড়াইয়া বনলতাকে নির্জ্জনে নিভৃতে প্রতিপালিত করিয়াছি—পবিত্রতাময় দেবালয়ে রাখিয়া তাহার পূত-বপু পবিত্রতার প্রলেপনে আরও পবিত্র করিতে প্রয়াস পাইয়াছি—এখন সহৃদয় পাঠকবর্গের রুচি অনুযায়ী হইলেই সকল শ্রম সফল বোধ করিব।

অবশেষে সবিনয় নিবেদন এই যে, বিশেষ ব্যস্ততাপ্রযুক্ত পুস্তকের স্থানে স্থানে কয়েকটী ভ্রম রহিয়া গেল। যদি ভবিষ্যতে সাধারণের নিকট কোন রূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে দ্বিতীয় সংস্করণ কালে গ্রন্থখানিকে ভ্রমশূন্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইব। আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ অনুগ্রহপূর্ব্বক ভ্রম সংশোধন করিয়া পুস্তিকা খানি পাঠ করিবেন।

সাং খানাকুল।
তাং ২৭ মাঘ।
সন ১৩০০ সাল।

অধম লেখক।

যামিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—
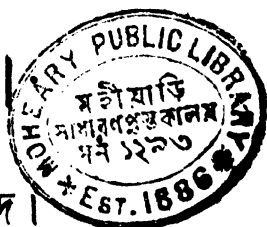
"From a king to be a beggar is a hard change.
From commanding millions to be without one attendant."

LAMB.

সন্ধ্যাকাল; কি তিথি স্মরণ নাই। কিন্তু শশাঙ্ক সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই আকাশের অমল অঙ্ক আলো করিয়া বসিয়াছে। সম্মুখে বিশাল বারিধি বক্ষে শত সহস্র লক্ষ উর্ম্মি উঠিতেছে, ডুবিতেছে, আবার উঠিতেছে, নাচিতেছে, আবার ডুবিতেছে, মৃদু হিল্লোলে কল্লোল করিয়া তীরে লাগিতেছে। শূন্যে শশধর আর স্থির থাকিতে পারিল না। মৃদু হাসিয়া সাগরের সংক্ষোভিত বক্ষে সহস্রখণ্ডে ভাসিতে লাগিল। এ হেন সুখদ সময়ে বেলাভূমির উপর একটী মৃতকল্প মনুষ্য দেহ দৃষ্ট হইল। দমকে দমকে মৃদুল সঞ্চারিত হইতেছে, দমকে দমকে মনুষ্যটী সমুদ্র সলিল বমন করিতেছে। নিকটে কেহই নাই, যে অভাগাকে তুলিয়া বসায়। উঠিতে যাইতেছে, পারিতেছে না, মস্তক ঘুরিয়া পড়িতেছে। প্রহরেক অতীত হইল, অনবরত বমন করিয়া শরীর আরও একটু অবশ হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে অভাগা অনন্ত বালুকারাশির মধ্যে অঘোর নিদ্রায় ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিল। পূর্ব্ববৎ শশী হাসিতেছে, তরঙ্গ নাচিতেছে, কিন্তু অপরি-

চিত ব্যক্তি তার কিছুই দেখিতেছে না। সে কেবল ঘুমাই-তেছে, অঘোরে ঘুমাইতেছে। ঘুমাইতে ঘুমাইতে একবার কাঁদিয়া উঠিল, চিৎকার করিয়া উঠিল। সে চিৎকার সিন্ধু-কল্লোলে মিশিয়া দ্বিগুণ নাদে শব্দিত হইল। নিদ্রিত ব্যক্তি চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিল। কি দেখিল? দেখিল—সম্মুখে বিশাল সাগরসলিলে সহস্র তরঙ্গ রঙ্গ করিতেছে, চিকি মিকি জ্বলিতেছে, তায় চন্দ্র কিরণ! বিস্ময়ে ভয়ে অভাগা নয়ন মুদিল, আবার চাহিল, সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল। সমুদ্রের যতদূর চক্ষু যায় একবার দৃষ্টিপাত করিল। যেন কি অনুসন্ধান করিতেছে, পাইতেছে না; দুই হাতে চক্ষু রগড়াইয়া পুনরায় স্পষ্ট করিয়া দেখিল—অনন্ত সলিলকণার অনন্ত নীলিমা ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। হতাশ হৃদয়ে তীরের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল; একটা প্রকাণ্ড প্রান্তর দেখিতে পাইল। বোধ হয় যে জিনিষের অনুসন্ধান করিতেছিল, তাহা দেখিতে পাইল না। কি যেন স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, পারিতেছে না। হতাশে ও শারীরিক দৌর্ব্বল্যে অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল। অকস্মাৎ নয়নযুগল হইতে দুই বিন্দু অশ্রুকণা গণ্ডস্থলে পতিত হইল। ক্রমে সেই দুই বিন্দু প্রবল প্রবাহে পরিণত হইয়া অভাগার বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে অশ্রুপাত করিয়া যুবক পুনর্ব্বার দণ্ডায়মান হইল। পুনর্ব্বার একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল। অবশেষে এক সুদীর্ঘ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সেই প্রান্তর লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

হৈহয়ে রাজবাটীতে।

"সভ্যতার রঙ্গভূমে কল্পনা উদ্যানে,
বিদ্যার বিনোদবনে সর্ব্ব অগ্রসর
ছিল যেই জাতি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বিজ্ঞানে,
অনুপম অদ্বিতীয় সংগ্রাম ভিতর,
শাস্ত্রে শস্ত্রে শৌর্য্যে যার ছিল না সোসর।"

(নবীন সেন।)

হৈহয় এক সময়ে কমলার কৃপায় জগতের মধ্যে একটী সমৃদ্ধিশালী নগরী বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিন্তু কালের কুটিল আবর্ত্তনে আজ তাহার নামগন্ধও নাই। আজ হৈহয় পাঠকের কর্ণে নূতন শব্দ। দুর্ভাগ্য ভারতের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকাই তাহার প্রকৃত কারণ। কিন্তু একদিন এই হৈহয়ের প্রতাপ দেখে কে? কোথাও ভীমদর্শন সশস্ত্র রক্ষীবর্গ উলঙ্গ কৃপাণ-হস্তে নগরের শান্তিরক্ষার্থ রাজবর্ত্মে সদা সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে, কোথাও ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতিগণ বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজের ন্যায় বিচার-কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, প্রতিভাশালী ব্যবহারজীবীগণ আইনের কূটতর্ক উদ্ভাবন করিয়া স্বস্ব পক্ষসমর্থনে সচেষ্টিত রহিয়াছেন, কোথাও ধর্ম্মমন্দিরে স্বধর্ম্মনিরত চিন্তাশীল তত্ত্বানুসন্ধিৎসু যতিগণ গভীর গবেষণা সাহায্যে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে নিযুক্ত রহিয়াছেন, কোথাও রাজপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সমূহে নানাবিদ্যাবিশা-

ম্বদ মহামহোপাধ্যায় কোবিদ্‌গণ সুকুমারমতি বালক ও প্রাপ্ত-বয়স্ক যুবাদিগকে সুশিক্ষা ও সদুপদেশ প্রদান করিতেছেন এবং কোথাও বা স্থানে স্থানে সুদৃঢ়কায় অভেদ্য দুর্গসমূহ হইতে নানাবর্ণীয় পতাকা সকল হিন্দুরাজার নাম বক্ষে ধারণপূর্ব্বক সুদূর গগনে পতপত শব্দে প্রোড্ডীয়মান হইয়া হিন্দুধর্ম্মের বিজয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু আজ ইহার কিছুই নাই। চিহ্নমাত্রও নাই। প্রাচীন হিন্দুদিগের গৌরব-বর্দ্ধনকারী সেই মহাসমৃদ্ধিশালী নগরী আজ গ্রাসনিরত আরব সমুদ্রের কোন নিভৃত কক্ষে লুক্কায়িত রহিয়াছে। কতিপয় প্রাচীন পৌরাণিক গ্রন্থ ব্যতীত ইহার নাম জগৎ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। তাই আজ আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পাশ্চাত্যালোক-প্রভাসিত সুসভ্য-সমাজানুমোদিত কমলিনীর বৃত্তান্ত পরিত্যাগ করিয়া অসভ্য প্রাচীন হিন্দুদিগের সময়ের আখ্যায়িকা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা যে সময়ের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তখন হৈহয়-নগরীকে শান্তির বিশ্রাম-কানন বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। তখন আরব-সমুদ্র কত আনন্দে ইহার পাদদেশ বিধৌত করিত। কেমন মধুর তর তর শব্দ করিয়া ইহাকে গান শুনা-ইত। বোধ হয়, তখন মহাবিক্রমশালী ক্ষত্রিয় রাজাদিগের ভয়ে ইহার উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে সাহস করিত না। অত্যাচার করা দূরে থাকুক, বরং প্রাণপণ চেষ্টায় ইহার চিত্তবিনোদনে প্রয়াস পাইত। মরি! মরি! তখনকার সে সৌন্দর্য্য, সে সৌভাগ্যরাশি স্মরণ করিলে আত্মবিস্মৃত হইতে হয়। কল্পনায় আনিলেও মনে অনির্ব্বচনীয় প্রীতির সঞ্চার হয়। অসভ্য প্রাচীন হিন্দুদিগের গৌরবমহিমা স্মরণ করিয়া গর্ব্বে হৃদয় স্ফীত

হইয়া উঠে। তখন এই হৈহয় নগরী শতসহস্র সৌধমালায় পরিবেষ্টিত হইয়া অলকাপুরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইত। প্রশস্ত রাজবর্ত্মোপরি কোথাও পথিকের পরমসহায় পান্থনিবাস, কোথাও ব্যায়ামশালা, কোথাও বিদ্যামন্দির, কোথাও অতিথি-শালা, কোথাও পুস্তকালয়, কোথাও কারাগার, কোথাও বিচা-রালয়, কোথাও বিলাসোপযোগী নানাবিধ শিল্পদ্রব্য পরিপূর্ণ মনোহর বিপণিসমূহ ইত্যাদিপ্রকার বহুবিধ কৃত্রিম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে নগরিটী একরূপ সমলঙ্কৃতা ছিল। রাজা বিজয়সিংহের প্রতাপে আরবসমুদ্রের জল পর্য্যন্তও সময়ে সময়ে কম্পিত হইত। তৎকালীন ভারতের নৃপতিবর্গ হৈহয়েশ্বরের নাম গ্রহণে শশ-ঙ্কিত হইতেন। তারামণ্ডলী পরিবেষ্টিত নিশাপতির ন্যায় রাজা বিজয়সিংহ ভারতবর্ষীয় ভূপালবৃন্দের মধ্যে শোভা পাইতেন। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চতুর্ব্বিধ নীতি অবলম্বন করিয়া নর-পতি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। প্রজারাও তাঁহার সুশাসনে এবং সদ্বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দচিত্তে কাল-যাপন করিত ও সতত ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে রাজার মঙ্গল প্রার্থনা করিত। প্রমদা রাজার একমাত্র পট্টমহিষী ছিলেন। রাণী সাক্ষাৎ কমলা। তাঁহার ন্যায় পতিপরায়ণা ও সদ্গুণ-সম্পন্না সাধ্বী রমণী তৎকালে অতি অল্পই দৃষ্ট হইত। তিনিও প্রজাদিগকে আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। কাহারও কোনরূপ বিপদ অথবা দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিলে, তাঁহার কোমলহৃদয় দুঃখে বিগলিত হইত এবং প্রাণপণ চেষ্টায় তৎপ্রতি-কারে সাধ্যানুসারে যত্নবতী হইতেন। প্রকৃতিপুঞ্জেরাও রাজা রাণীর সদ্গুণে বিমোহিত হইয়া রামসীতার রাজ্যে বাস করি-তেছে বলিয়া মনে করিত।

ঈশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তিনি কোন জিনিষ পূর্ণ করিয়া সৃজন করেন না। একটু না একটু খুঁত রাখিয়া দেন। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, মৃণালে কণ্টক আছে, প্রণয়ে বিচ্ছেদ আছে, রমণী হৃদয়ে কালকূট আছে, প্রেমে বাধা বিপত্তি আছে, নব-ঘনের প্রাণোন্মাদকারিণী মধুর কড় কড় নিনাদে বজ্রপাতের আশঙ্কা আছে, মনপ্রাণমুগ্ধকারী তোয়নিধির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যদর্শনে প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। যখন সকল বস্তু-তেই অপূর্ণতা রহিয়াছে, তবে বিজয়সিংহই বা নিখুঁত হইয়া সৃষ্ট হইবেন কেন? বিজয় সিংহের একমাত্র অভাব—গৃহস্থের সারধন পুত্ররত্ন।

রাজা বিজয়সিংহ এতাদৃশ সুখসাগরে ভাসমান হইয়াও পুত্র মুখাবলোকনে বঞ্চিত হইয়া সতত বিষাদসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন এবং আপনাকে হত ভাগ্য বোধে নিরন্তর ধিক্কার প্রদান করিতেন। একদা রাজা অনপত্যতা বশতঃ একান্তে উপবিষ্ট হইয়া বিষন্নমনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে অমাত্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা অন্যমনা প্রযুক্ত মন্ত্রী আগমন জানিতে পারিলেন না। বামদেব নরপতির এরূপ বিসদৃশ ভাব দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন, "মহারাজ! অদ্য আপনার এরূপ ভাব অবলোকন করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। অকস্মাৎ আপনার মনে এমন কি শোকের আবির্ভাব হইল, যে আপনার অটলান্তঃ-করণকেও বিচলিত করিয়াছে? সমুদ্র মধ্যস্থিত পর্ব্বত যদ্রূপ অপ্রতিহত ভাবে অবস্থিতি করে এবং তাহার অটলতা যদ্রূপ বীচিমালা সমূহের ঘাত প্রতিঘাতে বিচলিত হয় না, তদ্রূপ আপনার হৃদয়রূপ পর্ব্বতও কোন শোকরূপ তরঙ্গ দ্বারা বিচ-

লিত হওয়া অসম্ভব। তবে এ অধম কি আপনার সমীপে কোনরূপ গুরুতর অপরাধে অপরাধী? তাহা না হইলে দাসের কথার উত্তর প্রদান না করিয়া মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন কি জন্য? যদি এ অকৃতজ্ঞ আপনার নিকট কোনরূপ দোষ করিয়া থাকে, তাহা হইলে স্বীয় উদারতা গুণে এ অকিঞ্চনের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।”

রাজা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, “অমাত্যবর! তুমি কোন অপরাধ কর নাই, তোমার ন্যায় সৎপরামর্শ দাতা এবং বিশ্বাসী বন্ধু আমার আর কে আছে? তুমি আমার হৃদয়ে ব্যথা প্রদান করিবে, ইহা কি কখন সম্ভব? আমার অদ্য দুঃখের কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। কেবলমাত্র অপুত্রকতাই আমার দুঃখের একমাত্র কারণ। আমার সামান্য প্রজারাও পুত্রকন্যাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, কিন্তু আমি এত হতভাগ্য, যে পুত্রকামনায় সর্ব্বদাই বিষণ্ণচিত্তে কালযাপন করিতেছি, বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে কতই গুরুতর পাপানুষ্ঠান করিয়াছি। কত পুত্রবৎসলা জননীর নিকট হইতে তাঁহাদের একমাত্র হৃদয়রত্নকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছি। সেই জন্যই বোধ হয়, জগদীশ্বর এ জন্মে আমাকে অনুতাপানলে দগ্ধ করিতেছেন। পুত্র ব্যতিত ইহলোক হইতে উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই। পুন্নাম নরক হইতে মুক্তিলাভ করিবার পুত্রই একমাত্র ভরষা। অতএব পুত্রই জীবনবৃক্ষের একমাত্র অমৃতময় ফল। আর আমার প্রজাবর্গের মধ্যে যদি কোন নিঃসন্তান প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে আমি তাহার সমস্ত বিষয় অধিকার করিয়া থাকি। কি পরিতাপের বিষয়! সে এতদিন ধরিয়া ক্লেশকে ক্লেশ জ্ঞান না

করিয়া আপন জীবন তুচ্ছবোধে বিপন্নকরতঃ যে সমস্ত ধন উপার্জ্জন করিল, সে সমস্ত ধন সে প্রাণত্যাগ করিবার পর তাহার নিঃসন্তানতা প্রযুক্ত অন্যলোকের অনায়াসে তাহা হস্তগত হইল। তাহার মৃত্যুর পর তাহার বংশের নাম মান সমস্তই লোপ পাইল। এক্ষণে আমি যদি অপুত্রকাবস্থায় প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগখণ্ড অন্য লোকের করায়ত্ত হইবে। আমার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি, কলাপ, যশ, নাম, গৌরব, খ্যাতি ও বংশ সমস্তই লোপ পাইবে। আমি অতিশয় কুলাঙ্গার। অতএব মন্ত্রিন্! পুত্রবিহনে জীবন ধারণ বিড়ম্বনামাত্র। এক্ষণে আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে, বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক অবশিষ্ট জীবন তপস্যাতে অতিবাহিত করিব। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি রাজদণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিবে। আশা করি জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন। অতএব তুমি হৃষ্টান্তঃকরণে এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলে অতিশয় সুখী হইব।

বামদেব রাজার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "নরপতে! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, বৃহস্পতিকে উপদেশ প্রদান করা যদ্রূপ হাস্যাস্পদ, আপনাকে উপদেশ প্রদান করাও তদ্রূপ। তত্রাচ কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি, অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রবণবিবরে স্থান প্রদান করিলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব।"

রাজা কহিলেন, "মন্ত্রি! অদ্য তুমি এরূপ কথা বলিতেছ কেন? আমি কখনও কি তোমার উপদেশে অবহেলা করিয়াছি? তুমিই আমার বিপদ সাগরের একমাত্র তরী। তবে আজ তুমি এরূপ কুণ্ঠিত হইতেছ কেন? যাহা ইচ্ছা হয়, অকুতোভয়ে বলিতে পার।

বামদেব গম্ভীরভাবে কহিলেন, "মহারাজ! এই বিশ্বচরাচর সমস্তই সেই সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের ইচ্ছানুসারে চলিতেছে। সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ, ঐশ্বর্য্য, দারিদ্র্য জাগতিক সমস্ত ঘটনা বা পরিবর্ত্তন যাহা কিছু সকলই সেই পরম কারুণিক মঙ্গলময় পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারে সম্পন্ন হইতেছে। অতএব আমাদের ন্যায় সামান্য মানবের কি সেই বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত? আপনি শোক প্রকাশ করিলেই কি আপনার অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইতে পারিবেন? বিধাতার লিপি অখণ্ডনীয়। আপনি শতসহস্র বৎসর চেষ্টা করিলেও সে লিপি খণ্ডন করিতে পারিবেন না। তবে বৃথা কেন তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া নিরর্থক তাঁহার ক্রোধে পতিত হইবেন? আর আশাই মনুষ্যের জীবন-ধারণের একমাত্র প্রধান অবলম্বন। আশা না থাকিলে কখনই কোন লোক জীবন ধারণ করিতে পারিত না। আশা না থাকিলে মনুষ্যের হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যাইত। পুত্রবৎসলা জননী একমাত্র পুত্ররত্নে বঞ্চিত হইয়াও কেবল আশার আশ্বাসে জীবন ধারণ করিতেছেন। অতএব মহারাজ নিরাশ্বাস হইবেন না। কোন অভীষ্ট বস্তু লাভে বঞ্চিত হইয়া আপনাকে হতভাগ্য-বোধে বিলাপ করা অতি নির্ব্বোধের কর্ম্ম। অতএব আপনার ন্যায় লোকের সামান্য শোকে বিহ্বল হইয়া বিলাপ করা কি শোভা পায়? বিপন্ন ব্যক্তি রোদন করিলে কি বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে? কখনই না। কি উপায়ে সে উপস্থিত বিপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, তাহাই তখন তাহার চেষ্টা করা উচিত। তদ্রূপ আপনিও শোকবিহ্বল না হইয়া বরং তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করুন। যিনি আপনাকে এই অমূল্য রত্ন লাভে

বঞ্চিত করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলেই আবার অনায়াসে আপনার মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন। অতএব যাহাতে সেই সর্ব্বনিয়ন্তাকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করুন। তাঁহার মঙ্গলময়ত্বের উপর অটল বিশ্বাস সংস্থাপনপূর্ব্বক ধর্ম্ম্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকুন, তাহা হইলে একদিন না একদিন আপনার মানস পূর্ণ হইবেই হইবে।"

রাজা বিজয়সিংহ অমাত্যের ন্যায়সঙ্গত উপদেশপূর্ণ বাক্যে কথঞ্চিত শান্তি লাভ করিলেন এবং অপেক্ষাকৃত মনের স্থৈর্য্য-সম্পাদনপূর্ব্বক পুনরায় আপনাকে রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তদবধি তিনি দৈবকার্য্যে সাতিশয় অনুরক্ত হইলেন। স্থানে স্থানে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, অতিথিশালা, অনাথনিবাস, ও যাগযজ্ঞ প্রভৃতি নানাবিধ দেবকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। প্রজারাও রাজার পুত্রকামনায় দৈবকার্য্যে অনুরক্ত ও ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

রাজসভা।

"তনয়োহি ভবেৎ পুংসাং হৃদয়ানন্দকারকঃ।"

পঞ্চতন্ত্রম্।

রাজা বিজয়সিংহ মণিমাণিক্যাদিখচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন। দক্ষিণ পার্শ্বে

অমাত্য বামদেব করপুটে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সভাসদ্‌বর্গেরা সকলেই নিস্তব্ধভাবে রাজার কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। অকস্মাৎ রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমাত্যবর! আমি যে বিন্ধ্যাচলে দূত প্রেরণ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলাম, তাহার কি হইল?"

অমাত্য করপুটে কহিলেন, "রাজন্! আপনার আজ্ঞানুযায়ী সেই বিন্ধ্যাচলস্থ জটিলের আশ্রমে একজন দূত প্রেরিত হইয়াছিল। দূত সবিনয়ে তাঁহার নিকট আপনার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিল। তিনি প্রথমেতে কোলাহলপূর্ণ নগরে আসিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। পরে আমাদের দূত অতিশয় কাতরতা প্রকাশ করায় তিনি গত কল্য তাহার সমভিব্যাহারে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা এক্ষণে অনাদিলিঙ্গের মন্দিরে অবস্থিতি করিতেছেন। কল্য তাঁহারা যখন এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। সুতরাং মহারাজের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটিবার আশঙ্কায় কল্য আপনাকে সংবাদ দিতে পারি নাই।"

রাজা ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "কল্য আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই, তজ্জন্য ত তিনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না? যাহা হউক আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। এই মুহূর্ত্তেই চল, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি।

বামদেব বিনীতভাবে কহিলেন, "মহারাজ! তজ্জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই। মহর্ষি নিজেই আমাকে কহিলেন, "অদ্য রাত্রে মহারাজকে সংবাদ প্রদান করিবার আবশ্যক নাই। কল্য সময়ক্রমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" এক্ষণে যদি আপনি তাঁহার নিকট গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে

অগ্রে একজন দূত দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।” এই বলিয়া তিনি একজন রক্ষীকে কহিলেন, “এই নগরস্থ অনাদি-লিঙ্গের মন্দিরে যোগী অবস্থান করিতেছেন, তুমি তাঁহার নিকট মহারাজের প্রার্থনা জ্ঞাপন কর। তিনি কি অনুমতি প্রদান করেন জানিয়া আইস।”

দূত তৎক্ষণাৎ কথিত মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগত হইয়া কহিল, মহারাজ! মন্দিরমধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে মন্দিরাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন, “রাজসভায় চল, সেখানে মহা-রাজের সাক্ষাতে সমুদয় বলিব।” সুতরাং আমি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। মহারাজের অনুমতি প্রতীক্ষায় তিনি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

রাজা আগ্রহচিত্তে ব্যস্তসহকারে কহিলেন, “শীঘ্র তাঁহাকে এইখানে লইয়া আইস।”

মন্দিরাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ আনীত হইয়া উপযুক্ত আসনে উপ-বিষ্ট হইলে পর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়! মহর্ষি কোথায়, শীঘ্র বলিয়া আমার ব্যাকুলচিত্তকে সুস্থির করুন।”

অধ্যক্ষ বিনীতভাবে কহিলেন, “মহারাজ! কল্য রাত্রকার যাবতীয় ঘটনা মন্ত্রীমহাশয় অবগত আছেন। সুতরাং আমার তাহা পুনর্ব্বার বলিবার আবশ্যক নাই। তৎপরে যাহা হইল বলিতেছি শ্রবণ করুন। মন্ত্রীমহাশয় তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আপন আলয়ে চলিয়া গেলেন। মন্দির মধ্যে যোগী এবং আমি ব্যতিত অপর কেহই রহিলেন না। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর তিনি আমাকে আপনার জন্মতিথি ও লগ্নের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আপনি বোধ হয় অবগত

আছেন, যে আমরা মধ্যে মধ্যে আপনার মঙ্গলকামনায় অনাদি লিঙ্গের নিকট স্বস্ত্যয়ন করিয়া থাকি। সুতরাং মন্দিরের প্রচলিত নিয়মানুসারে আমরা উক্ত দুই বিষয়ই বিশেষরূপে সুপরিজ্ঞাত আছি। আমি যোগীর প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান করিলাম। তদনন্তর তিনি আমাকে কহিলেন, "মহাশয়! অদ্য অতিশয় পরিশ্রান্ত আছি। রাত্রিও অধিক হইয়াছে। এক্ষণে একটু নির্জ্জনে বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করি।" আমি এই কথা শুনিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। যোগী ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিলেন। আমিও আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলাম। অদ্য প্রভাতে গমন করিয়া দেখি যে মন্দির মধ্যে কেহই নাই। কেবল সম্মুখে এক খানি লিপি পতিত রহিয়াছে। আমি সযত্নে পত্র খানি ভূমি হইতে তুলিয়া লইলাম। পত্র খানি পড়িবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে আপনার দূত উপস্থিত হইল। সুতরাং আর পড়া হইল না। এই সেই পত্র গ্রহণ করুন। এই বলিয়া অধ্যক্ষ স্বীয় বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি লিপি বাহির করিয়া মন্ত্রীর হস্তে প্রদান করিলেন।

রাজা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আগ্রহ সহকারে পত্রখানি পাঠ করিবার নিমিত্ত অমাত্যকে আদেশ করিলেন। বামদেব পত্রখানি উন্মোচন করিবামাত্র দুইটী শুষ্ক বিল্বপত্র দেখিতে পাইলেন। তদনন্তর তিনি পত্র খানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। লিপি খানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ছিল। পাঠক পাঠিকাদের সুবিধার্থ আমরা তাহার অবিকল বঙ্গানুবাদ করিয়া দিলাম।

রাজন্! কতিপয় দিবস হইল বিন্ধ্যাচলে আমার আশ্রমে

আপনার একজন দূত যাইয়া উপস্থিত হয় এবং আমাকে বলে যে, "হৈহয়েশ্বর মহারাজ বিজয়সিংহ পুত্রলাভ কামনায় আপনার দ্বারা একটী পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করেন। ইহাতে আপনার অনুমতি কি?" আমি প্রথমে জনতাপূর্ণ লোকালয়ে যাইতে অস্বীকৃত হইয়াছিলাম। পরে তাহার অনেক অনুরোধে সম্মত হইলাম। পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর চরণস্থিত দুইটী বিল্বদল গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত যাত্রা করিলাম। অদ্য রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় আমরা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আপনার অমাত্য অতিশয় যত্ন ও ভক্তি সহকারে আমার সেবা শুশ্রূষাদির আয়োজন করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলাম, "মহাশয়! আমরা উদাসীন, আমাদের কোন বিষয়ে স্পৃহা নাই। আমার জন্য এত আয়োজন উদ্যোগ কেন? আমাকে সন্তুষ্ট করাই যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে আমাকে অদ্যকার রাত্রি নির্জ্জনে বিশ্রাম করিতে দিন। ইহাতে আমি অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিব।" তাঁহাকে স্তোক বাক্যে বিদায় করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। কল্যাই মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব কি না? ভাবিলাম দৈব আপনার উপর সুপ্রসন্ন কি না, তাহা অগ্রে জানা কর্ত্তব্য। তাহার পূর্ব্বে আপনার নিকট কোনরূপ অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া উচিত নয়, এই স্থির করিয়া মন্দিরের অধ্যক্ষকে আপনার জন্মতিথি ও লগ্নের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। উক্ত দুই বিষয় তাঁহার নিকট অবগত হইয়া কৌশলক্রমে তাঁহাকেও বিদায় প্রদান করিলাম। তৎপরে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করতঃ জ্যোতিষ সাহায্যে আপনার অদৃষ্ট গণনায় প্রবৃত্ত হইলাম। গণনা করিয়া দেখিলাম, আপনার

ভাগ্যে এক পুত্র রত্ন আছে। কিন্তু আপনার সৌভাগ্যপুষ্প কোন বিরুদ্ধ গ্রহের বাধকতায় সমগ্র ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারিতেছে না। সুতরাং ভাবিলাম, যুদ্ধ করিবার কোন আবশ্যক নাই। সেই বিরুদ্ধ গ্রহকে শান্ত করিতে পারিলেই কার্য্য সফল হইবে। এই স্থির করিয়া বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর চরণস্থিত বিল্বপত্র দুইটী রাখিয়া গেলাম। ভক্তিসহকারে ইহা কবচ মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক রাজ্ঞীকে ধারণ করিবার আদেশ প্রদান করিবেন। তাহা হইলেই গ্রহের শান্তি হইবে। দুইটী পত্রে দুইটী কবচ প্রস্তুত হইতে পারিবে। বামদেবের মুখে শুনিলাম, তিনিও অপুত্রক। সুতরাং তাঁহার পত্নীকে একটী প্রদান করিবেন। পরে সন্তানদ্বয় ভূমিষ্ঠ হইলে এই কবচ দুইটী তাহাদের অঙ্গে সংলগ্ন করিয়া দিবেন। ইহার শক্তি প্রভাবে তাহারা সমস্ত বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। আপনার সহিত যে সাক্ষাৎ করিলাম না, তাহার বিশেষ কারণ আছে। সেই কারণ শ্রবণ করিলে আপনি দুঃখ ব্যতীত সুখানুভব করিবেন না বিবেচনা করিয়া, এখন তাহা উল্লেখ করিলাম না। সম্ভবতঃ অদ্য হইতে ত্রয়োবিংশতি বর্ষ পরে আপনি আমার আর এক খানি লিপি প্রাপ্ত হইবেন। তাহাতে এই কারণের উল্লেখ থাকিবে। কুত্রাপি আমার সন্ধান করিবেন না, করিলে বিফল মনোরথ হইবেন। আমার পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিবেন। ইতি—

বিন্ধ্যাচলভ্রমী তপস্বী।

পত্র পাঠানন্তর বামদেব বিল্বদল দুইটী মহারাজের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, "নরপতে! এই সেই তপস্বী প্রদত্ত বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর চরণস্থিত বিল্বপত্র দুইটী গ্রহণ করুন।"

বিজয়সিংহ হাস্য করিয়া কহিলেন, "সচিবশ্রেষ্ঠ! জটিল আমাকে ত দুইটাই প্রদান করেন নাই। আমাকে কেবল একটী গ্রহণ করিতে অনুমতি করিয়াছেন। শাসনকর্ত্তা হইয়া কিরূপে আমি স্বয়ং পরস্বাপহরণপূর্ব্বক আমার নিজের প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করিব।" এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয়টী বামদেবের হস্তে অর্পণ করিলেন। উপস্থিত ঘটনায় সভাসদ্বর্গ ও অন্যান্য সকলেই অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর সভাভঙ্গসূচক বাদ্যধ্বনি হইবামাত্র সকলেই হৃষ্টান্তঃকরণে আপনাপন আলয়াভিমুখে গমন করিলেন।

এই ঘটনার পর ছয় মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। এই ছয় মাসের মধ্যে কত স্থানে কত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল, কে তাহার নির্ণয় করিতে পারে? কিন্তু ইহার মধ্যে রাজবাটীতে কোনরূপ রূপান্তর হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কেবল রাজার আর সে বিষাদ বিষাদ ভাব নাই। সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। পুরজনেরা সকলেই যেন আনন্দিত, দেখিলে বোধ হয়, তাহারা যেন কোন ভাবী সুখপ্রদ ঘটনার অপেক্ষা করিতেছে। সময় কাহারো হাত ধরা নয়। নদীর স্রোতের ন্যায় অবিরত অবিশ্রান্ত ও সমান গতিতে গমন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে আরও এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। আসুন পাঠক! দেখি ইতিমধ্যে রাজবাটীতে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে কি না? এ কি! নগরমধ্যে আজ এত মহামহোৎসব, এত আনন্দ ধ্বনি, এত কোলাহল শব্দ কেন? ইহার কারণ ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আচ্ছা, তার জন্য এত চিন্তা কি! যাহাকে হউক একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারা যাইবে। এ কি! কেউ যে কথা কয় না গো! সকলেই

আপন মনে ব্যস্তসমস্তভাবে গমন করিতেছে। কে কার কথা শুনে, কে কার কথার উত্তর দেয়, তাহার কিছু ঠিক ঠিকানা নাই। আমর! মিন্সেগুলো বোবা না কালা! এখন করি কি? কি কোরেই বা জানি ব্যাপার কি? বিষয় যে খুব গুরুতর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। না, আর আমাদিগকে বেশীক্ষণ অন্ধকারে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে হইবে না। ঐ যে একটা চাঁপদেড়ে, নাগরা কাঁধে মিন্সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি বোল্‌ছে। আপনারা একটু চুপ করুন দেখি, ও কি বলে শোনা যাক্।

এই যে দেখিতে দেখিতে সেই রক্তবস্ত্র পরিহিত দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের আতঙ্কোৎপাদনকারী ভয়াল সুদীর্ঘ গুম্ফ শ্মশ্রু সুশোভিত গুরুগম্ভীর শব্দোৎপন্নসক্ষম দামামা পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত, সুদীর্ঘ মানব আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। দামামাতে সজোরে আঘাত পূর্ব্বক তাহার সহিত সুর মিলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, "হে নগরবাসীগণ! অদ্য মহারাজের এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে এবং অমাত্য পত্নী সরলাদেবীও এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুলক্ষণযুক্ত পুত্র প্রসব করিয়াছেন। মহারাজ আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, অদ্য হইতে এক সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত কি ধনী কি দরিদ্র সকল প্রজাগণই মহামহোৎসব করিবে। পাছে কেহ অর্থাভাবে অথবা ব্যয়কুণ্ঠতা প্রযুক্ত এই আনন্দোৎসবে যোগ দান করিতে সক্ষম না হন, সেই জন্য মহারাজ আদেশ করিয়াছেন যে, যাহার যে দ্রব্যের অথবা অর্থের অসদ্ভাব হইবে, সে তৎক্ষণাৎ তাহা রাজভাণ্ডার হইতে আনয়ন করিতে পারিবে। যে ইহার অন্যথাচরণ করিবে, তাহাকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া গণ্য করা যাইবে।" এই কথা বলিতে বলিতে সেই সুদীর্ঘ ভীষণদর্শন পুরুষবর নগরের প্রান্তভাগাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

পাঠক বুঝিতে পারিলেন ব্যাপার কি? আমাদের আর সেই ঘোষণাকারীর অনুসরণ করিবার আবশ্যক নাই। আসুন, এক্ষণে মহারাজ বিজয়সিংহ কি করিতেছেন, দর্শন করি।

রাজা বিজয়সিংহ স্বয়ং সহস্র সহস্র প্রার্থীদিগকে তাহাদের প্রার্থনামত ধন রত্ন, বস্ত্রালঙ্কার এবং যে যাহা প্রার্থনা করিতেছে, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে তাহাই প্রদান করিতেছেন। বিজয়সিংহ আজ কল্পতরু। কেবল মুক্তহস্তে দান করিতেছেন, আজ তাঁহার আনন্দ দেখে কে? আহ্লাদে বিভোর হইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। আজ তাঁহার চক্ষে জগতের প্রত্যেক বস্তুই সুখময়। পাঠক! সময়ের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন শক্তি। অদ্য যে রাজাধিরাজ মহারাজ হীরকমণ্ডিত সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক কত লোককে কত লোকের সর্ব্বনাশ করিতে অনুজ্ঞা করিতেছেন, কল্য তিনি ভিখারীর বেশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন। অদ্য যে ভিক্ষুকের বেশে দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়া ভিক্ষালব্ধ জিনিষ দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, কল্য সে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজদণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক বিস্তীর্ণ রাজ্যখণ্ড শাসন করিতেছে। সময়, তোমাকে ধন্য! তুমি কখন কাহার প্রতি কিরূপ ভাবে আগমন কর, তাহা বলা যায় না। যে সময়ে স্নেহময়ী জননী একমাত্র পুত্ররত্নে বঞ্চিতা হইয়া করুণস্বরে বিলাপ করত গগনকে বিদীর্ণ করিতেছেন, হয়ত সেই সময়েই কোন চির অপুত্রবতী চিরবাঞ্ছিত পুত্রলাভ করিয়া আনন্দে মেদিনীকে পরিপূরিত করিতেছে। কল্য যে রাজা বিজয়সিংহ নিরপত্যতা বশতঃ আপনাকে হতভাগ্য বোধে বনগমনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, ঐ দেখ অদ্য সেই বিজয়সিংহ মহিষী একটী সর্ব্বাঙ্গ-

সুন্দর পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান বিবেচনায় আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন।

অনন্তর মহা সমারোহে যথাসময়ে কুমারদের আভিজাত্য সংস্কার সম্পন্ন হইল। ভূপতি পুত্রের প্রসেনজিত নামকরণ করিলেন। অমাত্য পুত্র বসন্তকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার বসন্তকুমার নাম রাখিলেন। কুমারগণ শুক্ল-পক্ষীয় কলানিধির ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ক্রমে পঞ্চবর্ষ অতীত হইলে, রাজা তাঁহাদের বিদ্যা শিক্ষার্থ দূরদেশ হইতে মহামহোপাধ্যায় কোবিদগণকে আনয়নপূর্ব্বক কুমারদের অধ্যাপনার্থ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহারাও স্বীয় বুদ্ধি প্রাখর্য্যে বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমেই সর্ব্বকলাভিজ্ঞ ও সর্ব্ব-শাস্ত্রে বিশারদ হইলেন। সর্ব্বাপেক্ষা অস্ত্রশস্ত্র চালনে ও বুদ্ধি-কৌশলে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। তৎকালীন যুদ্ধ-বিদ্যায় তাঁহাদের কেহ সমকক্ষ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একত্র শয়ন, একত্র ভোজন, একত্র বিদ্যাশিক্ষা, একত্র ভ্রমণ ও সদাসর্ব্বদা একত্র সহবাস করিয়া উভয়ের প্রতি উভ-য়ের অতিশয় অনুরাগ জন্মিয়াছিল। এমন কি, উভয়ে উভয়কে একদণ্ড দেখিতে না পাইলে ব্যাকুল হইত। কেহ কাহার মুহূর্ত্তের বিরহও সহ্য করিতে পারিত না। নরপতি উভয়ের মধ্যে এতাদৃশ সদ্ভাব দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে একত্র বাস করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। নরপতি কুমারের অবস্থান করিবার নিমিত্ত ইতিপূর্ব্বেই এক সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। এক্ষণে প্রসেনজিতসিংহ ও বসন্তকুমার বিদ্যাশিক্ষা সমাপন করিয়া বিদ্যালয় হইতে আগমনপূর্ব্বক উপরোক্ত প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা ও মন্ত্রী স্বীয় পুত্র-

দিগকে ঈদৃশ রূপবান ও গুণবান দর্শন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

চন্দ্রে কলঙ্ক।

"—Love is a thorn that belongs to the rose of youth."
Shakespeare.

যৌবনকাল অতি বিষমকাল। এই সময়ে কাম ক্রোধাদি ষড়রিপু মনোমধ্যে অতিশয় উত্তেজিত হয়। এই সময়ে মনে এক-প্রকার মত্ততা জন্মে, যদ্দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট বোধ হয়। এই সময়ে গুরুজনের প্রতি ভক্তি, সম মর্য্যাদাপন্ন লোকের প্রতি শিষ্টাচার ও নিকৃষ্ট লোকদিগের প্রতি স্নেহ মমতা কিছুই থাকে না। এ সময়ে লজ্জা, ঘৃণা ও ভয় প্রভৃতি সকলেই একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়। কিসে আপনার ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ করিতে পারেন কেবল, সেই চেষ্টা। নিজের স্বার্থ সাধন করিবার জন্ম পরের সর্ব্বনাশ করিতে অথবা গভীর পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হইতেও কুণ্ঠিত হয় না। পরদুঃখ, পরকাতরতা অথবা পরের জন্ম সহানুভূতি হৃদয়ে স্থান পায় না। পৃথিবীতে যত প্রকার পাপ প্রবৃত্তি আছে, তাহা এই সময়ে হৃদয়ে সাতিশয় বলবতী হয়। যদ্রূপ কোন পথিক সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রক জন্তু সমাকীর্ণ নিবিড় অরণ্য মধ্য দিয়া গমন করিতে করিতে একবার তাহাদের হস্তে পতিত হইলে আর রক্ষা পায়

না, তদ্রূপ যৌবনের প্রলোভনরূপ সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রক জন্তুসঙ্কুল জীবনরূপ মহারণ্য অতিক্রম করিতে করিতে একবার তাহাদের প্রলোভনে পতিত হইলে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর। যে ব্যক্তি জ্ঞানরূপ তরী দ্বারা প্রলোভনরূপ তরঙ্গমালাকে বিদীর্ণ করিয়া যৌবনরূপ মহা সমুদ্র পার হইতে পারেন, তিনিই জগতে ধন্যবাদার্হ ও পূজনীয়। পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে যদি কেহ এক্ষণে যৌবনপদবীতে পদার্পণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই সময় হইতেই আপনার মনকে সাবধান করিতে চেষ্টা করুন; সৎপথে চলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন, নচেৎ একবার তাহার পৈশাচিক প্রলোভনে মুগ্ধ হইলে চিরকালের নিমিত্ত অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবেক। কুমার প্রসেনজিত ও বসন্তকুমার কৈশোরাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ঈদৃশ বিপদসঙ্কুল যৌবন পদবীতে পদার্পণ করিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে একদা রাজকুমার ও বসন্তকুমার অশ্বারোহণে সমুদ্রতটে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে এক অর্ণব যানোপরি কতকগুলি লোক কোলাহল করিতেছে। কুমার ব্যাপার বিদিত হইবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইয়া দর্শন করিলেন যে, এক বণিক কতকগুলি চিত্রফলক লইয়া ক্রেতাগণকে দর্শন করাইতেছে ও যথোচিত মূল্য প্রার্থনা করিতেছে। কিন্তু ক্রেতাগণ অসম্ভব মূল্য শ্রবণ করিয়াই হউক কি অসামর্থ্যতা বশতঃই হউক কেহই ক্রয় করিতে পারিতেছে না। কুমার সেই বণিকের হস্ত হইতে আলেখ্যগুলি গ্রহণ করিয়া তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই বণিক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, কুমার! যদ্যপি আপনার এইগুলি গ্রহণ করিবার বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাকে উপহারস্বরূপ

গ্রহণ করিলে আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। রাজকুমার তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বাণিজ্যোপজীবিন্! এই আলেখ্য-গুলি গ্রহণ করিতে আমার সাতিশয় বাসনা হইয়াছে। যদ্যপি ইচ্ছামত মূল্য গ্রহণ করিয়া এই গুলি আমাকে প্রদান কর, তাহা হইলে গ্রহণ করিতে পারি, নচেৎ আবশ্যক নাই। বণিক তাহা শ্রবণ করিয়া অনিচ্ছাসত্বেও মূল্য গ্রহণে বাধ্য হইল। অনন্তর রাজকুমার সেই বণিককে তাহার আশাতিরিক্ত মূল্য প্রদান করিয়া আলেখ্য গুলি গ্রহণ করতঃ স্বীয় আবাস মন্দিরাভি-মুখে প্রস্থান করিলেন। বসন্তকুমারও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

কুমার যে সমস্ত আলেখ্যগুলি আনয়ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সর্ব্বচিত্তরঞ্জিনী ও জগমনমোহিনী এক ষোড়শী যুবতীর প্রতিরূপ ছিল। কুমার সেই চিত্রফলক দর্শন করিবামাত্র এক-বারে দুরন্ত কন্দর্পের পঞ্চশরে বিদ্ধ হইলেন। একে বসন্তকাল। তাহাতে আবার যৌবনাবস্থা। সোনায় সোহাগা। এরূপ অব-স্থায় যে রাজকুমার কামে বিহ্বল হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? সেই অতুলনীয়া রূপরাশি দর্শন করিলে মনুষ্য কোন্ ছার. ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ যতিগণেরও মন বিচলিত হয়। প্রতিমূর্ত্তি-খানি দর্শন করিলে জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হয়। সেই অতুলনীয় রূপ-রাশি, বিদ্যুতের ন্যায় লাবণ্য, পূর্ণিমার শশীর ন্যায় নিষ্কলঙ্ক বদন, সর্পের ন্যায় দীর্ঘ ও সুচিক্কণ বেণী, মৃগের ন্যায় অক্ষি, পীনের ন্যায় উন্নত পয়োধর, কেশরী হইতেও ক্ষীণ কটী, করিকরের ন্যায় মাংসল রম্ভা—উরুদেশ. সেই মৃণালের ন্যায় সুকোমল ভুজযুগল, সেই তিলফুল সম নাসিকা—মরি মরি! সেই প্রাবৃটের বন্যার ন্যায় ঢল ঢল রূপরাশি কি এই সামান্য জড় পদার্থ লেখনী বর্ণন করিতে পারে? হায় রে! সে রূপের ছটা

নশ্বর মনুষ্যে কি লিখিয়া শেষ করিতে পারে? সে যে হৃদয়ের জিনিষ, বাহ্য বস্তুর সাধ্য কি যে তাহাকে ধারণ করিতে পারে? সে অন্তরের জিনিষ, অন্তরে থাকিবারই প্রকৃত যোগ্য। হৃদয়ই তাহাকে ধারণ করিবার একমাত্র সিংহাসন। বাহ্য প্রকৃতি দ্বারা তাহাকে ধারণ করিতে গেলে কেবল তাহার অপমান করা হয়। শুধু কি অপমান? এতদ্দ্বারা ঈশ্বরের কার্য্যের সমালোচনা করা হয়। পাঠক! আমার সাধ্য নাই যে আমি ঈশ্বরের কর্ম্মের সমালোচনা করি? সুতরাং সামান্য লেখনী দ্বারা তাহার রূপ বর্ণনার চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইলাম। গ্রন্থকার সুনিপুণ চিত্রকর হইলেও বরং তাহার একখানি প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া আপনাদিগকে দেখাইতে পারিত। কিন্তু গ্রন্থকার সে রসে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। শেষে কি শিব গড়িতে বানর গড়িয়া ফেলিবে। তবে পাঠক মহাশয়েরা আক্ষেপ করিতে পারেন, যে আমরা কি সে রূপরাশির কণামাত্রও স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিব না? কিন্তু উপায় নাই, চারা কি?—হাঁ! একটী উপায় আছে বটে। সকলেই স্বীয় গৃহিণীকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী বলিয়া বিবেচনা করেন। পূর্ণিমার রজনীতে যখন শশধরের সুশীতল রশ্মিতে জগন্মণ্ডল হাসিতে থাকিবে, যখন পাপিয়া সপ্তমে সুর চড়াইয়া প্রকৃতিকে গীত শুনাইতে থাকিবে, সেই সময়ে বিমুক্ত বাতায়ন কক্ষে শয়ন করিয়া তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে একবার স্ব স্ব প্রেমপুত্তলিকাদিগের প্রতি প্রেমপূর্ণ চক্ষে দৃষ্টি-পাত করিবেন, তাহা হইলে কতকটা আমাদের উপরোল্লিখিতা কামিনীর সৌন্দর্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। রাজকুমার যত-বার সেই আলেখ্যখানি দর্শন করিতে লাগিলেন, ততই নূতন বোধ হইতে লাগিল। সে কি ফুরাইবার জিনিষ, যে ফুরাইবে।

কিছুতেই দর্শন-লালসা পরিতৃপ্ত হয় না। কুমার সেই রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়া তাহার পরিচয় বিদিতার্থ চিত্রফলকটীর চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে পরিচয়াদি কিছুই লিখিত ছিল না। কেবল সর্ব্ব নিম্নে একটী মাত্র নাম লিখিত ছিল। কি—সে নাম? পাঠক মহাশয়ের যদি শুনিবার বাসনা হইয়া থাকে, তবে কুমার প্রসেনজিৎ সিংহকে জিজ্ঞাসা করুন। কই—কুমার কি বলিলেন? নিস্তব্ধ হইলেন কেন? বোধ হয়, রাজকুমার লজ্জাবশতঃ বলিতে পারেন নাই। নিতান্ত দেখিতেছি যে আমাকেই বলিতে হইবে। কিন্তু এ জগতে দেখিতে পাইলে কয়জনে শুনিতে চায়? তবে ঐ দেখুন, উজ্জ্বলাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে "যামিনী"!

রাজকুমার এই নাম ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি যামিনীর কোন পরিচয়াদি প্রাপ্ত না হইয়া নৈরাশ-সাগরে মগ্ন হইলেন। তদবধি কিসে এই রমণী রতন লাভ করিবেন, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র কেবল সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুহৃদে—সুহৃদে।

"Oh Protus, I can break my fast, dine,
sup, and sleep, upon the very name of love."
Shakespeare.

প্রণয় কি, তাহা কেবল প্রণয়ীজনেরাই বলিতে পারেন। তবে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, প্রণয় অতি সুখময়

পদার্থ। যদি জগতে কিছু সুখকর পদার্থ থাকে, তবে সে কেবল পবিত্র প্রণয়। ইহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই, ইহা একটী অতলস্পর্শী অনন্ত মহাসমুদ্র, কেহ ইহাতে একবার ঝাঁপ দিলে আর সে কখন সমুদ্র হইতে উত্থিত হইতে পারে না। প্রণয়ীজনেরা স্ব স্ব প্রণয়াস্পদের বিষয় কথোপকথন করিয়া এমন কি আহার, বিহার, নিদ্রা সমস্তই ত্যাগ করিতে পারেন। কুমার প্রসেনজিৎসিংহ এত দিনে এই অতলস্পর্শী অনন্ত প্রণয় সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। যামিনীর প্রতিমূর্ত্তি দর্শনা-বধি তিনি সর্ব্বদাই নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতেন। এমন কি, তিনি বসন্তকুমারের সহিতও ভাল রূপ কথাবার্ত্তা কহিতেন না। যতই চিন্তা করেন, ততই প্রণয় তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। বসন্তকুমার কুমারের এইরূপ চিত্ত বিকার দর্শন করিয়া কহিলেন, রাজকুমার সেই আলেখ্য ক্রয় করা অবধি আপনাকে সর্ব্বদাই চিন্তান্বিত ও অন্যমনস্ক দর্শন করি-তেছি কি জন্য? পূর্ব্বের ন্যায় আপনার কোন বিষয়ে আহ্লাদ নাই, উৎসাহ নাই, আসক্তি নাই, আর সে হাসি হাসি মুখ নাই, কিছুই নাই। কৃষ্ণপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন নিষ্প্রভ হইতেছেন। কেবল নির্জ্জনে বসিয়া অহর্নিশি চিন্তা করেন। আপনার এত কি চিন্তা, অতএব শীঘ্র আপনার এরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ প্রকাশ করিয়া এ অকিঞ্চনের মনোদ্বেগ দূর করুন। কুমার লজ্জাবশতঃ ইহার কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। কেবল অধোবদন হইয়া রহিলেন। অমাত্য-পুত্র রাজকুমারের এতদাবস্থা অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এরূপ অনেক শুনা গিয়াছে যে, রাজকুমারেরা প্রায়ই যৌবনকালে কোন

রূপবতী যুবতীর প্রতি আসক্ত হইয়া থাকেন। বোধ হয়, কুমার প্রসেনজিতও কোন লাবণ্যবতীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া থাকিবেন। লজ্জাবশতঃ আমার নিকট প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। অমাত্যপুত্র মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া কহিলেন, রাজকুমার! বোধ হয়, আপনি কোন রূপবতী কামিনীর প্রতি আসক্ত হইয়াছেন। অতএব আমাকে লজ্জা করিবার কারণ কি? এ অধমকে আপনার একমাত্র অনুগত ভৃত্য বলিয়াই জানিবেন। আমাকে বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? আমার দ্বারা আপনার কোন অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। অতএব সমস্ত প্রকাশ করিয়া এ অকিঞ্চনের কৌতূহল চরিতার্থ করুন। রাজকুমার, অমাত্যপুত্র সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছেন, মনে করিয়া ভাবিলেন যে, আর ইহার নিকট গোপন করিতে চেষ্টা করা বৃথা। যদি ইহার নিকট গোপন করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমার অকৃতজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করা হইবে। এবং ইহার নিকট হইতে অনেক সদ্যুক্তিও পাইতে পারিব। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কহিলেন, প্রিয়বন্ধো! তুমি যাহা অনুভব করিয়াছ, তাহা সত্য। সেই সমস্ত চিত্রফলক মধ্যে যামিনী নাম্নী এক অসামান্যা রূপযৌবনসম্পন্না কামিনীর প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য-জালে জড়িত হইয়াছি। তদবধি যে কি কষ্টে কালযাপন করিতেছি, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়া আর কি বলিব? এবং তুমিও তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছ। ভাই! তুমি ভিন্ন আমার আর অন্য উপায় নাই। তুমিই আমার বিপদার্ণবের একমাত্র তরী। অতএব যাহাতে এই রমণীরত্ন লাভ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে সদুপদেশ প্রদান করিয়া প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় কার্য্য কর। এই বলিয়া রাজ-

কুমার স্বীয় বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সেই আলেখ্যখানি বাহির করিয়া অমাত্যপুত্রকে দর্শন করাইলেন। বসন্তকুমারও সেই চিত্রখানি দর্শন করিবামাত্র তাঁহার চিত্তও মুহূর্ত্তেকের নিমিত্ত বিচলিত হইল। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী মাত্র। তিনি ভাবিলেন যে, রাজকুমারের প্রণয় অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই। সে যাহা হউক, তিনি চিত্রপটাঙ্কিত রমণীর পরিচয়াদি প্রাপ্ত হইবার আশায় তাহার চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই চিত্রিত রমণীর নাম ভিন্ন অন্য কোন পরিচয়াদি জ্ঞাত হইতে না পারিয়া সাতিশয় চিন্তিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন প্রায়ই এরূপ শুনা গিয়া থাকে, যে অনেক অনেক রাজকুমারেরা স্ব স্ব প্রণয়িনীদিগের নিকটে গমন করিতে করিতে কত শত বিপদজালে বেষ্টিত হইয়া কখন কখন প্রাণ পর্য্যন্তও উৎসর্গ করিয়া থাকেন। আমাদের রাজকুমারের তদপেক্ষা সহস্র গুণে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এবং তাহাতেও পরিণামে সফলকাম হইতে পারেন কি না সন্দেহ। কারণ, যামিনীর পরিচয়াদি কিছুই অবগত নহি। অতএব এই সময় হইতেই কুমারকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করি। বসন্তকুমার মনে মনে এইরূপে চিন্তা করিয়া কহিলেন, রাজকুমার! আপনার অন্তঃ-করণকে এই সময় হইতে দৃঢ়ীভূত করিতে চেষ্টা করুন। নতুবা চিরদিনের নিমিত্ত অসহ্য বিরহানলে দগ্ধ হইতে হইবে। আপনি কি কখন শ্রবণ করেন নাই, যে কতশত লোকে রমণীর মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, আত্মীয় পরিজন ও বন্ধুবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং সেই রমণীর উদ্দেশে গমন করিতে করিতে নানাবিধ বিপদে পতিত হইয়া থাকে ও কখন কখন জীবন পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। অতএব

বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনার ন্যায় মহৎ লোকের কি সামান্য রমণীর জন্য পিতামাতার স্নেহ মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া স্বীয় জীবনকে বিপন্ন করা উচিত? আর মহারাজ ও মহিষী, এতদিন পর্য্যন্ত ক্লেশকে ক্লেশ জ্ঞান না করিয়া যে আপনাকে লালন পালন করিলেন, কিরূপেই বা তাঁহাদের স্নেহপাশ ছিন্ন করিতে সমর্থ হইবেন? আপনিই তাঁহাদের জীবনাকাশের একমাত্র শশধর। আপনার বিচ্ছেদে কখনই তাঁহারা জীবনধারণ করিতে পারিবেন না। নিশ্চয়ই তাঁহারা পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন। অবশেষে কি ছার রমণীর নিমিত্ত পিতৃ মাতৃ হত্যার পাপভাগী হইবেন, আর আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবার কোন উপায়ও দেখি নাই। যামিনীর কোথায় নিবাস, কে ন্ জাতি, কাহার কন্যা সে সমস্ত কিছুই অবগত নহেন। তবে কি আপনি ত্রিভুবন পর্য্যটন করিয়া যামিনীর অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করেন? ইহা সমস্তই অসম্ভব। আর যামিনী নাম্নী কোন রমণী যে জগতে প্রকৃত আছে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি! বোধ হয় কোন সুদক্ষ চিত্রকর বিচিত্র কল্পনা শক্তির প্রভাবে এই আলেখ্যখানি চিত্রিত করিয়াছে ও ইহার নিম্নে তাহার ইচ্ছামত নাম প্রদান করিয়াছে। যদ্যপি সত্য হইত তাহা হইলে ইহার নিম্নভাগে নিশ্চয়ই যামিনীর পরিচয়াদি সমস্তই লিখিয়া দিত। অতএব মিথ্যা বিষয়কে সত্য জ্ঞান করিয়া কেন আপনার মহামূল্য জীবনকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? অতএব কুমার সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া এই কল্পিত প্রণয়কে হৃদয় হইতে উৎপাটন করুন।

রাজকুমার, মন্ত্রীপুত্রের সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিশেষে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয় মিত্র! তুমি যাহা

বলিলে সমস্তই সত্য ও যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু মিথ্যা বিষয়ে কখন মনের অনুরাগ জন্মে না। ঐ আলেখ্য দর্শনমাত্রেই যখন আমার হৃদয়ে প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে, তখন নিশ্চয় জানিও, যামিনী নাম্নী কোন রমণী এই পৃথিবীমধ্যে জীবিত আছেন। আর তুমি যে আমাকে হৃদয় হইতে প্রণয়োৎপাটন করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছ, ইহা অসম্ভব। যখন প্রণয়মূল একবার আমার হৃদয়-মন্দিরে বদ্ধ হইয়াছে, তখন হৃদয়োৎপাটন ব্যতিত প্রণয়োৎপাটন করিতে চেষ্টা করা বৃথা। ভাই! এইরূপ করিয়া কিছুকাল অতিবাহিত করিতে হইলে, বোধ হয় শীঘ্রই আমার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া আসিবে। আমার বক্তব্য সমস্তই তোমাকে বলিলাম। অতএব এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর। মন্ত্রীপুত্র এক্ষণে বিষম বিপদে পতিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, যে রাজকুমারকে আর সদুপদেশ প্রদান করা বৃথা। আর রাজকুমারের যেরূপ অবস্থা দর্শন করিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত হইলে তিনি পাগল হইয়া যাইবেন। অতএব এক্ষণে রাজকুমারকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলে আর কোন সুফল ফলিবে নাই। বরং বিপদাশঙ্কা। তিনি মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া কহিলেন, রাজকুমার! এক্ষণে ইহার কোন সদুপায় স্থির করিতে পারিতেছি না। যখন ইহার কোন পরিচয়ই প্রাপ্ত হইতে পারিলাম না, তখন কাহার উদ্দেশে কোথায় গমন করিবেন? রাজকুমার কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আমার হিতাহিত শক্তি একেবারে লোপ পাইয়াছে। অতএব তুমি যাহা ভাল বিবেচনা করিবে, আমি তাহাই করিব। বসন্তকুমার ভাবিলেন, মনে করিয়াছিলাম, কৌশলে ইহাকে এ বিষয় হইতে নিরস্ত করিব,

কিন্তু সে চেষ্টাও বৃথা হইল। অতএব এক্ষণে যাহাতে ইনি সফলমনোরথ হন, তাহারই চেষ্টা করা উচিত। নচেৎ বিপরীত ফল ফলিলেও ফলিতে পারে। কিন্তু যখন পরিচয়ই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না. তখন আর ইহার কি চেষ্টা করিব? বোধ হয় যে বণিক এই সমস্ত আলেখ্য আনয়ন করিয়াছে, তাহার নিকটে গমন করিলে যামিনীর পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারা যাইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি রাজকুমারকে কহিলেন, কুমার! কিসে এই রূপবতী যুবতীর পরিচয় পাওয়া যাইবে, তাহাই এক্ষণে আমাদিগের চেষ্টা করা উচিত। আপনি যে বণিকের নিকট হইতে এই সমস্ত চিত্রফলকগুলি ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন, বোধ হয় তাহার নিকট গমন করিলে সে বলিতে পারিবে। ইহা ভিন্ন আমি আর কোন সদুপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে এ বিষয়ে আপনার যদ্রূপ ইচ্ছা হয় করুন। রাজকুমার কহিলেন, সখে! তুমি অতি উত্তম উপায় স্থির করিয়াছ। অতএব চল এক্ষণে সেই সওদাগরের নিকট গমন করিয়া সমস্ত পরিচয় বিদিত হই। বসন্তকুমার রাজকুমারের এরূপ আগ্রহাতিশয় দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। কহিলেন, প্রণয়! তোমাকে ধন্য! তুমি যাহাকে আশ্রয় কর, তাহাকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করিয়া ফেল, সে একবারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। এ সময়ে পশুপক্ষ্যাদি এমন কি বনচর জন্তুরাও তাহাদের কুলায় হইতে বহির্গত হইতে পারিতেছে না। বোধ হয় যেন ভগবান মরীচিমালি বিশ্বদগ্ধ করিবার নিমিত্ত দ্বাদশাদিত্যরূপে উদিত হইয়া স্বীয় প্রখর কিরণজাল বিস্তার করিয়াছেন। কিন্তু রাজকুমার এ সময়ে বণিকের নিকট গমন করিতে ক্লেশ বিবেচনা করিলেন না। অনন্তর অমাত্যপুত্র রাজকুমারকে কহি-

লেন, কুমার! আপনার কি চিত্তবিভ্রম ঘটিয়াছে? আপনি কি দেখিতে পাইতেছেন না, যে জীবজন্তু সকলেই অস্থির হইয়া উঠিয়াছে? এমন কি পশু পক্ষী ও সমস্ত জীবজন্তুরা আহার অন্বেষণে বিরত হইয়া কেবল সুশীতল স্থানের অনুসন্ধান করিতেছে। এরূপ সময়ে বাটীর বাহির হওয়া কিরূপ সম্ভব, তাহা আপনি একবার বিবেচনা করুন। রাজকুমার অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, বন্ধো! আর কেন আমাকে লজ্জা প্রদান কর। আমি ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে আমার হিতাহিত বিবেচনাশক্তি একবারে লোপ পাইয়াছে। যামিনীর নামই কেবলমাত্র আমার জপমালা হইয়াছে। রাত্রিদিবস কেবল তাহারই চিন্তা করিতেছি। সেই জন্যই অন্যমনস্ক বশতঃ কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। অতএব অপরাহ্নেই হউক, কিম্বা যে সময়ে তুমি বলিবে, সেই সময়েই গমন করিতে প্রস্তুত আছি।

অনন্তর অপরাহ্নে তাঁহারা বণিকের নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন, সেই সওদাগর স্বদেশাভিমুখে গমন করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছে। তাঁহারা যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছেন বলিয়া, করুণাময় জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই বণিক, রাজকুমার ও অমাত্যপুত্রকে অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইতে দর্শন করিয়া অতিশয় ভীত হইল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিল, যুবরাজ! আপনার অসময়ে এ দাসের নিকট আগমন করিবার কারণ কি? যদ্যপি আপনার কোন বস্তুতে অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আজ্ঞা করিলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে আপনার পদাম্বুজে অর্পণ করিতে সক্ষম হইব। রাজকুমার অপেক্ষাকৃত ধৈর্য্য ধারণ করিয়া কহিলেন, হে বাণি-

জ্যোপজীবিন্! তোমার নিকট আমার অত্যন্ত আবশ্যক আছে। অতএব অদ্য তোমাকে স্বদেশ যাত্রা হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবেক। বণিক কহিল, রাজকুমার! এ অধমের প্রতি কি আজ্ঞা আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া এ অকিঞ্চনের কৌতূহল চরিতার্থ করুন। এই বলিয়া সে রাজকুমারের প্রতি আগ্রহ-ভাবে চাহিয়া রহিল। রাজকুমার কহিলেন, আমি তোমার নিকট হইতে যে সমস্ত আলেখ্যগুলি ক্রয় করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে যামিনী নাম্নী এক রমণীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। সেই যামিনীর পরিচয় প্রদান করিয়া আমার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর। সেই বণিক কহিল, রাজকুমার যে সমস্ত চিত্রফলক আপনি আমার নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন, তন্মধ্যে অধি-কাংশই নানাদেশস্থ রাজকুমারীদিগের প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু তাঁহা-দের পরিচয় আমি সবিশেষ অবগত নহি। এই সমস্ত চিত্রপট-গুলি আমি সিংহল দেশবাসী এক সুনিপুণ চিত্রকরের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। অতএব সেই চিত্রকরই চিত্রিত রমণী-দিগের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিতে পারে। তবে যদি আপনার যামিনী নাম্নী চিত্রিত যুবতীর পরিচয় শ্রবণ করিতে বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকে সেই চিত্রখানি প্রদান করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আপনার শ্রীচরণে তাহার সমস্ত পরিচয় নিবেদন করিতে পারি। রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কতদিন বিলম্ব হইবে?" বণিক কহিল, যুবরাজ! আমি এক মাসের কমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিব না। রাজকুমার কহিলেন, অদ্য স্বদেশ গমন করিও না। অদ্য যাহা হইক স্থির করিয়া কল্য তোমাকে জ্ঞাত করাইব। এই বলিয়া তাঁহারা প্রমোদ কাননাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা প্রমোদ উদ্যানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। বসন্তকুমার কহিলেন, রাজকুমার! আপনি অদ্যই কেন বণিককে যাইতে অনুমতি করিলেন না? রাজকুমার কহিলেন, প্রিয় সখে! আমি মনে মনে এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, সেই জন্যই অদ্য বণিককে গমন করিতে নিষেধ করিলাম। উহার প্রত্যাগমন করিতে প্রায় এক মাস বিলম্ব হইবে। কিন্তু আমি এই সুদীর্ঘকাল ধৈর্য্য ধারণ করিতে সক্ষম হইব না। এই সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই আমাকে করাল কালের গ্রাসে পতিত হইতে হইবে। অতএব স্থির করিয়াছি, যে আমি স্বয়ং বণিকের সহিত চিত্রকরের নিকট গমন করিব। এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি? অমাত্যপুত্র কহিলেন, রাজকুমার! ধৈর্য্যচ্যুত হইলে কোন কর্ম্মই সুসম্পন্ন হয় না। অধৈর্য্য হইলে চলিবে না। পরিচয় প্রাপ্ত হইতেই একমাস অতীত হইবে। তারপর অন্বেষণ করিতে যে কত দিন বিলম্ব হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? আপনি যখন এই একমাস সময়ই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছেন না, তখন কিরূপে সেই সুদীর্ঘ কাল ধৈর্য্যধারণে সমর্থ হইবেন, তাহা বলিতে পারি না। এক মাস যে কোন প্রকারে হউক, চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করুন। তাহার পর যাহা উচিত হয়, করিবেন। রাজকুমার কহিলেন, ভ্রাতঃ! উপদেশ প্রদান করা অতি সহজ, কিন্তু সেই উপদেশ কার্য্যে পরিণত করা অতিশয় দুরূহ। তোমার অনর্গল বাক্‌পটুতা আছে, সুখে উপদেশ প্রদান করিতেছ। মরুভূমে বীজ রোপণের ন্যায় সমস্তই নিষ্ফল হইতেছে। কারণ, যাহার হিতাহিত জ্ঞান শক্তি রহিত হইয়াছে, যাহার ইন্দ্রিয় সংযমের ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে, তাহাকে উপ-

দেশ প্রদান করা বৃথা। সখে! আর কেন? এক্ষণে তোমার উপদেশে কোন ফল ফলিবে না। যদি আমার প্রতি তোমার কিছুমাত্র স্নেহ মমতা থাকে, তাহা হইলে আর বৃথা উপদেশ প্রদান না করিয়া যাহাতে ইহার প্রতীকার হয়, তাহার চেষ্টা কর।'

বসন্তকুমার উভয় সঙ্কটে পতিত হইলেন। তিনি একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। এদিকে যদি রাজকুমারের বণিকের সহিত গমন করিবার বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে রাজা ও রাজমহিষী নিশ্চয়ই পুত্রশোকে জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। আর সম্মতি প্রদান না করিলে রাজকুমারের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। অনন্তর মনোমধ্যে অনেক পর্য্যালোচনা করিয়া অবশেষে রাজকুমারের মতানুসারেই কার্য্য করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন এবং কহিলেন, কুমার! আমাদিগকে যদি বাস্তবিকই গমন করিতে হয়, তাহা হইলে গোপনে পলায়ন করিতে হইবে। এখান হইতে পোতারোহণ করিলে নিশ্চয়ই ধরা পড়িতে হইবে। এ বিষয়ের আপনি কি কোন সদুপায় স্থির করিয়াছেন? রাজকুমার কহিল, ভাই! তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, যে আমার হিতাহিত বিবেচনাশক্তি একেবারে লোপ পাইয়াছে। তবে কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আর লজ্জা প্রদান কর? তুমি যাহা সদুপায় স্থির করিবে, তাহাই আমার অভিপ্রেত। বসন্তকুমার এই সময়ে একবার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, কেবল অতলস্পর্শী অনন্ত বিপদ সমুদ্র। তিনি ইহা দৃষ্টি করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কুমারের অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিব বলিয়া যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে প্রতিজ্ঞা বন্যার জলে পতিত তৃণগুচ্ছের ন্যায় ভাসিয়া গেল।

ভাবিলেন, হায়! আমি কি নিষ্ঠুর! আমি মহারাজ ও মহিষীর একমাত্র হৃদয়-রতনকে অনন্ত বিপদ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছি। তাঁহারা কি রাজকুমারের অদর্শনে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন? ওঃ! প্রণয় কি ভয়ানক পদার্থ! রাজকুমার প্রণয়ের বশবর্ত্তী হইয়া কি কার্য্যই না করিতে উদ্যত হইয়াছেন? যে পিতা মাতা এই একবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত ক্লেশকে ক্লেশ জ্ঞান না করিয়া লালন পালন করিলেন। যাঁহারা ইহার একদিন কোন সামান্য অসুস্থতা জন্মিলে সংসার শূন্যময় বোধ করেন,—কই! তাঁহাদের জন্যত রাজকুমারের অন্তরে একবারও দুঃখের উদ্রেক হইল না। রাজকুমার, প্রণয়িনীই কি তোমার অধিক হইল? যে পিতা মাতা হইতে সংসার দর্শন করিতে পাইলে, যে পিতা মাতার শোণিত স্রোত এখনও তোমার প্রত্যেক ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে, যে পিতা মাতা হইতে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম যামিনীর প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিলে, সেই পিতা মাতা অধিক না হইয়া কি তোমার প্রণয়িনীই অধিক হইল? কই! যাইবার সময়ত পিতা মাতার নাম একবারও স্মরণ হইল না। ধন্য তোমাকে? ধন্য তোমার প্রণয়কে! আর ধন্য সেই প্রণয়ের সৃষ্টিকর্ত্তাকে! যে প্রণয় পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়বর্গের প্রতি স্নেহ মমতা এবং স্বদেশের প্রতি অনুরাগ সমস্তই ভুলাইয়া দেয়, লোকে যাহাকে স্বর্গীয় পদার্থ বলিয়া আদর করিয়া থাকে, এই প্রণয়ই যদি সেই স্বর্গীয় জিনিষ হয়, তাহা হইলে আমি শত সহস্রবার এই স্বর্গীয় পদার্থের মস্তকে পদাঘাত করি, সে যাহা হউক, আর একবার রাজকুমারকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া দেখি। এই স্থির করিয়া কহিলেন, রাজকুমার!

মহারাজের অজ্ঞাতে আমাদের গমন করা কোনরূপে যুক্তিযুক্ত নহে। যদিও গোপনে গমন করা আমাদের পক্ষে সুবিধা বটে, কিন্তু তাহাতে এক বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। কারণ রাজা ও রাজ্ঞী আপনার অদর্শনে কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। অতএব আমি বিবেচনা করি, মহারাজের সম্মতি গ্রহণ করিয়া গমন করিলে সকল দিকেই মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। এই বলিয়া তিনি উত্তর প্রতীক্ষায় রাজকুমারের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। রাজকুমার শোকে ও ক্ষোভে এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! এখনও তুমি আমাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছ? তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করিতেছ? আর আমি তোমাকে যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিব না। আর কিছু দিন আমাকে এইরূপ ভাবে কালাতিবাহিত করিতে হইলে নিশ্চয়ই আমার প্রাণ পক্ষী দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া যাইবে। কি করিব! উপায় নাই। আমার মৃত্যু হইলে তোমরা যদি এতই সুখী হও, আর আমি তোমাদের সে সুখে ব্যাঘাত প্রদান করিব না। ঈশ্বরের মনে যাহা আছে হইবে। রাজকুমার এই কথা বলিয়া বালকের ন্যায় অধোবদন হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

রাজকুমারের তদানীন্তন অবস্থা দর্শন করিয়া অমাত্যপুত্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি কহিলেন, রাজকুমার! আর আপনার এরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিতে পারি না। অদৃষ্টে যাহা থাকুক, আর আপনাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিব না। কিন্তু এখান হইতে আমাদের পোতারোহণ করা হইবে না। আমরা কল্য মহারাজের নিকট হইতে মৃগয়া করিতে যাইবার অনুমতি গ্রহণ করিব। আপনি সেই বণিককে একটী

স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। তথায় সে আমাদের জন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিবে। আমরাও কল্য মৃগয়াচ্ছলে গমন করিয়া তথা হইতে পোতারোহণ করিব। তাহা হইলে কেহ আমাদের প্রতি সন্দেহ করিতে পারিবে না। রাজকুমার, বসন্তকুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং কহিলেন, সখে! তোমার এই বাক্যামৃত পান করিয়া যেন মৃতদেহে পুনর্ব্বার জীবন প্রাপ্ত হইলাম। ভাই! তোমার নিকট চিরদিনের নিমিত্ত ঋণজালে বদ্ধ হইলাম। এ ঋণ জীবনান্তেও শোধ করিতে পারিব না। আর মিত্র! তুমি অতি সদুপায় স্থির করিয়াছ। অতএব তুমিই একটী স্থান নির্দ্ধারিত করিয়া দাও। বসন্তকুমার কহিলেন, এখান হইতে কিছুদূর দক্ষিণে এক নিবিড় অরণ্য আছে, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এক পর্ব্বত আছে, তাহার পাদদেশে রেবানদী তরঙ্গমালা বক্ষে ধারণ করিয়া কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। সেই বণিককে ঐ পর্ব্বতের নিকট আমাদের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন। আমরা সেইখানে তাহার সহিত মিলিত হইব। রাজকুমার এক্ষণে কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইবে, কতক্ষণে তিনি বণিকের নিকট গমন করিবেন, কতক্ষণে মহারাজার নিকট হইতে মৃগয়ায় যাইবার অনুমতি গ্রহণ করিবেন, কেবল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাত্রি বুঝি আর প্রভাত হয় না। কোন বিষয়ের নিমিত্ত সাতিশয় ব্যগ্র হইলে বোধ হয় যেন সময় আর যায় না। মন অতিশয় অধৈর্য্য হইয়া পড়ে। এক এক মুহূর্ত্ত এক এক যুগ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই সময়কার মনের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করা আমার লেখনীর সাধ্যাতীত; যদি পাঠক মহাশয়েরা কখন এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া থাকেন, তাহা

হইলে এক্ষণে রাজকুমারের মনের অবস্থা সুন্দররূপে বোধগম্য করিতে পারিবেন। তাঁহার রাত্রি আর প্রভাত হইতে চায় না। যতই ভাবেন, ততই অধৈর্য্য হইয়া পড়েন। অনন্তর সুধাংশু রাজকুমারের আর ক্লেশ দর্শন করিতে না পারিয়া যেন অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলেন। বনচর পক্ষীরাও যেন তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে তাঁহার দুঃখ বার্ত্তা জ্ঞাত করাই-বার নিমিত্ত চীৎকার করিতে করিতে দিগদিগন্তরে প্রস্থান করিল। যাহা হউক রাজকুমার অতি কষ্টে রজনী যাপন করিয়া অতি প্রত্যূষেই প্রাতঃ সমীরণ সেবন করিবার ছলে বণিকের নিকট গমন করিলেন। এবং সেই বণিককে কহিলেন, হে বাণিজ্যোপজীবিন্! আমি কখনও সমুদ্র ভ্রমণ করি নাই। আমার মনে সমুদ্র ভ্রমণ স্পৃহা সাতিশয় বলবতী হইয়াছে। অত-এব আমি তোমার সহিত গমন করিতে ইচ্ছা করি। এস্থান হইতে কিছুদূর পূর্ব্বে গিরিশৈল নামে এক পর্ব্বত আছে। তাহার নিম্ন দিয়া এই রেবানদী প্রবাহিতা হইতেছে। তুমি সেই স্থানে আমাদের নিমিত্ত অপেক্ষা করিবে। আমরা সেই খানে তোমার সহিত মিলিত হইব। অতএব এক্ষণে তুমি সেই পর্ব্ব-তাভিমুখে গমন কর। রাজকুমার বণিককে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া অমাত্য পুত্রের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, মিত্র! আমি সেই বণিককে তোমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে তুমি মহারাজার নিকট হইতে মৃগয়া গমন করিবার অনুমতি গ্রহণ করিয়া আসিয়া আমাকে চিরদিনের নিমিত্ত বাধিত কর। অনন্তর বসন্তকুমার রাজপ্রাসাদে গমন করিয়া প্রতিহারী দ্বারা রাজাকে সংবাদ জ্ঞাত করাইলেন। রাজা বিজয়সিংহ এখন পর্য্যন্তও রাজসভায় আগমন করেন নাই।

অনন্তর বসন্তকুমার সেই প্রতিহারী সমভিব্যাহারে অন্তঃপুর মধ্যে রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাজা বসন্তকুমারকে অসময়ে আগমন করিতে দেখিয়া রাজকুমারের বিপদাশঙ্কা করিলেন এবং ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, বসন্তকুমার! তোমার এরূপ অসময়ে আগমন করিবার কারণ কি? কুমার প্রসেনজিত ত কুশলে আছেন? তাঁহার ত কোন অমঙ্গল হয় নাই। শীঘ্র সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া আমার ব্যাকুল প্রাণকে সুস্থির কর। বসন্তকুমার বিনীত ভাবে কহিলেন, মহারাজ! বৃথা কেন কুমারের অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছেন? কুমার কুশলে আছেন। এক্ষণে আমার অসময়ে আগমন করিবার কারণ শ্রবণ করুন। অদ্য রাজকুমারের মৃগয়ায় গমন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় ইচ্ছা হইয়াছে। সেই জন্য তিনি আমাকে আপনার নিকট অনুমতি গ্রহণ করিতে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব আমার অসময়ে আগমন জন্য যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তবে স্বীয় গুণে অধমের দোষ মার্জ্জনা করিবেন। রাজা কহিলেন, প্রিয়তম! তজ্জন্য এত অনুনয় বিনয় কেন? যদ্যপি তোমাদের মৃগয়ায় গমন করিবার নিতান্ত বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে ইচ্ছানুসারে মৃগয়ায় গমন করিতে পার। বসন্তকুমার রাজাকে যথাবিহিত অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর অমাত্যপুত্র রাজকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, কুমার! যদিও মহারাজ আমাদিগকে ইচ্ছামত মৃগয়ায় গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত হইয়াছে। মহারাজ আমাদিগকে সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় যাইবার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। রাজকুমার বিমর্ষভাবে কহিলেন,

ভ্রাতঃ! আমি ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, যে এখান হইতে গোপনেই বণিকের সহিত গমন করা উচিত। তুমিই ত মহারাজার অজ্ঞাতে গমন করিতে অস্বীকার হইলে; এক্ষণে উপায় কি? অমাত্যপুত্র অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। অবশেষে চিন্তাতরঙ্গ হইতে উত্থিত হইয়া কহিলেন, কুমার! আমাদের মহারাজার অনুমতি লইয়া গমন করায় অতিশয় সুবিধা হইয়াছে। যদি আমরা এখান হইতে পলায়ন করিতাম, তাহা হইলে অধিকদূর গমন করিতে না করিতে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ধৃত হইতে হইত। কিন্তু মহা-রাজের অনুমতি গ্রহণ করিয়া মৃগয়াচ্ছলে গমন করায় অনেক সুবিধা আছে। আমাদের মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা কখনই আমাদের অনুসন্ধান করিবেন না। আমরাও সেই সময়ের মধ্যে বহুদূর গমন করিতে পারিব। আমি এই সুবিধার জন্যই মহারাজের অজ্ঞাতে গমন করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলাম। কিন্তু মহারাজ যে এরূপ আজ্ঞা করিবেন, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। অতএব আমার অবিমৃষ্যকারিতাতেই যে এই অনর্থ ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনও এক উপায় আছে। কিন্তু তাহাতে রাজকুমারের অতিশয় ক্লেশ বোধ হইবে। সেইজন্য সাহস করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। রাজকুমার কহি-লেন, সখে! যখন এ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, তখন সামান্য ক্লেশের কথা কি বলিতেছ? এবং তুমি কি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছ, প্রকাশ করিয়া আমার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার কর। অমাত্যপুত্র কহিলেন, রাজকুমার! মহারাজ আমা-দিগকে যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা সেই আজ্ঞানু-

যায়ী সৈন্য সামন্ত লইয়া মৃগয়ায় গমন করি। পরে সেই অরণ্য মধ্যে গমন করিয়া কোন জন্তুর অনুসরণ করিয়া আপনি কেবল দক্ষিণাভিমুখে স্বীয় অশ্বকে বেগে ধাবিত করিবেন। আমিও কোন জন্তুর অনুসরণচ্ছলে আপনার পশ্চাৎ অনুগমন করিব। এইরূপে আমরা তাহাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে, তাহারা আমাদের জন্য তথায় শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক অপেক্ষা করিবে। আমরাও সেই অবসরে পোতারোহণ করিব। রাজকুমার কহিলেন, সখে! তুমি অতি উত্তম উপায় স্থির করিয়াছ। অতএব চল, এক্ষণে মহারাজার আজ্ঞানুযায়ী আমরা সসৈন্যে মৃগয়ায় গমন করি। অনন্তর যুবরাজ প্রায় সহস্রাধিক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সেই অরণ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে সেই অরণ্য মধ্যে সসৈন্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজকুমারের সৈন্যগণের পদভরে সেই অরণ্য ভূমি কম্পিত হইতে লাগিল। মৃগ বরাহ প্রভৃতি সামান্য বন্যজন্তুগণ যুগ প্রলয় উপস্থিত বিবেচনা করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি বলবান হিংস্রক জন্তুগণ মানবের কোলাহল ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিল। বনচর পক্ষীরা প্রলয় কাল দেখিয়া যেন দিগ্‌দিগন্তরে প্রস্থান করিতে লাগিল। সৈন্যেরা ঘোর উন্মত্ত হইয়া সেই অরণ্যকে বিলোড়িত করিয়া তুলিল। তাহারা জীবহিংসাকারী কসাইয়ের ন্যায় কেবল অসংখ্য পশু বধ করিতে লাগিল। কিন্তু রাজকুমারের কিছুতেই মন নাই। তিনি কেবল সুবিধা অন্বেষণ করিতেছেন। বসন্তকুমার, যদি কেহ সন্দেহ করে এই আশঙ্কায়, সামান্য পশুদিগকে হনন না করিয়া কেবল তাহাদিগকে এক এক বার

ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা কেবল সুবিধা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণের কোলাহল ধ্বনি তাঁহাদের পক্ষে অনুকূল হইল। কারণ বনচর জন্তুরা অকস্মাৎ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কেবল ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। এইরূপে সৈন্যগণের কোলাহলে ত্রাসিত হইয়া দুইটী কুরঙ্গশাবক রাজকুমারের সম্মুখ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। রাজকুমার ও বসন্তকুমার এই উত্তম অবসর দর্শন করিয়া, তাহারা আর অন্যদিকে পলায়ন করিতে না পারে, এইরূপ চিন্তা করিয়া, যুগপৎ উত্তর ও পশ্চিমদিক হইতে উভয়ে আক্রমণ করিলেন। পূর্ব্বদিকে রেবা নদী কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। পশ্চিম ও উত্তরদিক হইতে রাজকুমার ও বসন্তকুমার আক্রমণ করিয়াছেন। সুতরাং তাহারা আর অন্য কোন পথ দর্শন না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে কেবল দক্ষিণাভিমুখে দৌড়াইতে লাগিল। রাজকুমার ও বসন্তকুমার তাহাদিগকে ধরিবার ছলে প্রাণপণে স্ব স্ব অশ্বকে বেগে ধাবিত করাইলেন। এইরূপে কিছুদূর গমন করিয়া তাঁহারা সৈন্যদিগের দৃষ্টিপথ বহির্ভূত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর ভগবান অংশুমালী আর বনচর জন্তুদিগের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করা অসহ্য বোধে তাহাদের প্রতি করুণা প্রকাশ করত সৈন্যগণের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে যেন স্বীয় প্রখর কিরণ জাল বিস্তার করিলেন। সৈন্যগণ মরীচিমালীর আতপতাপে তাপিত হইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। অনন্তর তাহারা রাজকুমারকে দর্শন না করিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। পরিশেষে কোথাও তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া চিন্তা করিল, বোধ হয়, তিনি

কোন জন্তুর অনুসরণে বহুদূরে পতিত হইয়া থাকিবেন। বসন্ত-কুমার যখন তাঁহার সঙ্গে আছেন, তখন তাঁহার কোন বিপদা-শঙ্কা নাই। অতএব যতক্ষণ তাঁহারা না প্রত্যাগমন করেন, ততক্ষণ আমরা এখানে তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করি। তাহারা এইরূপ স্থির করিয়া তথায় শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিল।

এদিকে রাজকুমার ও বসন্তকুমার প্রাণপণে অশ্বকে ধাবিত করাইলেন। পাছে সৈন্যগণ তাঁহাদের অন্বেষণে বহির্গত হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে পায়, এই ভয়ে তাঁহারা মুহূর্ত্তেকও বিশ্রাম না করিয়া অবিশ্রান্তরূপে গমন করিতে লাগিলেন। একে নিদাঘকাল, তাহাতে আবার মধ্যাহ্ন সময়। পশু পক্ষীরাও স্ব স্ব কুলায় হইতে বহির্গত হইতে পারিতেছে না। বোধ হয় যেন ভগবান মার্ত্তণ্ড রাজা বিজয়সিংহের ভাবী দুঃখে দুঃখিত হইয়া রাজকুমারকে গমনে বাধা দিবার নিমিত্ত দুরাধর্ষ কিরণ-জাল বিস্তার করিয়াছেন। বৃহৎ বৃহৎ বন্য বৃক্ষেরা রাজকুমারের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহাদিগকে আপনাদের সুশীতল ছায়াতে বিশ্রামার্থ বাহু মেলিয়া আহ্বান করিতেছে। কিন্তু তাঁহারা তাহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন না দেখিয়া যেন মলিন ভাব ধারণ করিল। এরূপ দুরন্ত রৌদ্রতাপও গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহারা সমস্ত দিবস অবিশ্রান্ত ভাবে গমন করিতে লাগিলেন। অবশেষে এই প্রকাণ্ড অরণ্য উত্তীর্ণ হইয়া অপরাহ্ন সময়ে এক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে আসিয়া পতিত হইলেন। রাজকুমার সমস্ত দিবস গমন করিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। বসন্ত-কুমার, রাজকুমারকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দর্শন করিয়া কহিলেন, কুমার! আর আমাদের কোন আশঙ্কা নাই। আমরা অনেক

দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বোধ হয় সৈন্যগণ সমস্ত রজনী অবিশ্রান্ত ভাবে গমন করিয়াও আমাদের সমকক্ষ হইতে পারে কি না সন্দেহ। অতএব কিঞ্চিৎ কাল নিরুদ্বেগে বিশ্রাম করুন। অনন্তর তাঁহারা স্ব স্ব অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সেই প্রান্তরস্থিত সুশীতল বৃক্ষ ছায়ায় উপবেশনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রাজকুমার কহিলেন, সখে! তুমি বলিয়াছিলে, যে রাজধানী হইতে কিছুদূর দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে এক পর্ব্বত আছে। আমরা সমস্ত দিবস অবিশ্রান্ত রূপে আগমন করিয়াও এখনও পর্ব্বতের কোন চিহ্ন দেখিতেছি না। অতএব বন্ধো! সেই পর্ব্বত এখান হইতে কতদূর, তাহা বলিয়া আমার তাপিত প্রাণকে শীতল কর। বসন্তকুমার কহিলেন, রাজকুমার! বৃথা কেন চিন্তিত হইতেছেন। আপনার আর কোন আশঙ্কা নাই। এই প্রান্তর উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই সেই পর্ব্বত অতএব আপনি নিরুদ্বেগে শ্রান্তি দূর করুন। রাজকুমা কহিলেন, ভ্রাত! তোমার এই সুধা বিমিশ্রিত বাক্য শ্রবণ করিয়াই আমার সমস্ত ক্লেশ দূরীভূত হইয়াছে। তোমার যদ্যপি শ্রান্তি দূর হইয়া থাকে, তাহা হইলে চল সেই পর্ব্বতাভিমুখে গমন করি। বসন্তকুমার, রাজকুমার পাছে ক্ষুণ্ণ হন, এই আশঙ্কায় তিনি সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর উভয়ে স্ব স্ব অশ্বে আরোহণ করিয়া গিরিশৈলাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অকূল—পাথারে।

"Ah ! cruel maid how hast thou changed,
The temper of my mind."

অনন্তর রাজকুমার ও বসন্তকুমার ক্রমাগত গমন করিয়া সন্ধ্যাকালে সেই পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ক্লান্তি দূর করিবার নিমিত্ত পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিয়া রেবানদীর শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। নির্ঝরের ঝর ঝর শব্দ, পক্ষীগণের সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি ও প্রবাহমানা রেবানদীর কল কল শব্দ তাঁহাদিগের মনকে মোহিত করিয়া তুলিল। তরঙ্গমালা সমূহ আপনাদিগকে নানা সজ্জায় বিভূষিতকরতঃ আহ্লাদে আটখানা হইয়া হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে সেই পর্ব্বতের পাদ প্রক্ষালনার্থ আগমন করিতেছে, কিন্তু পর্ব্বতের পাষাণ অঙ্গ স্পর্শে সৌন্দর্য্যচ্যুত ও ভগ্ন মনোরথ হইয়া মলিন ভাব ধারণপূর্ব্বক প্রস্থান করিতেছে। পুনরায় পূর্ব্ব দুঃখ বিস্মৃত হইয়া নাচিতে নাচিতে আসিতেছে, আবার পুনরায় সেই দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিতেছে। রাজকুমার ও বসন্তকুমার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নদী তরঙ্গের রঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। তৎকালে রাজকুমারের মনে অন্য চিন্তা ছিল না। তিনি কেবল ভাবিতে লাগিলেন, তরঙ্গমালাই অকৃত্রিম প্রণয় জানে। তাহারা প্রিয়তমের পদ ধৌত করিবার নিমিত্ত হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে আসিতেছে, কিন্তু

পাহাড়ের কঠিন প্রস্তর খণ্ড স্পর্শে বিদীর্ণ হইয়া ধীরে ধীরে ম্লান মুখে প্রস্থান করিতেছে। পর্ব্বত কি নিষ্ঠুর! উহার হৃদয়ে একটুকুও ভালবাসা নাই। নচেৎ জগদীশ্বর উহার হৃদয় পাষাণ দিয়া নির্ম্মাণ করিবেন কেন? তাহার, উহাদের দুঃখে দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং উহাদের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া স্বীয় শিখরদেশ উন্নত করতঃ গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া উপহাস করিতেছে। কিন্তু তরঙ্গমালা সমূহ উহাতে অপমান বোধ করিতেছে না। পুনর্ব্বার আহ্লাদে আটখানা হইয়া নাচিতে নাচিতে হাসিতে২ আগমন করিতেছে, পুনরায় আবার দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া যাইতেছে। কামাসক্ত যুবকেরা স্ব স্ব পতিব্রতা ভার্য্যাদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করে, রাজকুমার পর্ব্বতে সম্পূর্ণ সেই নিষ্ঠুর ব্যবহার দর্শন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, জগতও এইরূপ নিষ্ঠুরতাতেই পরিপূর্ণ। স্বীয় প্রেমময়ীপ্রণয়িনী গললগ্নী কৃতবাসে যোড়হস্ত হইয়া একবার মাত্র দর্শন ভিক্ষা করিতেছেন, কিন্তু কামাসক্ত নরপিশাচ সেই সাধ্বী স্ত্রীর সামান্য প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া বারবিলাসিনী গৃহে গমনপূর্ব্বক তাহার পদ ধৌত করিয়া আপনার চতুর্দ্দশ পুরুষকে কৃতার্থ বোধ করিতেছে। এ জগতে যার পতিব্রতা ও সাধ্বী স্ত্রী আছে, তাহার আবার দুঃখ কি? তাহার তুল্য জগতে আবার সুখী কে? হা হতভাগ্য! আপনাকে একবার সতী সাধ্বী পতিব্রতা পত্নীর স্বামী বলিয়া সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিলে না? রাজকুমার এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে বসন্তকুমার কহিলেন, কুমার! এখনও কি আপনার শ্রান্তি দূর হয় নাই? রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় যাম অতীত হইয়াছে। অতএব গাত্রোত্থান করুন। এক্ষণে চলুন, সেই বণিকের অনুসন্ধানে গমন করি। বসন্তকুমা-

রের বাক্যে রাজকুমারের চমক ভাঙ্গিল। রাজকুমার কহিলেন, ভ্রাতঃ! রেবানদীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছিলাম, তোমার কোন কথা আমার শ্রুতিগোচর হয় নাই। তজ্জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা কর। বসন্তকুমার কহিলেন, রাজকুমার! আপনি কোন্ স্থানে সেই বণিককে অপেক্ষা করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন? অতএব চলুন, সেইখানে গমন করিয়া তাহার অনুসন্ধান করি।

অনন্তর তাঁহারা পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে রেবা নদীর ধারে ধারে গমন করিতে লাগিলেন। অশ্ব দুটীকে কোন আবশ্যক নাই বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। তাহারা ইচ্ছামত স্থানে গমন করিল। এদিকে তাঁহারা কোথাও সেই বণিকের দর্শন পাইলেন না। রাজকুমার কহিলেন, সখে! বোধ হয়, সেই বণিক এখনও আসিতে পারে নাই। অতএব বৃথা কেন অনুসন্ধান করিতেছ? অমাত্যপুত্র কহিলেন, রাজকুমার! সেই বণিক যখন আমাদের পূর্ব্বেই যাত্রা করিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সে আমাদের অগ্রে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। চলুন, একটু অগ্রসর হইয়া তাহার অনুসন্ধান করি।

অনন্তর তাঁহারা রেবা নদীর শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে বরাবর নদীর ধারে ধারে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু দূর গমন করিয়া এক আলোক দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা সেই আলোক দর্শনে অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হইয়া সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সেই আলোকের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, যে নদীর মধ্যস্থলে একখানি পোত নঙ্গর করা রহিয়াছে এবং তন্মধ্য

হইতে ঐ আলোক আসিতেছে। রাজকুমার অর্ণবযানখানি সেই বণিকের বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং সেই বণিকের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজকুমারের চীৎকারে বণিকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। রাজকুমার আগমন করিয়াছেন দেখিয়া, বণিক অতি সত্বর জাহাজ কিনারায় লাগাইল এবং তাহার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। রাজকুমার কহিলেন, আমি তোমাকে সেই পর্ব্বতের নিকটে অপেক্ষা করিতে কহিয়াছিলাম, তুমি এতদূর আসিয়াছ কেন? বণিক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, যুবরাজ! আমি সেই থানেই আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। সহসা ব্যাঘ্র, শার্দ্দূল প্রভৃতি হিংস্রক জন্তুগণ সেই স্থান আলোড়িত করিয়া তুলিল। আমি তদ্দর্শনে ভীত হইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়া এই খানে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছি। তথায় আমার দেখা না পাইয়া পাছে আপনারা প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই আশঙ্কায় এই আলোক জ্বালিয়া রাখিয়াছি। এই আলোক লক্ষ্য করিয়া আপনারা আসিলেও আসিতে পারিবেন। যাহা হউক, রাজকুমার! অপরাধ হইয়াছে, স্বীয়গুণে অধমের দোষ মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হয়। এই বলিয়া সে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল। রাজকুমার ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, আর যোড়হস্ত কেন; এখনই এখান হইতে যাত্রা করিতে হইবে। অতএব শীঘ্র সমস্ত উদ্যোগ কর। বণিক রাজকুমারের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত উদ্যোগ করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত আয়োজন করিতে প্রায় রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল। অনন্তর রাজকুমার ও বসন্তকুমার বাষ্পাকুললোচনে জন্মভূমির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে

পিতামাতাকে একবার স্মরণ হইল। স্মরণ হইবামাত্র তাঁহাদের স্নেহ মমতা সমস্তই হৃদয় দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইল। তাঁহারা আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। নয়নযুগল হইতে দরদরিত ধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। বসন্ত-কুমার পিতামাতার ভাবী অবস্থা চিন্তা করিয়া সাতিশয় অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে ভুবন-প্রকাশক ভগবান কম-লিনী-নায়ক উদয়াচল চূড়াবলম্বী হইবার উদ্যোগ করিতেছেন দর্শন করিয়া কুমুদিনীকান্ত স্বস্থানে প্রস্থান করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কুমুদিনী পতি সহবাস সুখে বঞ্চিতা হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে মুদিতা হইতে লাগিলেন। কাহারও সর্ব্বনাশ, কাহারও পৌষমাস। এদিকে কুমুদিনী পতিবিরহে দুঃখিতা হইয়া মলিনভাব ধারণ করিতেছেন, অন্যদিকে কমলিনী স্বামী সমাগম কাল উপস্থিত সন্দর্শন করিয়া উল্লাসিত হৃদয়ে কুমু-দিনীকে উপহাস করিতেছে। কমলিনী তোমারও এ আনন্দ চিরস্থায়ী নয়। আবার যখন সন্ধ্যাকালে কুমুদিনীকান্ত কুমু-দিনীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অন্তরাল হইতে উকি মারি-বেন, তখন পরসুখকাতরা তোমাকেও এই কুমুদিনীর দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে? তবে এই ক্ষণকালের জন্য এত অহঙ্কার কেন? দর্পহারী হরি সকলের দর্পই চূর্ণ করেন। তোমার দর্প কি চূর্ণ হইবে না, অবশ্যই হইবে। তবে জানিয়া শুনিয়া এই অল্প সময়ের জন্য দর্প করিতে কি একটুও মনে মনে লজ্জা হয় না।

অনন্তর রাজকুমার রজনী প্রভাত হয় হয় দর্শন করিয়া মনের কিঞ্চিৎ স্থৈর্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বণিক! শীঘ্র জাহাজ খুলিয়া দাও। বণিক রাজকুমারের আজ্ঞা প্রাপ্ত

হইয়া জাহাজ খুলিয়া দিল। জাহাজ বরাবর দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। অদ্য কুমার প্রসেনজিতসিংহ ও বসন্তকুমার প্রকৃতই অকূল পাথারে ঝাঁপ দিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

দস্যু-হস্তে।

"My spirits are all bound up as if I were in a dream; but this man's threats & the weakness which I feel would seem light to me if from my prison, I might once a day behold that fair maid."

LAMB.

রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র এইরূপে অনবরত গমন করিয়া তিন দিবস পরে রেবা নদী হইতে সমুদ্র মধ্যে পতিত হইলেন। রাজকুমার কখনও সমুদ্র দর্শন করেন নাই। এই তাঁহার প্রথম সমুদ্র ভ্রমণ। তিনি সমুদ্রের শোভা সন্দর্শন করিয়া মোহিত হইয়া গেলেন। যামিনীর চিন্তা অনেকটা তাঁহার মন হইতে তিরোহিত হইল। একদা নলিনীনাথ সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। দেখিলে বোধ হয়, যেন স্বীয় প্রেমাস্পদা প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অন্তরাল হইতে আড়ে আড়ে উঁকি মারিতেছেন। পরিশেষে বিয়োগবিধুরা পতি সমাগমে উল্লাসিতা কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ কুমুদিনীর মুখ দর্শন করিয়া লজ্জিত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত হঠাৎ যেন জলমগ্ন হইলেন। এমন সময়ে

দুই খানি নৌকা নক্ষত্রবেগে তাঁহাদের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। সেই বণিক তাহা দর্শন করিয়া সাতিশয় ভীত হইল। অনন্তর সেই নৌকা দুই খানি অপেক্ষাকৃত নিকটে আসিলে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, তাহারা প্রায় বিংশতিজন অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত বলবান্ লোককে বক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহাদের অভিমুখে নক্ষত্র গতিতে আগমন করিতেছে। বণিক ঐ দুইখানি দস্যু নৌকা বুঝিতে পারিয়া রাজকুমারের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, যুবরাজ! ঐ দেখুন দুই খানি দস্যু নৌকা আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। অতএব এই সময়ে শীঘ্র আপনারা আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হউন। রাজকুমার এক মনে সমুদ্রের শোভা দেখিতেছিলেন। তিনি দস্যু নৌকা দুই খানি দেখিতে পান নাই, অথবা বণিকের কথাগুলিও তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল না। তিনি একাগ্র মনে প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইয়াছেন। বণিক পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা একটু উচ্চৈঃস্বরে সেই কথা বলিল। এবারে বণিকের কণ্ঠস্বরে কুমারের চমক ভঙ্গ হইল। তিনি বণিক কি বলিতেছে, তাহা অবগত হইবার জন্য ঈষৎ মস্তক উত্তোলন করিলেন। কিন্তু বণিককে আর কিছুই বলিতে হইল না, কুমার স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন, যে অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত প্রায় বিংশতি জন. দৃঢ়কায় বলবান্ লোককে বক্ষে ধারণ করিয়া দুই খানি নৌকা তাঁহাদের অভিমুখে নক্ষত্র বেগে আগমন করিতেছে। রাজকুমার ও মন্ত্রীপুত্র অকস্মাৎ এই বিপদ দর্শন করিয়া আত্মরক্ষার্থ শীঘ্র শীঘ্র স্ব স্ব অস্ত্রাদি গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর সেই দস্যু নৌকা দুই খানি অত্যন্ত নিকটে আগমন করিল। পাছে তাহারা জাহাজে লাফাইয়া পড়ে, সেই

আশঙ্কায় তাঁহারা ক্রমাগত তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই দস্যুরা এই অভাবনীয় বিপদ দর্শন করিয়া হতবুদ্ধি হইল। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য! তাহারা জাহাজের উভয় পার্শ্ব হইতে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। কারণ সেই দস্যুদিগের নিকট ধনুর্ব্বাণ কিম্বা কোন দূর প্রক্ষেপণ অস্ত্র ছিল না। সুতরাং রাজকুমার ও বসন্তকুমার অক্ষত শরীর। কিন্তু দস্যুদিগের মধ্যে অধিকাংশই বিষাক্ত তীক্ষ্ণ শরে জর্জ্জরিত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সেই দস্যুদের মধ্যে একজন এই ব্যাপার দর্শন করিয়া ঘন ঘন বংশী ধ্বনি করিতে লাগিল। রাজকুমার বংশী ধ্বনি শ্রবণ করিয়া একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন প্রায় দশ বার খানি এইরূপ নৌকা পবনের গতিকেও পরাস্ত করিয়া আগমন করিতেছে। রাজকুমার তাহা দর্শন করিয়া সেই বণিককে দ্রুতভাবে জাহাজ চালাইবার নিমিত্ত আজ্ঞা প্রদান করিলেন। সেই দস্যুরা তাহা দেখিয়া নিমেষ মধ্যে সেই জাহাজকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। রাজকুমার ও বসন্তকুমার এখন পর্য্যন্তও অক্ষত শরীর রহিয়াছেন। কিন্তু এবার যাহারা আগমন করিল, তাহারা সঙ্গে সমস্ত অস্ত্রাদিই আনয়ন করিয়াছিল। সুতরাং তাহারা চতুর্দ্দিক হইতে একবারে তাঁহাদের উপরে অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহারা ক্রমশঃ হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা যদিও এ পর্য্যন্ত অক্ষত বটে, কিন্তু তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। দস্যুদের মধ্যে যাহারা শেষে আগমন করিল, তাহারা এ পর্য্যন্ত অক্ষত ও অক্লান্ত। বসন্তকুমার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যুঝিয়াছিলেন ও অনেককে জর্জ্জরীভূত করিয়াছিলেন। কিন্তু

পরিশেষে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল। তাঁহার হস্ত হইতে অস্ত্র খসিয়া পড়িল। চক্ষে কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। সমস্ত অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। শেষে অবসন্ন হইয়া সমুদ্র বক্ষে পতিত হইলেন। রাজকুমার তাহা দর্শন করিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অধিকতর সাহস অবলম্বন করিয়া দৃঢ় মুষ্টি সহকারে অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যাহারা বসন্তকুমারের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, তাহারা আসিয়া আবার ইহাদের সহিত যোগ দিল। সুতরাং তিনি আরও হতাশ হইয়া পড়িলেন। একবারে দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইলেন। কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। কেবল অস্ত্রচালনা করিতেছেন। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে জ্ঞানশূন্য হইয়া জাহাজোপরি পতিত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

"—A life so sacred such serene repose,
seemed heaven it-self.—"

PARNELL.

পাঠক! প্রথম পরিচ্ছেদে যে অপরিচিত ব্যক্তিকে সমুদ্র-তীরে পতিত থাকিতে দেখিয়াছিলেন, সে আর কেহই নয়, তিনিই আমাদের বিপন্ন বসন্তকুমার। আমরা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বলিয়াছি, যে বসন্তকুমার দস্যুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া সমুদ্র-বক্ষে পতিত হইলেন। তাঁহার জ্ঞানশূন্য দেহ ভাসিয়া ভাসিয়া এক তীরে আসিয়া লাগিল। তৎপরে

যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই অবগত আছেন। আপনাদের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে, যে বসন্তকুমার প্রান্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

এ সময়ে জগৎ গভীর ভাবে নিস্তব্ধ। কিন্তু অদূরবর্ত্তী হিংস্রক জন্তুগণের ভয়ানক আর্ত্তনাদ সেই সমুদ্রতট নিকটবর্ত্তী অরণ্যময় ভূমিকে বিলোড়িত করিয়া তুলিতেছে। এই সমস্ত দর্শন করিয়া বসন্তকুমার নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। একে বন্ধুবিচ্ছেদ তাহাতে আবার এই সমস্ত দর্শন করিয়া তিনি নৈরাশ-সাগরে মগ্ন হইলেন এবং প্রতিক্ষণে ঈশ্বরের নিকট মৃত্যু প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে একটী ক্ষীণালোক তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি অসীম সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন যে সেই আলোক এক মন্দিরাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইতেছে। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া তিনি মন্দিরের দ্বার-দেশ পর্য্যন্ত গমন করিলেন। দেখিলেন, মন্দিরের মধ্যস্থলে শ্বেত-প্রস্তর নির্ম্মিত এক শিবলিঙ্গ স্থাপিত রহিয়াছে। লিঙ্গের শেষভাগ ভূমি মধ্যে প্রোথিত। সমস্ত মন্দিরটী প্রস্তর নির্ম্মিত। লিঙ্গরূপী দেবাদিদেবের সম্মুখে এক যোগী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যাননিমগ্ন রহিয়াছেন। যোগীকে দর্শন করিয়া বসন্তকুমারের মন ভক্তিরসে প্লাবিত হইয়া গেল। যোগীর বক্ষঃস্থল উন্নত, ললাট সুপ্রশস্ত ও সমতল, চক্ষুর্দ্বয় আকর্ণবিস্তৃত, মুখমণ্ডল গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ, পৃথিবীর সমস্ত শান্তি যেন তাঁহার মুখমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে। মস্তকে আজানুলম্বিত জটাভার লম্বমান, গলে রুদ্রাক্ষমালা, পরিধানে বৃক্ষবল্কল, দেখিলে সহসা রুদ্র বলিয়া ভ্রম হয়।

বসন্তকুমার অনিমেষলোচনে যোগীকে দর্শন করিতে লাগিলেন। যোগীকে দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইল। ইত্যবসরে সেই যোগী ধ্যান সমাপন করিয়া সেই শিবলিঙ্গকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। বসন্তকুমার যোগীকে বহির্গত হইতে দর্শন করিয়া তাঁহার সম্মুখে গমন পূর্ব্বক ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। যোগী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন,—

অপরিচিক যুবক! তুমি কে?

বসন্তকুমার করযোড়ে উত্তর করিলেন, "ভগবন্! আমি পথিক; দৈবদুর্ব্বিপাকে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, আমার জীবন কণ্ঠগত প্রায়। আমি নিরাশ্রয়—আশ্রয় প্রদান করিয়া আমার জীবন রক্ষা করুন।" যোগী কহিলেন, "ভয় নাই, যদি নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে এই স্থানে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর কর।" বসন্তকুমার কহিলেন, ভগবন্! আপনার দর্শনেই আমার সকল শ্রান্তি দূর হইয়াছে। যোগী কহিলেন, অনতিদূরেই আমার আশ্রম। যদি শ্রান্তি দূর হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার সহিত আগমন কর। এই বলিয়া যোগী অগ্রসর হইলেন। বসন্তকুমার তাঁহার পশ্চাৎ অনুগমন করিলেন। এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাঁহারা এক ভগ্ন অট্টালিকা সমীপে উপস্থিত হইলেন। যোগী বহির্দ্দিক হইতে দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন এবং অমাত্যপুত্রকে তাঁহার অনুগমন করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। এইরূপ দুই মহল উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহারা তৃতীয় মহলে উপস্থিত হইলেন। যোগী তন্মধ্যে একটী গৃহের নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "আমি আসিয়াছি অর্গল মোচন কর।"

এই কথা বলিবামাত্র গৃহের অভ্যন্তর হইতে দ্বার মুক্ত হইল। যোগী সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেন কাহার সহিত কথা কহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যোগী বসন্তকুমারকে গৃহমধ্যে আহ্বান করিলেন। বসন্তকুমার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া যোগী ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। যোগী তাঁহাকে উপবেশনার্থ একখানি চর্ম্মাসন প্রদান করিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই তিনি আম্র, শ্রীফল ও দাড়িম্বাদি কতিপয় সুপক্ক ফল এবং দুগ্ধ পূর্ণ এক কমণ্ডলু হস্তে করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। যোগী সেই সমস্ত দ্রব্য বসন্তকুমারের সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে আহার করিতে বলিলেন। বসন্তকুমার আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু যোগী নিতান্ত অনুরোধ করায় যৎসামান্য আহার করিলেন।

যোগী বসন্তকুমারকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করিয়া কহিলেন,—"হে নবীন অপরিচিত যুবক! যদি বলিতে কোন কষ্ট বোধ না হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে ঈদৃশ ভয়ানক স্থানে উপস্থিত হইলে তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। বসন্তকুমার তাঁহাদের জন্ম হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন করিলেন। রাজকুমারের কথা স্মরণ হইবামাত্র তিনি শোকে আকুল হইয়া উঠিলেন। পরিশেষে ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন'। হা মহারাজ বিজয় সিংহ! এতদিনে এ পাপাত্মা হইতে আপনাদের চিরাশালতা ছিন্ন হইল। হা হতভাগিনি রাজমহিষি! এতদিনে এ অকৃতজ্ঞ হইতে আপনাদের হৃদয়াকাশের একমাত্র পূর্ণশশী চিরদিনের নিমিত্ত অস্তমিত হইল। হা হতভাগ্য প্রজাবর্গ! এতদিনে তোমরা এ পাপমতির পাপমন্ত্রণায় চির-

দিনের নিমিত্ত পিতৃহীন হইলে। হা রাজকুমার! আমি আপনার নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলাম, যে অধমকে আপনার শ্রীচরণ হইতে বিদূরিত করিলেন? পাপিনি যামিনি! আজ তোর জন্য যে হৈহয় রাজ্যের কি সর্ব্বনাশ ঘটিল, তা কি তুই বুঝিতে পারিতেছিস্ না? বসন্তকুমার অধৈর্য্য হইয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। যোগী তাঁহাকে শোক বিহ্বল দর্শন করিয়া নানাবিধ সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন। বসন্তকুমার যোগীর সান্ত্বনা বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন।

অনন্তর সেই যোগী বসন্তকুমারকে অপেক্ষাকৃত শান্তি লাভ করিতে দর্শন করিয়া সেই স্থানে তাঁহাকে শয়ন করিতে আদেশ করিয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন। বসন্তকুমার যোগীর প্রদত্ত একখানি মৃগচর্ম্ম পাতিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে শয়ন করিলেন, শয়ন করিবামাত্র সর্ব্বনাশী চিন্তা আসিয়া তাঁহার নিদ্রার গতিরোধ করিল।

প্রথম চিন্তা—রাজকুমারের কি অবস্থা ঘটিয়াছে? দস্যুগণ সংখ্যাতে অধিক, রাজকুমার একক। এরূপ অবস্থায় তাঁহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। যদি পরাজিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দস্যুরা তাঁহাকে বন্দী করিয়াছে। দস্যুরা আপনাদের দলক্ষয় দর্শন করিয়া তাঁহার প্রাণ বধ করিলেও করিতে পারে। কিন্তু দস্যুরা দলাধিপতির অনুমতি গ্রহণ না করিয়া কোন কর্ম্মই করে না। অতএব নিশ্চয়ই তাহারা রাজকুমারকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাঁহার উদ্ধারের উপায় কি? আমি যে স্থানে আসিয়াছি, এস্থান হইতে সেই দস্যুদিগের আবাসই বা কতদূর এবং কোন্ দিকে?

বোধ হয় যোগীকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারেন। সুতরাং প্রথম চিন্তার কোন মীমাংসা হইল না।

দ্বিতীয় চিন্তা—যোগী গৃহী কি উদাসিন্? যদি গৃহী হই-বেন, তবে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া এতাদৃশ হিংস্রক জন্তুতে পরিপূর্ণ নিবিড় অরণ্যমধ্যে বাস করিবার কারণ কি? সুতরাং স্থির হইল, যোগী গৃহী নহেন। তবে কি তিনি উদাসীন? তাহাই বা কিরূপ সম্ভব? যদি উদাসীন হইবেন, তাহা হইলে এরূপ সুদৃঢ় অট্টালিকা মধ্যে বাস করিবার কারণ কি? সেই মন্দিরের নিকট এক পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকিলেও ত থাকিতে পারিতেন। যার বিষয় তৃষ্ণা নাই, যার ভোগ লালসা নাই, তার এরূপ অট্টালিকার আবশ্যক কি? সুতরাং স্থির হইল না, যোগী গৃহী—কি উদাসীন?

তৃতীয় চিন্তা—যোগী কাহাকে দ্বার মোচন করিতে কহি-লেন? সে স্ত্রীলোক—কি পুরুষ? পুরুষ হইলে আমাকে লজ্জা করিবার কারণ কি? পুরুষ হইলে অবশ্যই তাহাকে দেখিতে পাইতাম। অতএব স্থির হইল সে পুরুষ নয়। তবে কি? যখন পুরুষ নয়, তখন নিশ্চয়ই স্ত্রীলোক?

চতুর্থ চিন্তা—সেই স্ত্রীলোক প্রৌঢ়া—কি যুবতী? প্রৌঢ়া হইলে আমাকে লজ্জা করিত না। নিশ্চয়ই আমার নিকট বাহির হইত। অতএব নিশ্চয়ই যুবতী।—তবে কি যোগী গৃহী? আবার সেই দ্বিতীয় চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। স্থির হইল যোগী নিশ্চয়ই গৃহী। কিন্তু গৃহী ব্যক্তি কি লোকা-লয়ে বাস করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারেন না? অবশ্যই পারেন। যাহার মনে ভক্তি আছে, সে সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের উপা-সনা করিতে পারে। এমন ত কোন শাস্ত্রে লেখা নাই, যে

নিবিড় অরণ্য মধ্যে গমন করিয়া অর্চ্চনা না করিলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন না? যে ব্যক্তি গৃহী হইয়াও লোকালয়ে বাস করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারেন,, তিনিই ত জগতে পুজনীয়। তবে সংসারে থাকিলে নানারূপ প্রলোভনে মুগ্ধ হইতে হয় বটে। এই জন্যই যদি তিনি লোকালয় ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিয়া থাকেন? কিন্তু প্রলোভনের সার বস্তু যুবতী স্ত্রীই যদি সঙ্গে রহিল, তবে আর তিনি কেমন করিয়া প্রলোভনের হাত এড়াইলেন? তবে কি যোগী ছদ্মবেশধারী কোন দুষ্ট লোক? তাহাও ত বিবেচনা হয় না। তাঁহাকে দর্শন করিলেই মনে ভক্তি রসের সঞ্চার হয়। তাঁহার মুখমণ্ডল গাম্ভীর্য্য, উদারতা, শান্তি এবং ঐশ্বরিক ভাবের বিমল জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। এই সমস্ত লক্ষণ তাঁহার নিঃসন্দেহ সাধুতা প্রমাণ করিতেছে। তবে যোগী কে? এইরূপে চিন্তার সহিত নিদ্রার ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। চিন্তা পুনঃ পুনঃ সম্পূর্ণ বলের সহিত আক্রমণ করিয়া হত-বল হইয়া পড়িল। নিদ্রা স্বীয় শত্রুকে হীনবল দর্শন করিয়া সম্পূর্ণ উৎসাহের সহিত একবার শেষ আক্রমণ করিল। চিন্তা সে বেগ সহ্য করিতে পারিল না। সুতরাং নিদ্রার নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। নিদ্রা সময় পাইয়া বসন্তকুমারের উপর স্বীয় একাধিপত্য স্থাপন করিল। অনন্তর অমাত্যপুত্র বিরামদায়িনী নিদ্রার শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ে গা ঢালিয়া দিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

যোগীর পরিচয়।

"—She dwelt on a wide moor—
The sweetest thing that ever grew
Beside a human doon !"

W, wordsworth.

রজনী প্রভাতা। পৃথিবীর যাবতীয় সমস্ত জীব জন্তুগণই প্রাতঃকাল দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। পুনর্ব্বার যেন সকলে নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া বিমলসুখ ভোগ করিতেছে। প্রাতঃকালীন মৃদু-মন্দসমীরণ-হিল্লোলে সকলেই প্রফুল্ল। রজনী প্রভাতা হইয়াছে, এই বার্ত্তা ঘোষণা করিবার নিমিত্ত বিহঙ্গ-কুল দিগ্‌দিগন্তরে প্রস্থান করিতেছে। অন্ধকার প্রযুক্ত নিশা-কালে বৃক্ষগণ আতিথ্যসৎকার করিতে পারে নাই। এইজন্যই যেন তাহারা দুঃখিত হইয়া স্ব স্ব শাখা সঙ্কুচিত করিয়া মৌনী-ভাব ধারণ করিয়াছিল। এক্ষণে রজনী প্রভাতা হইয়াছে দর্শন করিয়া, আতপতাপাক্রান্ত পথিকদিগকে ছায়া প্রদান করিয়া পরোপকারব্রত অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এই ভাবিয়া যেন তাহারা উল্লাসিত হইল এবং স্ব স্ব শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিল। এসময়ে জগতে সকলেই আনন্দিত। কেবল পতিবিয়োগবিধুরা কুমুদিনী এই রমণীয় সময়ে বিষণ্ণভাবাপন্না। কুমুদিনী অতিশয় স্বার্থপরা। কারণ, জগতের সকলেই এই রমণীয় সময়ে আনন্দিত। কেবল সে একমাত্র এরূপ মনোরম সময়ে বিষণ্ণ ভাব ধারণ করিতেছে।

অতএব তার তুল্য স্বার্থপর কি আর জগতে আছে? সকলকে প্রফুল্লভাব ধারণ করিতে দেখিয়া—অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার একবার কৃত্রিম আহ্লাদ প্রকাশ করা উচিত ছিল।

এমন সময় যোগী কমণ্ডলু হস্তে বসন্তকুমারের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতে চলিলাম, তুমি এক্ষণে যথেচ্ছা অবস্থিতি কর। প্রত্যাগমন করিয়া আমার সমস্ত পরিচয় তোমাকে জ্ঞাত করাইব। এই বলিয়া যোগী প্রস্থান করিলেন। বসন্তকুমার প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অমাত্যকুমার কাননের শোভা সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। যোগীর প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত বসন্তকুমার এইরূপে প্রকৃতির শোভা দর্শন করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে যোগী প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর যোগী স্নান করিয়া পূজারম্ভ করিলেন। বসন্তকুমারও স্নানাহ্নিক সমাপন করিলেন। পূজান্তে সকলের আহারাদি সম্পন্ন হইল। যোগী বসন্তকুমারকে কহিলেন, বৎস! গত রাত্রে তোমার পরিচয় শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে আমার পরিচয় তোমাকে জ্ঞাত করাইতেছি, শ্রবণ কর। এই বলিয়া যোগী আপন জীবন বৃত্তান্ত আরম্ভ করিলেন।

এখান হইতে কিছুদূর পূর্ব্বে রামনগর নামে এক গ্রাম আছে। সেই রামনগর আমার জন্মস্থান। আমার পিতার নাম ৺দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়। জাতিতে ব্রাহ্মণ। আমার পিতার সর্ব্ব সমেত দুই পুত্র। তন্মধ্যে আমিই জ্যেষ্ঠ। আর একটী আমার কনিষ্ঠ। আমার নাম হরিদাস। আমার কনিষ্ঠের নাম হরদাস। আমার পিতা একজন বিলক্ষণ সঙ্গতি-

পন্ন লোক ছিলেন। যখন আমার বয়স অষ্টাদশ বৎসর ও আমার কনিষ্ঠের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর, সেই সময়ে আমাদের পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর চারি বৎসর পরে মাতাঠাকুরাণীরও পরলোক প্রাপ্তি হয়। আত্মীয় কুটুম্বেরা বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার নিমিত্ত অমাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নানা কারণে বহুদিবস হইতেই আমার সংসারের উপর অত্যন্ত ঘৃণা জন্মে। কিন্তু পাছে বৃদ্ধ পিতা মাতা দুঃখিত হন, সেই আশঙ্কায় এতদিন কাহারও নিকট মনের ভাব প্রকাশ করি নাই। পিতা মাতার মৃত্যুর পর এক্ষণে স্বাধীন হইলাম। এবং তাঁহাদের মৃত্যুতে মনে আরও বৈরাগ্যের উদয় হইল। তদনন্তর আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরদাসের বিবাহ দিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলাম। বাটী হইতে বহির্গত হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিলাম এবং চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু কোথাও নির্জ্জন স্থান দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে এই অট্টালিকা সমীপে উপস্থিত হইলাম। বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, প্রাণীমাত্রের সমাগম নাই। আমি চারিদিকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিলাম এবং আমার থাকিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী দর্শন করিয়া ইহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ও নিরুদ্বেগে আপনাকে ঈশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত করিলাম।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে একদা মহাদেবের অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি। তখন প্রায় সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। এমন সময়ে ভয়ানক আর্ত্তনাদ শব্দ শ্রবণ করিলাম। এই বিজন অরণ্যে মানবের কণ্ঠ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এবং কোথা হইতে সেই শব্দ

আসিতেছে, তাহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলাম। এইরূপে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সমুদ্র তটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় যাইয়া দেখিলাম, কিনারাতে একখানি নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। সেই নৌকার উপরে একটী স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। এবং তৎপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র বালিকা বসিয়া রোদন করিতেছে। নাবিকগণ সেই স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, রাজ্ঞি! বৃথা কেন স্বইচ্ছায় আপন জীবননাশে উদ্যতা হইয়াছেন? আপনার কোন আশঙ্কা নাই। মহারাজ কুশলে আছেন। কিন্তু আপনি যদ্যপি ইহাতে সম্মত না হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সকলকে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে। অনন্তর তাহারা আমাকে দর্শন করিয়া কহিল, মহাশয়! আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া একটু আশ্রয় প্রদান করেন, তাহা হইলে আমরা বড়ই উপকৃত হই। আপনাকে দেখিয়া ধাৰ্ম্মিক বলিয়া বিবেচনা হইতেছে। সুতরাং নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান করিলে তাহাতে ধৰ্ম্ম ভিন্ন অধৰ্ম্ম হইবে না। এক্ষণে আমাদের সমস্ত কথা বলিবার অবসর নাই। অতএব অনুগ্রহপূৰ্ব্বক যদি একটু আশ্রয় প্রদান করেন, তাহা হইলে আপনার শত সহস্র লোকের জীবন দান করা হয়। আমি তাহারা কোন বিপদে পতিত হইয়াছে মনে করিয়া কহিলাম, তোমাদের কোন ভয় নাই। অনতিদূরেই আমার আশ্রম। আর তোমাদের এখানে এরূপভাবে থাকিবার আবশ্যক নাই। আমার সহিত আমার আশ্রমে চল। এই কথা শুনিয়া তাহারা সেই স্ত্রীলোকটীকে কহিল, দেবি! তবে আর কেন বিলম্ব করিতেছেন। বিলম্বে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। শীঘ্র যাহা কৰ্ত্তব্য হয় করুন। সেই স্ত্রীলোকটী তাহাদের

কথা শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং আমার নিকটে আসিয়া আমার পদদ্বয় ধারণ করতঃ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া কহিলাম! মাতঃ আর কেন ক্রন্দন করিতেছ? শীঘ্র আশ্রমে চল, বিলম্বে বিপদ্ ঘটিলেও ঘটিতে পারে। তত্রাচ সেই স্ত্রীলোকটী সেইরূপ ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। আমি বুঝিতে পারিলাম আমাকে সন্দেহ করিতেছেন? তাহা বুঝিতে পারিয়া আমি কহিলাম, মা। আমাকে কি তোমার সন্দেহ হইতেছে? আমি ঈশ্বরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক শপথ করিতেছি, যে আমা দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না। বরং যাহাতে তোমার মঙ্গল হয়, তাহার চেষ্টা করিব। এই কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী আমার অনুসরণ করিলেন এবং নাবিকদের মধ্যে একজন বালিকাটীকে ক্রোড়ে করিয়া আমাদের পশ্চাদনুসরণ করিল। তাহা দেখিয়া সেই স্ত্রীলোকটী তাহার ক্রোড়ে হইতে কন্যাটীকে স্বীয় ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে কহিলেন বৎস! তোমাকে আর আমার সঙ্গে আসিতে হইবেক না। তোমরা শীঘ্র সকলে মহারাজের সাহার্য্যার্থ গমন কর। এই কথা শুনিয়া সেই লোকটী প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং সকলে নৌকায় আরোহণ করিয়া নক্ষত্র বেগে নৌকা বাহিয়া চলিল।

এদিকে আমি সেই স্ত্রীলোকটীকে সঙ্গে করিয়া আমার আশ্রমে আগমন করিলাম। সেদিন আর মহাদেবের অর্চ্চনা করা হইল না। আশ্রমে বসিয়া পূজা করিলাম। অনন্তর আমার অর্চ্চনাদি শেষ হইলে তাঁহাকে আহার করিতে দিলাম। গৃহে আহারীয় দ্রব্য কিছুই ছিল না। কেবল সামান্য ফলমূল যাহা আমি ভোজন করিতাম, তাহাই গৃহে ছিল, দিলাম। কিন্তু

তিনি কিছুতেই আহার করিতে স্বীকৃত হইলেন না। পরিশেষে আমার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলেন এবং তৎপরে কন্যাকে স্তনদুগ্ধ প্রদান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত শান্তি লাভ করিতে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবামাত্র তাঁহার নির্ব্বাপিত শোকানল আবার উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। তিনি করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে নানাবিধ সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলাম। অনন্তর আমার সান্ত্বনা বাক্যে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া কহিলেন, পিতঃ! এ হতভাগিনীর পরিচয় শ্রবণ করিয়া কি হইবে? উহা কেবল দুঃখময়। যদি শুনিতে নিতান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রবণ করুন।—দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত মহীশূর নামে এক প্রদেশ আছে। সাহারণপুর নামক এক নগর সেই রাজ্যের রাজধানী। নরসিংহ নামে এক নরপতি তথায় রাজ্য শাসন করেন। তিনিই অনুগ্রহ করিয়া এই হতভাগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। এই বালিকাই আমাদের একমাত্র সন্তান। একদা মহারাজ তীর্থযাত্রা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার অনুগামিনী হইবার নিমিত্ত আমার সাতিশয় ইচ্ছা হইল। কিন্তু মহারাজ কোনমতেই স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে অনেক অনুনয় বিনয়ের পর সম্মত হইলেন। আমাদের যাইবার সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। মন্ত্রীও আমাদের সহিত গমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অমাত্যের পত্নী ছিল না। একমাত্র দশমবর্ষ বয়স্ক পুত্র। অমাত্যের পত্নী এই পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াই প্রাণত্যাগ করেন। মন্ত্রী সেই অবধি আর পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করেন

নাই। পুত্রটীকে আর কোথায় রাখিয়া যাইবেন। সুতরাং পুত্রটীকেও সঙ্গে লইলেন। অনন্তর সমুদয় আয়োজন হইলে আমরা সকলে ও আবশ্যকীয় কয়েকজন ভৃত্য শুভদিন দেখিয়া নৌকায় আরোহণ করিলাম। যথাসময়ে নৌকা খুলিয়া দেওয়া হইল। প্রায় একমাস আমরা নিরুদ্বেগে নানাবিধ তীর্থ পর্য্যটন করিলাম। অদ্য প্রায় সন্ধ্যা হয়২ হইয়াছে, এমন সময়ে কয়েকখানি দস্যুনৌকা আমাদিগকে আক্রমণ করিল। মহারাজ অকস্মাৎ এই বিপদ দর্শন করিয়া কয়েকজন নাবিককে আমাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার আদেশ প্রদান করিলেন। তাহারা মহারাজের আদেশানুসারে আমাকে এইদিকে লইয়া আসিল। এখান হইতে সেই স্থান প্রায় চারিপাঁচ ক্রোশ হইবে। অনন্তর সেই নাবিকেরা এইখানে নৌকা ধরিয়া আমাকে স্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছিল, এমন সময়ে আপনি তথায় উপস্থিত হইলেন। এই বলিয়া সেই স্ত্রীলোকটী পুনর্ব্বার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার স্বামীর সংবাদ গ্রহণ করিব বলিয়া নানাপ্রকার আশ্বাসবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলাম।

অনন্তর সেই রাত্রে সমুদ্রতটে গমন করিলাম। কিন্তু তথায় আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। সমুদ্র মধ্যে যতদুর দৃষ্টি চলিল ততদুর দর্শন করিলাম। কিন্তু নৌকা কি অন্য কোন জলযানাদি কিম্বা কোন মনুষ্য কিছুই আমার দৃষ্টিগোচর হইল না, পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় গমন করিলাম। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। প্রত্যাগমন কালে বালিকার নিমিত্ত অরণ্য হইতে একটী গাভী ধরিয়া আনিলাম। এইরূপে কয়েক দিবস অতীত হইল। কিন্তু কাহারও কোন সংবাদ প্রাপ্ত হই-

লাম না। সেই স্ত্রীলোকটী তাঁহার স্বামীর কোন সংবাদ না পাইয়া অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। আমি প্রতিদিন তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতাম। যতই সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল, ততই অনেকটা তাঁহার শোকের লাঘব হইতে লাগিল। এক্ষণে আমি তাহাদিগকে লইয়া প্রায় এক প্রকার সংসারী হইয়া পড়িলাম। ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা! আমি যে মায়াজাল ছিন্ন করিবার নিমিত্ত লোকালয় হইতে পলায়ন করিয়া আসিলাম, অদ্য নিবিড় অরণ্য মধ্যেও সেই মায়াজালে বদ্ধ হইতে হইল। আমি বনবাসে—সংসারী হইলাম।

এইরূপে প্রায় এক বৎসর অতীত হইলে একদা সেই স্ত্রীলোকটী ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। আমি পূজার্চ্চনা ত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু রোগ উপশম হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহা দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত আশঙ্কা উপস্থিত হইল। তিনি দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় একমাস জ্বর ভোগ করিয়া অভাগিনী অবশেষে করাল কালের গ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে আমি বালিকাটীকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলাম। সেই সময়ে বালিকাটীর বয়স তিন বৎসর। সে মাতার অদর্শনে ক্রন্দন করিতে লাগিল। আমি তাহাকে বক্ষে লইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম। সেই বালিকাটীর লালন পালনের জন্য আমার ঈশ্বরোপাসনাদি সকলই ত্যাগ হইল। এমন কি সময়ে আহার নিদ্রাও ঘটিত না। এইরূপে দুই বৎসর অতীত হইল। তখন তাহার বয়স পঞ্চম বর্ষ। সে শৈশবাবস্থা হইতে বনে লালিত পালিত, সেই জন্য তাহার বনলতা নাম রাখিলাম। এখন তাহার বয়স পঞ্চদশ

বর্ষ। আমি সেই পর্য্যন্ত তাহাকে লইয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছি। তাহাকে লেখা পড়া শিথাইবার নিমিত্ত নিজে পুস্তক রচনা করিলাম। এক্ষণে সে নানা শাস্ত্রে সুশিক্ষিতা হইয়াছে। মনে করিয়াছিলাম, কোন সুবিধা পাইলেই তাহাকে তাহার পিতার রাজ্যে পাঠাইয়া দিব। কিন্তু তদবধি কোন সুবিধা ঘটে নাই। সেই জন্যে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলাম। পরে পরম কারুণিক পরমেশ্বর এ অভাগার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কল্য তোমাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। বোধ হয়, জগদীশ্বর এত দিনে আমাকে এ ভার হইতে মুক্তি প্রদান করিবেন। এই বলিয়া যোগী তাহার আত্ম পরিচয় শেষ করিলেন। অনন্তর তিনি বসন্তকুমারকে সেই খানে অবস্থিতি করিতে আদেশ প্রদান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনা করিবার নিমিত্ত সেই মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

কারাগৃহে—মুক্তিলাভ।

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

সময় একটী অতলস্পর্শী মহাসমুদ্র। ইহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই। ইহার বিশ্রাম নাই। কেবল আপন মনেই চলিয়াছে। মুহূর্ত্তের পর দণ্ড, দণ্ডের পর ঘণ্টা, ঘণ্টার পর প্রহর, প্রহরের পর দিন, দিনের পর সপ্তাহ, সপ্তাহের পর পক্ষ, পক্ষের পর মাস, মাসের পর বৎসর, বৎসরের পর

শতাব্দী, শতাব্দীর পর যুগ এবং যুগের পর মহাপ্রলয় ক্রমান্বয়ে চলিয়া যাইতেছে। ইহা কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। কল্য তোমার সর্ব্বনাশ হইবে। তুমি ভাবিলে কল্য বুঝি আর আসিবে না। কিন্তু তাহা হইল না। কল্য আসিল। তোমার সর্ব্বনাশ হইল। কিন্তু তাহাতে ইহার আসে যায় কি? তোমার জন্য কি সে অপেক্ষা করিয়া থাকিবে? তুমি রাজাধিরাজ মহারাজ হইলেও সে তোমার জন্য মুহূর্ত্তমাত্রও অপেক্ষা করিবে না। তোমার সর্ব্বনাশই হউক; আর তোমার অতুল ধনসমৃদ্ধিই হউক, তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। সে আপনার মনেই কার্য্য করিতেছে। কতদিন হইতে যে সে কার্য্যারম্ভ করিয়াছে, তাহা কেহ কখন বলিতে পারে না। কতদিনেই বা তাহার কার্য্য শেষ হইবে, তাহাও কেহ কখন বলিতে পারে না। ইহার গর্ভে কত শত ভয়ঙ্কর ও আশ্চর্য্য ঘটনা বাস করিতেছে, তাহা কেহ সংখ্যা করিতে পারে না। রাম রাবণের যুদ্ধ, কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ, হেলেনা যুদ্ধ, পাণিপথের যুদ্ধ, কত অসংখ্য অসংখ্য যুদ্ধ ইহার গর্ভে লীন হইয়াছে। ভীষ্মাদি বীরশ্রেষ্ঠগণ, লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি কাপুরুষগণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি আদর্শ রাজাগণ, সিরাজ ও নেরো প্রভৃতি প্রজাপীড়কগণ, যীশু, ঈশো, মহম্মদ, বুদ্ধ, নানক, রামমোহন ও কেশব প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রচারকগণ, বাল্মিকী, বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস, মিল্টন, হোমার, সেক্ষপীর ও মাইকেল প্রভৃতি কবিশ্রেষ্ঠগণ, শ্যামচাঁদ, রামচাঁদ প্রভৃতি বটতলার নাটক লেখকগণ, জগৎ শেঠ, রথচাইল্ড প্রভৃতি ধনকুবেরগণ ও হারা বাগ্দী, ভূতো বাগ্দী প্রভৃতি দরিদ্রগণ সকলেই ইহার অনন্ত ক্রোড়ে সমভাবে শান্তিলাভ করিতেছেন। ইহার পক্ষপাত নাই। কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি ধার্ম্মিক, কি অধার্ম্মিক, কি

ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ, সকলের প্রতিই ইহার সমান ভাব। জগতে ইহার ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল আর কিছুই নাই। সামান্য কীটানু-কীট হইতে রাজাধিরাজ মহারাজ পর্য্যন্ত সকলকেই ইহার সুখ দুঃখরূপ আবর্ত্তন চক্রে পতিত হইতে হয়। ইহা চক্রের ন্যায় কেবল সদা সর্ব্বদা ঘুরিতেছে। যে কেহ ইহার সম্মুখে পতিত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে। দিন আসিল, আবার দিন যাইল। কিন্তু ইহার মধ্যে কোথায় কি ঘটনা ঘটিল, তাহা কে বলিতে পারে? সময়ের পরিবর্ত্তনশীলতা জানিয়াও, কালের অনুলঙ্ঘনীয় পরিবর্ত্তন-চক্রে পতিত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইতে হইবে জানিয়াও মনুষ্য সামান্য ধন গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ধরাকে সরার ন্যায় বোধ করিতেছে। আজ ইহার গৃহে অগ্নি প্রদান, কাল তাহার সর্ব্বনাশ সাধন, পরশ্ব অমুকের গৃহ লুণ্ঠন এইরূপে কত শত নির্দ্দোষী লোকের উপর অত্যাচার করিতেছে। জগদীশ্বর ব্যতীত তাহার দুর্দ্দমনীয় স্পর্দ্ধা কে নিবারণ করিবে? মনে করিতেছে, তাহার চিরদিন এইরূপেই যাইবে। কিন্তু তাহা হইল না। কালের অনুলঙ্ঘনীয় পরিবর্ত্তনরূপ তীক্ষ্ণ চক্রে পতিত হইয়া খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল। তাহার চিহ্নমাত্রও রহিল না। কোথায় মিলাইয়া গেল। কল্য যে ব্যক্তি রাজসিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, অদ্য কালের অনতিক্রম্য পরিবর্ত্তন চক্রে পতিত হইয়া তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন। রাজকুমার প্রসেন্‌জিৎসিংহও এই অনুলঙ্ঘনীয় পরিবর্ত্তনশীল কালচক্রে পতিত হইয়া অদ্য দস্যু কারাগৃহে নিবদ্ধ রহিয়াছেন।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে যে, রাজকুমার যুদ্ধ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া অবশেষে অর্ণবযানোপরি মূর্চ্ছিত

হইয়া পতিত হইলেন। দস্যুরা তাঁহাকে অজ্ঞানাবস্থায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া চলিল। বণিক অতিশয় কাকুতি মিনতি করাতে জাহাজখানি লুটপাট করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

অনন্তর দস্যুগণ রাজকুমারকে তাহাদের দলপতির নিকট লইয়া গেল। দস্যুপতি তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিবার অনুমতি প্রদান করিল। এখন পর্য্যন্তও রাজকুমারের চৈতন্য সঞ্চার হয় নাই। তিনি সেইরূপ অচেতনাবস্থাতেই কারাগৃহে পতিত হইয়া রহিলেন। রাত্রি প্রায় প্রভাত হয়২ হইয়াছে, এমন সময়ে রাজকুমারের জ্ঞান সঞ্চার হইল। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, যে এক অন্ধকার গৃহে শায়িত রহিয়াছেন। তাঁহার হস্তপদ লৌহশৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। একে একে সমস্ত ঘটনা তাঁহার হৃদয়পটে আসিয়া উপস্থিত হইল। এতক্ষণে তিনি আপনাকে দস্যুগৃহে বন্দী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। অমাত্য-পুত্র যে সমুদ্র মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সুতরাং বসন্তকুমারকে দস্যুরা বন্দী করিয়া আনিয়াছে বিবেচনা করিয়া কারাগৃহের চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। এতক্ষণে বসন্তকুমারের সমুদ্রপতন বৃত্তান্ত তাঁহার স্মৃতিপটে জাগরিত হইল। সমস্ত ঘটনা স্মরণ হইবামাত্র দরদরিত ধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া ফেলিল। তিনি আর কোন রকমেই ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না। অধৈর্য্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। হায় ভ্রাতঃ বসন্তকুমার! এ বিপদ সময়ে হত-ভাগ্যকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে? তুমি ভিন্ন বিপদকালে কে আর আমাকে সদুপদেশ প্রদান করিবে? হা

অমাত্য বামদেব! হা অমাত্যপত্নী সরলাদেবি! আপনারা কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। অদ্য এ স্বার্থপর নরাধম হইতে আপনাদের' একমাত্র হৃদয়রত্ন এ জগৎ হইতে চিরদিনের নিমিত্ত অন্তর্হিত হইল। হে বামদেব-হৃদয়-সর্ব্বস্ব-রত্ন! কেন তুমি এ হতভাগ্যের সহিত আগমন করিয়াছিলে? যখন তোমার পিতা জিজ্ঞাসা করিবেন, বৎস প্রসেনজিৎ! আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব-ধন বসন্তকুমারকে কোথায় রাখিয়া আসিলে? তখন আমি কি বলিয়া তাঁহাকে উত্তর দিব? হা বন্ধো! একবার আসিয়া আমার কথার উত্তর দাও। কই—আসিলে না? অভিমান হইয়াছে? যদিও আমি তোমার নিকট শত সহস্র অপরাধে অপরাধী বটে, তা বলিয়া কি ভবাদৃশ বন্ধুবৎসল মহাত্মা জনের বন্ধুর বিপদ দর্শনে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত? অত-এব একবার এই দস্যু কারাগৃহে আগমন করিয়া আমাকে সদুপদেশ প্রদান :কর। তোমার সেই প্রফুল্ল মুখকমল কি আর দেখিতে পাইব না? আর তোমার কি সেই বীণা-নিন্দিত সুমধুর কণ্ঠ নিঃসৃত অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিতে পাইব না? এইরূপে রাজকুমার পাগলের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ ক্রন্দন করিয়া শোকের কতকটা লাঘব হইল।

রজনী প্রভাত হইল। ভগবান মরীচিমালীর রশ্মিপ্রভাবে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইল। এমন সময়ে দুইজন দস্যু সেই কারাগৃহের দ্বার উন্মোচন করিল। এবং রাজকুমারকে বিচা-রার্থ তাহাদের দলপতির নিকটে লইয়া গেল। দস্যুগণ রাজ-কুমারকে দর্শন করিবামাত্র কেহ দন্ত কড় মড়, কেহ বা মুষ্টি বদ্ধ হস্ত, কেহ বা রোষকষায়িত লোচন এবং কেহ কেহ

অন্যান্য নানাবিধ সঙ্কেত দ্বারা তাহাদের জাতক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর দস্যুপতি তাঁহাকে কহিল, হে অপরিচিত অসমসাহসিক যুবক! তুমি কেন আমাদের দলক্ষয় অপরাধে অপরাধী হইয়াছ?

রাজকুমার কহিলেন, "হে দস্যুদলাধিপতি! তুমি একবার বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি—কোন্ ক্ষত্রিয় শোণিতোৎপন্ন বীরপুরুষ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিনা যুদ্ধে শত্রু হস্তে আত্ম সমর্পণ করে? পৃথিবীতে কি এমন কোন কাপুরুষ আছে, যে শত্রু হস্ত হইতে আত্মরক্ষার্থ যত্নবান্ না হয়? আমি আত্মরক্ষার্থে ক্ষত্রিয়োচিত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে আমি তোমাদের সম্পূর্ণ করতলগত। যদ্যপি আমি আত্মরক্ষার্থে যত্নবান্ হইয়া তোমাদের নিয়মানুসারে অপরাধী হইয়া থাকি, তাহা হইলে তোমরা তোমাদের স্বেচ্ছামত দণ্ড প্রদান করিতে পার।" এই বলিয়া রাজকুমার নিরস্ত হইলেন।

সেই দস্যুদলপতি রাজকুমারের এইরূপ বীরত্বগর্ব্বসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল। এবং রাজকুমারকে কহিল, যুবক! আমি তোমার এরূপ বীরোচিত বাক্য শ্রবণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমার আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া আমার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর। রাজকুমার স্বীয় পরিচয় প্রদানে অনিচ্ছুক হইলেন। দস্যুপতি কুমারকে আত্মপরিচয় প্রদান করিতে অনিচ্ছুক দর্শন করিয়া কহিলেন, যুবক! কি জন্য হতাশ হইতেছ? কোন্ ক্ষত্রিয় বীরপুরুষ শত্রু সমীপে আত্মপরিচয় প্রদানে কুণ্ঠিত হয়। আর যদি তোমার পরিচয় প্রদান করিতে কোন আশঙ্কার কারণ

থাকে, তাহা হইলে আমি তজ্জন্য তোমাকে পূর্ব্ব হইতেই অভয় প্রদান করিতেছি। অতএব নির্ভয়চিত্তে তোমার আত্ম কাহিনী বর্ণন কর। রাজকুমার গর্ব্বিত বাক্যে কহিলেন, "দস্যুপতি! আমি তোমার নিকট ক্ষমা বা অভয় প্রার্থনা করি না। তদপেক্ষা সহস্রাংশে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। তুমি দস্যু—তোমার সহিত আবার ক্ষত্রিয়োচিত আচরণ কি? পরদ্রব্য লুণ্ঠন, নরহত্যা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর নৃশংস কর্ম্মই তোমার জীবিকা! তুমি ক্ষত্রিয়ের আচার ব্যবহার কি জান? তোমাকে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া কি হইবে? অতএব আমি তোমাকে কোন ক্রমেই আত্মপরিচয় প্রদান করিব না।" দস্যুপতি রাজকুমারের ঈদৃশ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া একেবারে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং রোষকষায়িত আরক্তিম লোচনে কহিল, রে হতভাগ্য যুবক! জীবন কি তোর্ এতই অসহ্য বোধ হইয়াছে? জীবনের প্রতি কি তোর্ কিছুমাত্র মমতা নাই? কিজন্য আপনার মৃত্যুপথ আপনিই সৃজন করিতেছিস্! মৃত্যুকে কাহাকেও আহ্বান করিতে হয় না। এখনও সময় আছে, বিবেচনা কর্। এখনও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া যথাযথ আত্মপরিচয় প্রদান করিলে জীবনের আশা আছে।

রাজকুমার বিরক্ত ভাবে কহিলেন, "দস্যু! আমি তোমার নিকট কিছুমাত্র ক্ষমা প্রার্থনা করি না। তোমার ন্যায় নৃশংস, অত্যাচারী, পরধন-প্রত্যাশী দস্যুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জীবন রক্ষা করাপেক্ষা শতসহস্র গুণে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। যাহাতে এক্ষণে আমার প্রাণদণ্ড কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সমাধা হয়, তাহাই এক্ষণে তোমার নিকট ভিক্ষা করিতেছি।"

দস্যুপতি কহিল, "আচ্ছা, তাহাই হইবে।" এই বলিয়া সে

তাহার চতুর্দ্দিকস্থ দস্যুদিগের উপর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দস্যুরা তাহার সঙ্কেতের অর্থ অবগত হইয়া সকলে সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "মহারাজ! এই পাপিষ্ঠ নরাধম! আমাদের অনেককে হত ও আহত করিয়াছে। এবং ইহার দাম্ভিকতার পরিচয় প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেন। এক্ষণে আমরা মহারাজের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতেছি। আপনার যাহা অভিপ্রায় হয়, অনুমতি করুন।" সেই দস্যুপতি তাহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত একজন দস্যুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "রহমন্! সকলেই সর্ব্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করিল, কিন্তু তুমিত কিছুই বলিলে না? তোমার কি ইহাতে সম্মতি নাই?"

সে কহিল—"সে কি মহারাজ! সকলের যাহাতে মত, বিশেষ আপনার যাহাতে সম্মতি আছে, তাহাতে আমার কি কখনও অমত হইতে পারে?"

দস্যুপতি কহিল—"কেন রহমন্! আজ তুমি এরূপ কথা বলিতেছ কেন? আমি কি কখন তোমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকি! তোমার পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন কর্ম্মই করি না। তবে অদ্য তুমি স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ কেন? এ বিষয়ে তোমার মতে যাহা যুক্তিযুক্ত হয়, শীঘ্র প্রকাশ কর।"

রহমন্ কহিল—"মহারাজ! আপনি এ দাসের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ করেন—তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। তজ্জন্যই অদ্য সকলের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। মহারাজ! আপনি বোধ হয় বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন, যে অদ্য মহারাণী তাঁহার কি একটী ব্রত উদ্যাপন করিবেন। সেই উপলক্ষে অদ্য মহা মহোৎসব হইবে। এই সামান্য মানবের প্রাণ

বধ করিতে আপনার কতক্ষণ লাগিবে। বিশেষতঃ রাজ্ঞীর ব্রত উপলক্ষে অদ্য সকলেই আনন্দিত। এরূপ উৎসবের দিনে কি উহার মনে কষ্ট প্রদান করা উচিত? ও ব্যক্তি যখন আপনার করতলগত, তখন যে মুহূর্ত্তে আজ্ঞা করিবেন, সেই মুহূর্ত্তেই উহার শিরশ্ছেদন হইবে। আরও বিবেচনা করুন, আগত শনিবার দিবসে আমাদের একটী সাম্বৎসরিক উৎসব আছে। সেই দিনে আপনি স্বয়ং মহামায়া চামুণ্ডাদেবীর পূজা করিয়া থাকেন। চির প্রথানুসারে সেই দিন দেবীর নিকট একটী নরবলি প্রদত্ত হয়। সেদিনেরও অধিক বিলম্ব নাই। মধ্যে দুইদিন আছে। যদি এই দুই দিবসের মধ্যে বলিদানের নিমিত্ত আর কোন মনুষ্য না জুটে, তাহা হইলে কি উপায় হইবে? আর এরূপ সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত মনুষ্য প্রায়ই পাওয়া যায় না। দেবী ইহার রক্তে সাতিশয় প্রীত হইবেন, সন্দেহ নাই। তাই বলিতেছিলাম, অদ্য উহার প্রাণ বধ না করিয়া সেই দিনে দেবীর নিকট বলিদান দেওয়াই শ্রেয়স্কর। তাহাতে সকল দিকেই মঙ্গল হইবে।” এই বলিয়া রহমন্ নিরস্ত হইল।

তদনন্তর দস্যুপতি রাজকুমারকে কহিল, রে নরাধম! অদ্য রহমনের কৃপায় তোর প্রাণ দণ্ড স্থগিত রহিল। তা বলিয়া যেন মনে করিস্ না, যে বাঁচিয়া গেলি? নিশ্চয়ই জানিস্, এই আগত শনিবার দিবস তোর জীবনের শেষ দিন। এই বলিয়া দস্যুপতি প্রহরীদিগকে পুনরায় রাজকুমারকে কারাগৃহে রাখিয়া আসিতে আজ্ঞা প্রদান করিল। প্রহরীরা দলপতির অনুমতি অনুসারে রাজকুমারকে কারাগৃহে বন্দী করিয়া রাখিল। প্রায় মধ্যাহ্ন সময়ে একজন যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণ কারাগৃহের দ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ খাদ্য ও পানীয় রাখিয়া পুনরায়

দ্বার বন্ধপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। রাজকুমারের আহারে ইচ্ছা ছিল না। তবে জীবন ধারণোপযোগী কিঞ্চিৎ স্বল্প পরিমাণে আহার করিলেন। এইরূপে দুই দিবসাতীত হইল। কল্য শনিবার। রাত্রি প্রভাত হইলেই প্রাণদণ্ড হইবে। রাজকুমার এই সময়ে একবার পিতা মাতাকে স্মরণ করিলেন। যতই তাঁহাদের স্নেহ মমতা স্মৃতিপটে জাগরূক হইতে লাগিল, ততই তাঁহার মুখমণ্ডল অশ্রুবারিতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি করুণস্বরে বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। হা তাত! এতদিনে আপনাদের একমাত্র পুত্র অদ্য এই দস্যুহস্তে প্রাণত্যাগ করিল। হা মাতঃ! আমি আপনার কুলাঙ্গার পুত্র। আপনারা আমার জন্যে কতই রোদন করিতেছেন। আমি পুত্র হইয়া এক দিনের নিমিত্তও আপনার সেবা করিতে পারিলাম না। যাঁহাদিগের হইতে এই অপূর্ব্ব বিশ্ব-সংসার দর্শন করিলাম, এক দিনের নিমিত্তও তাঁহাদিগকে সুখী করিতে পারিলাম না। হা মাতঃ! কেন তুমি এ কুলাঙ্গারকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে? রাজকুমার এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার কারাগৃহের দ্বার অতিশয় মৃদুভাবে উদ্ঘাটিত হইল। এক্ষণে প্রায় যামিনীর দ্বিতীয় যাম অতীত হইয়াছে। রাজকুমার এই গভীর নিশীথে দ্বারোদ্ঘাটন শব্দ শ্রবণ করিয়া হতাশব্যঞ্জক সাহসপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি? রাত্রি কি প্রভাত হইয়াছে। আমাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছে? চল, আমি প্রস্তুত আছি। কোথায় যাইতে হইবে বল, এখনি যাইতেছি।" রাজকুমার এইরূপে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যে ব্যক্তি কারাদ্বার মোচন করিয়াছিল, সে অতি

মৃদুস্বরে কহিল, "হতাশ যুবক! ভয় নাই। আমি রহমন্। তোমার উদ্ধারার্থ আগমন করিয়াছি। গোল করিও না। বিপদ ঘটিবে।" এই বলিয়া সেই ব্যক্তি রাজকুমারের নিকট আগমন করিয়া একখানি অস্ত্রদ্বারা তাঁহার হস্তপদের শৃঙ্খল কাটিয়া ফেলিলেন। রাজকুমার বিস্মিত হইয়া কহিলেন, রহমন্! তুমি কি উপায়ে আমার উদ্ধার করিবে।

রহমন্ কহিল, কেন! এই তোমার বন্ধনাদি সমস্তই মোচন করিয়া দিলাম। পুরীর সমস্ত দ্বার মুক্ত আছে, ইচ্ছামত চলিয়া যাও।

রাজকুমার কহিলেন, রহমন্! তুমি আমার প্রাণরক্ষার্থ এত যত্নবান হইয়াছ। তজ্জন্য তোমাকে শত সহস্রবার ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কিন্তু আমি পলায়ন করিব না। ক্ষত্রিয় সন্তান হইয়া কি সামান্য চোরের ন্যায় পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিতে হইবে? ইহাপেক্ষা মৃত্যু শত সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর।

রহমন্ কহিল, "হা নির্ব্বোধ! দস্যুর সহিত আবার ক্ষত্রিয় নিয়ম পালন কি! তাহাদের কি হিতাহিত জ্ঞান আছে, যে তাহাদের সহিত জাতীয় আচার ব্যবহার পালন করিবে? বৃথা কেন স্বীয় জীবননাশে উদ্যত হইয়াছ? বিলম্বে কেবল বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব আর বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই। শীঘ্র যমপুরী সদৃশ ভীষণ দস্যুপুরী হইতে বহির্গত হইয়া আইস।" রাজকুমার তাহার যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই কারাগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। রহমন্ সেই গৃহ পূর্ব্ববৎ তালাবদ্ধ করিল। অনন্তর তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র সেই দস্যুপুরী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। রাজকুমার কহিলেন, "রহমন্!

তুমি আমার জীবনদাতা। আমার জন্য যদি তোমার কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমি কোন ক্রমেই পলায়ন করিব না।" রহমন্ কহিল, "যুবক! আমি ইচ্ছা করিয়াছি, আমিও তোমার সহিত পলায়ন করিব। অতএব শীঘ্র চল, রাত্রি মধ্যেই ইহাদের নিকটবর্ত্তী দেশ সকল উত্তীর্ণ হইতে হইবে।" রাজকুমার ইহা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

অনন্তর তাঁহারা দুইজনে প্রাণপণ চেষ্টায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। রহমন্ অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। কুমার তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। রাজকুমারের কখনও দ্রুতপদে গমন করা অভ্যাস ছিল না। সুতরাং পদে পদে তাঁহার পদস্খলন হইতে লাগিল। রহমন্ রাজকুমারের ক্লেশ বোধ হইতেছে বিবেচনা করিয়া কহিলেন, যুবক! অত দ্রুত-পদে যাইবার আবশ্যক নাই। ইহাতে তোমার বিশেষ ক্লেশ বোধ হইতেছে। তোমার বোধ হয় কখনও পদব্রজে গমন করা অভ্যাস নাই। যাহা হউক, যদি বিশেষ কষ্ট হয়, এত দ্রুতগমন করিবার আবশ্যক নাই।

রাজকুমার কহিলেন, ভ্রাতঃ! ইহাতে আমার কোন কষ্ট বোধ হইতেছে না। দস্যু হস্তে প্রাণত্যাগ করাপেক্ষা এ পথক্লেশ কি তুচ্ছাদপি তুচ্ছ নহে? বিশেষতঃ যখন আমরা তাহাদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছি, তখন একবার যদি তাহারা আমাদিগকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। অতএব ভ্রাতঃ! এতো সামান্য ক্লেশ।

রহমন্ রাজকুমার ভীত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিবার নিমিত্ত কহিলেন, যুবক! যদ্যপি কোন বাধা

না থাকে, তাহা হইলে তোমার পরিচয় প্রদান করিয়া আমার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে সুস্থির কর।

রাজকুমার কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি আমার জীবনদাতা। অবশ্যই তোমায় আমার সমস্ত পরিচয় জ্ঞাত করাইব। এই বলিয়া রাজকুমার আনুপূর্ব্বিক তাঁহার সমস্ত পরিচয় প্রদান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

কোরকে কীট।

"—Surely that is a spirit! Lord how it looks about? Believe me, Sir, it is a beautiful creature, Is it not a spirit?
(LAMB.)

সর্ব্বনাশী চিন্তার কি মহীয়সী শক্তি। দশম বর্ষ বয়স্ক বালক হইতে অশীতি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ পর্য্যন্তকে চিন্তানলে দগ্ধ হইতে হয়। পৃথিবীতে এমন কোন্ লোক নাই, যাহার হৃদয় চিন্তানলে ভস্মীভূত হয় না। পণ্ডিতেরা বলেন, "চিতা অপেক্ষা চিন্তা শত সহস্র গুণে লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করে।" কারণ চিতা কেবল অচেতন পদার্থকেই দহন করে, কিন্তু চিন্তা সজীব লোককে দগ্ধ করে। পাঠক মহাশয়েরা বনলতার সহিত পরিচয় হইয়াছে। ঐ দেখুন বনলতা আপন কক্ষ মধ্যে উপবেশন করিয়া কি চিন্তা করিতেছেন? তাঁহার মুখমণ্ডল বিমর্ষভাবে পরিপূর্ণ।

বনলতে! তুমি * ঋষি কন্যা। পৃথিবীর সুখকর পদার্থের কিছুই আস্বাদ প্রাপ্ত হও নাই। চিরকাল যোগীর সহিত বনে বাস করিতেছ। তবে এ বালিকা বয়সে তোমার এত কিসের চিন্তা? কই কিছুই বলিলে না যে? লজ্জিতা হইতেছ কেন? বুঝিয়াছি—কোরকে কীট প্রবেশ করিয়াছে।

বনলতা চিন্তা করিতেছেন,—আমার এরূপ চিত্তবিকার ঘটিল কেন? কিছুতেই মনের স্ফূর্ত্তি নাই। কল্য সেই যুবা-পুরুষকে দর্শন করাবধি আমার এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে কেন?—ইহার পূর্ব্বে যোগী ব্যতীত অন্য কোন মানব দর্শন করি নাই, কল্য একজন নূতন মানবের মুখ দর্শন করিয়াছি বলিয়া কি এরূপ হইয়াছে? না—তাহা হইলেই বা এরূপ

* বনলতাকে ঋষি কন্যা বলিয়া সম্বোধন করায় কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন। কারণ সে সাহারণপুরাধিপতি মহারাজ নরসিংহের কন্যা। তবে কেমন করিয়া তাহাকে ঋষি কন্যা বলা যাইতে পারে? কিন্তু আমাদের আখ্যায়িকা অনুসারে বনলতা চিরকাল যোগীর আশ্রমেই লালিতা পালিতা। এবং সে এতদিন পর্য্যন্ত আপনাকে যোগীর কন্যাই বলিয়া জানিত। যে দিন যোগী বসন্তকুমারের নিকট আপনার পরিচয় প্রদান করেন, সেই দিন সে আপনার যথার্থ পরিচয় জানিতে পারিয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত যোগী তাহাকে তাহার পরিচয় সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। সুতরাং সে যোগীকে আপনার পিতা বলিয়াই জানিত এবং যোগীকে পিতা বলিয়াই সম্বোধন করিত। আর সে ঋষি কন্যার ন্যায় চিরকাল ফলমূল ভোজন করিয়া জীবন যাপন করিতেছে ও ঋষি কন্যাদিগের ন্যায় আচার ব্যবহার অনুষ্ঠান করিতেছে। শৈশবাবধি সে যোগীর সহিত বনমধ্যে বাস করিতেছে। সুতরাং তাহাকে ঋষি কন্যা বলিয়া সম্বোধন করা যুক্তি বহির্ভূত হইবে না।

চিত্তবৈকল্য ঘটিবে কেন? আমি পিতা মাতার পরিচয় জানিতাম না। কল্য যোগীর মুখে পিতা মাতার পরিচয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কি তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত মন এরূপ ব্যাকুল হইয়াছে, না, তাহাও ত নয়, কেবল সদা সর্ব্বদা সেই যুবককে দর্শন করিবার ইচ্ছা হইতেছে। কোন-মতেই দর্শন লালসা পরিতৃপ্ত হয় না। মরি মরি কি রূপ! বোধ হয়, বিধাতা তাঁহাকে মানবকুলের শ্রেষ্ঠ করিয়া সৃজন করিয়াছেন। কি আকর্ণ বিস্তৃত ভ্রূযুগল! তিলফুলসম নাসা! বোধ হয় রতিপতি মহাদেবের ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইয়া পৃথিবীতে বসন্তকুমার রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আহা! যদি বিধাতা আমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সহস্র চক্ষু প্রদান করেন, তাহা হইলে যুবকের রূপ একবার প্রাণ ভরে আশা মিটাইয়া দর্শন করি। আচ্ছা, তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত যে আমার মন এত চঞ্চল হইতেছে, কিন্তু তিনি চলিয়া গেলে কি হইবে? তাহা হইলে তাঁহাকে ত আর দেখিতে পাইব না? তাঁহার অদর্শনে এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারিব না। তবে কি হইবে? তবে কি আমাকে চিরকাল বিরহানলে দগ্ধ হইতে হইবে? কি—বিরহ? এ কথা আমার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল কেন? তবে কি আমি যুবকের প্রণয়ানুরাগিণী হইয়াছি? তা বই কি? কারণ আমার যেরূপ অবস্থা, এই সমস্ত লক্ষণইত প্রণয়ানুরাগের প্রধান চিহ্ন, তবে আমার সে সব প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? আমি যে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, যে প্রাণান্তেও কখন কাহাকেও স্বামীত্বে বরণ করিব না। চির কৌমার্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া চিরকাল স্বাধীন ভাবে কাল-যাপন করিব। কখন কাহারও আজ্ঞাধীনা হইব না। কই—

আমার সে প্রতিজ্ঞা এক্ষণে কোথায় রহিল। যখন আমি একটা সামান্য প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারিলাম না, তখন আমার এ অসার জীবনে প্রয়োজন কি? এক্ষণে আমার জীবন ধারণ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। বনলতা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। এমন সময়ে কে যেন তাহাকে বলিল "বনলতা! এখানে বসিয়া কি ভাবিতেছ? দেখিতেছ না, যে যুবক আপনার স্বদেশে গমন করিতেছেন।" তাহা শুনিবামাত্র বনলতা শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, যে বসন্তকুমার ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। বনলতা আপনার এরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া সাতিশয় লজ্জিতা হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, আমি কি পাগল হইলাম? আমি বৃথা এত চিন্তা করিতেছি কেন? তিনি চলিয়া যাইবেন, আমাকে কে বলিল! লোকে কি এই রকম করিয়া পাগল হয়? আমার এরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া যোগী কি মনে করিবেন? জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিব? তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিব! তাহা হইলে তিনি কখনই বসন্তকুমারকে যাইতে দিবেন না। না—তাও কি হয়? তাঁহাকে কোনমতেই বলিতে পারিব না। তবে কি হইবে? আবার সেই চিন্তা? আমি কি তবে পাগল হইলাম? নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিলে কি ফল হইবে? বরং যতক্ষণ চিন্তা করিতেছি, ততক্ষণ তাঁহাকে দর্শন করিলে নয়নের সফলতা জন্মিত। এখনও যোগী আগমন করেন নাই। যতক্ষণ না তিনি প্রত্যাগত হন, ততক্ষণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করি। এই ভাবিয়া বনলতা সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। যেম্নি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, অম্নি বসন্তকুমার ও তাঁহার চারি চক্ষু একত্রিত হইল। পরস্পরের প্রতি

দৃষ্টি পতিত হইবামাত্রই বনলতা ধীরে ধীরে মস্তক অবনত করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বসন্তকুমার চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি দেখিলাম? রমণী-রতন। বোধ হয়, ইনিই যোগীর পালিতা সাহারণপুরাধিপতির কন্যা বনলতা হইবেন। আহা! নামটী কেমন মধুর! বনলতা! ইচ্ছা হইতেছে, সর্ব্বদাই কেবল ঐ নামটী উচ্চারণ করি। যেমি রূপ, নামটীও তদ্রূপ মধুর। আমি জন্মাবধি ইঁহার ন্যায় রূপবতী কামিনী কখন দর্শন করি নাই। আজি আমার নয়ন সার্থক হইল। এ কি? ইঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আমার চিত্ত বিচলিত হইয়া উঠিল কেন? তবে কি আমি ইঁহার প্রতি আসক্ত হইলাম নাকি? অসম্ভব! অসম্ভবই বা কিসে, যখন তাঁহাকে একবার দর্শন করিবামাত্র তাঁহার রূপের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম, তখন আর অসম্ভবই বা কিসে? রাজকুমার যখন যামিনীর প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া একবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন আমিই না তাঁহাকে সদুপদেশ প্রদান করিয়া নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম? আজ আমিই সেই প্রণয়ের বশীভূত হইয়া পড়িলাম?

রাজকুমারের কথা স্মরণ হইবামাত্র বসন্তকুমারের অন্তরে পুনরায় শোকের উদ্রেক হইল। তাঁহার শোকাগ্নিতে ভস্মীভূত হৃদয়ক্ষেত্রে বনলতার প্রণয় বীজ অঙ্কুরিত হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। কিন্তু প্রবিষ্ট হইবামাত্র বীজ দগ্ধ হইয়া গেল। তাঁহারা হৃদয়ে বনলতার প্রণয় স্থান পাইল না।

বসন্তকুমার ভাবিলেন, কি সামান্য রমণীর প্রণয়ে বশীভূত হইয়া বন্ধু বান্ধবাদি সমস্ত পরিজনকে ভুলিয়া যাইব? তাঁহাদের স্নেহ মমতা অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়া রমণীর দাস হইয়া কাল-

যাপন করিব? না—কখনই না। এই প্রতিজ্ঞা করিলাম, যতদিন পর্য্যন্ত না যামিনীর সহিত রাজকুমারের বিবাহ দিয়া পিতা পুত্রে মিলন করিতে পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত প্রাণান্তেও কখন কোন রমণীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইব না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যামিনীর পরিচয়।

"Friendship & love divinely bestowed upon man"
W. Cowper.

এইরূপে বসন্তকুমার সেই যোগীর আশ্রমে তিন চারি দিবস অতিবাহিত করিলেন। পরিশেষে তিনি রাজকুমারের নিমিত্ত অতিশয় অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। একদা সেই যোগী একাকী আশ্রমে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে বসন্তকুমার ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! এখানে তিন চারি দিবস অবস্থিতি করিয়া এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে বললাভ করিয়াছি। আমার চিত্ত রাজকুমারের নিমিত্ত সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। অনুমতি করিলে তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হই।"

যোগী কহিলেন, "বৎস! ভগবান আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া তোমাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি এতদিনে একটী গুরুতর ভার হইতে মুক্ত হইব ইচ্ছা করিয়াছি। এ বিষয়ে তোমার মত কি?"

বসন্তকুমার কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "দেব! কি আজ্ঞা

করুন। সাধ্যায়ত্ত হইলে আপনার আদেশ পালনে প্রাণপণ চেষ্টায় যত্নবান হইব।”

যোগী গম্ভীরভাবে কহিলেন, “বৎস! পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, কোন সুযোগে বনলতাকে তাহার পিতার রাজ্যে পাঠাইয়া দিব। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সুবিধা ঘটে নাই। পরমকারুণিক মঙ্গলময় পরমেশ্বর এতদিনে আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া তোমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে ইচ্ছা করিয়াছি যে, তোমার সহিত বনলতার বিবাহ.দিয়া নিরুদ্বেগে ভগবানের অর্চ্চনায় নিযুক্ত হইব।”

বসন্তকুমার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কয়িয়া কহিলেন, “ভগবন্! আপনার আদেশ লঙ্ঘন করা আমার অসাধ্য। একে আপনার প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শন করিলেই মনে এক অপূর্ব্ব ভক্তিভাবের আবির্ভাব হয়। তাহাতে আবার আপনি আমার জীবনদাতা। সুতরাং আপনার আদেশ উল্লঙ্ঘন করা কথনই উচিত নয়। করিলে অনন্তকাল নিরয়ে বাস করিতে হইবে। কিন্তু দেব! আমি কোনমতেই মনস্থির করিতে পারিতেছি নাই। বন্ধুবিচ্ছেদ আমাকে অতিশয় কাতর করিয়া তুলিয়াছে। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে যত দিন না যামিনীকে কুমারের বামপার্শ্বে উপবেশন করাইতে পারি, তত দিন পর্য্যন্ত কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করিব না। এক্ষণে আমার সে প্রতিজ্ঞা কোথায় থাকিবে? প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা মহাপাপ। আর যদি এই সামান্য প্রতিজ্ঞা পালন করিতে না পারি, তাহা হইলে যে উদ্দেশ্যে আমরা বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছি, তাহা কথনই সাধন করিতে পারিব না। আমিই রাজকুমারকে মন্ত্রণা প্রদান করিয়া বাটী হইতে আনিয়াছি। তিনি দস্যুহস্তে প্রাণত্যাগ করিবেন,

আর আমি বিবাহ করিয়া সুখে কালযাপন করিব? ইহা মনে ভাবিলেও গাত্র শিহরিয়া উঠে। আমি ইচ্ছা করিয়াছি, অদ্যই কুমারের অন্বেষণে গমন করিব। যদি তাঁহাকে দস্যুকবল হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারি, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে নিশ্চয়ই এখানে আগমন পূর্ব্বক আপনার আদেশমত কার্য্য করিব। যদি সফলমনোরথ না হই, তাহা হইলে জানিবেন আর প্রত্যাবর্ত্তন করিব না। আর যদি ইতিমধ্যে কোন পাত্র প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আমার অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার সহিত বনলতার উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। আমি যে এক্ষণে আপনার আদেশ পালন করিতে পারিলাম না, তজ্জন্য আমাকে প্রসন্ন চিত্তে ক্ষমা করুন। এক্ষণে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে বিদায় প্রদান করুন।" এই বলিয়া বসন্তকুমার নিরস্ত হইলেন।

যোগী কহিলেন, "যাও বৎস! তোমার বন্ধুর অন্বেষণে গমন কর। আমি তোমাকে বাধা দিতে ইচ্ছা করি না। আমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমার মনোরথ সফল করেন। কিন্তু দেখো বৎস! কৃতকার্য্য হইলে আহ্লাদে যেন এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বিস্মৃত হইও না। তুমিই বনলতার উপযুক্ত পাত্র। আমি তোমার পথ চাহিয়া রহিলাম! অদ্য তোমার যাওয়া হইবে না। যে উপায় অবলম্বন করিলে শীঘ্রই কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিবে, সে বিষয়ে তোমাকে কিঞ্চিৎ সদুপদেশ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। এক্ষণে আমি সন্ধ্যাবন্দনা করিতে গমন করিতেছি। প্রত্যাগমন করিয়া সবিশেষ অবগত করাইব। কল্য প্রভাতে তুমি যাত্রা করিবে।" এই বলিয়া যোগী সন্ধ্যাবন্দনা করিবার নিমিত্ত

শিবমন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। যোগী যথাসময়ে প্রত্যাগত হইলেন। অনন্তর আহারাদি শেষ হইলে যোগী বসন্তকুমারকে একটী নিভৃত কক্ষে আহ্বান করিলেন। উভয়ে যথোপযুক্ত আসন পরিগ্রহ করিলে পর যোগী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সুতরাং অনেক রাস্তাঘাট আমার জানা আছে। তাহা শ্রবণ করিলে তোমার বিশেষ উপকার হইতে পারে। প্রথমতঃ তোমার এই বেশে গমন করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ তাহাতে নানাবিধ বিপদাশঙ্কা। সন্ন্যাসীর বেশে গমন করাই উচিত। এ সময়ে দস্যুরা অনেক স্থানে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ একাকী ভ্রমণ করিলে প্রায়ই তাহাদের হস্তে পতিত হইতে হয়। সুতরাং তাহার একটা সদুপায় স্থির করা উচিত। দস্যুমাত্রেই কালী ভক্ত। মহামায়া চামুণ্ডার উপর তাহাদের অটল বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি; সুতরাং আমার মতে তান্ত্রিক যোগীর বেশে গমন করাই উচিত। দস্যুরা তান্ত্রিক যোগী দর্শন করিলে তাহার কোন অনিষ্ট করে না, বরং তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করে; সুতরাং তোমার সেই বেশে গমন করাই কর্ত্তব্য। আমার নিকটে যোগীর পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই। দ্বিতীয়তঃ তুমি এক্ষণে কোথায় গমন করিবে? অগ্রে তোমার রাজকুমারের অনুসন্ধান করাই উচিত। তাঁহার অনুসন্ধান করিতে হইলে সেই দস্যুপুরীতে গমন করিতে হইবে। সন্ন্যাসীর বেশ দর্শন করিলে, কেহ তোমার গমনে বাধা প্রদান করিবে না। সেখানে গমন করিয়া কৌশলে আপনার অভি-

সন্ধি পূর্ণ করিবে। কিন্তু খুব সাবধান! তাহারা অতিশয় চতুর। ঘুণাক্ষরে তোমার উপর সন্দেহ হইলে তৎক্ষণাৎ তোমাকে বিনষ্ট করিবে। অত্যন্ত সতর্কতার সহিত কার্য্য করিবে। এখান হইতে বরাবর পূর্ব্বদিকে গমন করিবে। দুই দিবস অনবরত গমন করিলেই তথায় উপস্থিত হইতে পারিবে। অনন্তর সেই-খান হইতে রাজকুমারকে উদ্ধার করিয়া উভয়ে যামিনীর উদ্দেশে গমন করিবে। আমি যামিনীর পরিচয় অবগত আছি। যথাযথ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।”

কুমারিকা অন্তরীপের কিছুদূর পূর্ব্বে চিত্রসেনপুর নামে এক রাজ্য আছে। দস্যুপুরী হইতে সেই প্রদেশ প্রায় দুই শত ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। প্রতাপাদিত্য নামে এক ভূপতি তথায় রাজ্য শাসন করেন। প্রায় চতুর্দ্দশ বর্ষ অতীত হইল, আমি ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপনীত হইলাম। রাজ-সভায় উপনীত হইলে রাজা অতিশয় ভক্তি সহকারে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর রাজা প্রতাপাদিত্যের ব্যবহারে সাতিশয় প্রীত হইয়া সে দিবস রাজপুরীতে বাস করিলাম। রাজা অতিশয় যত্ন সহকারে আমার আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্বয়ং আমার নিকটে উপবেশন করিয়া অতিশয় পরিতোষ সহকারে আমাকে আহার করাইলেন। তিনিও আহারাদি শেষ করিলেন। আহারাদি শেষ হইলে পর তাঁহার সহিত কিয়ৎক্ষণ শাস্ত্রালাপ হইল। অনন্তর আমি তাঁহার সন্তানাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে পর তিনি কহিলেন, “ভগবন্! আমার সন্তানের মধ্যে একমাত্র কন্যা। কন্যাটীর নাম যামিনী।” এই বলিয়া তিনি একজন কিঙ্করকে যামিনীকে আনিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরমধ্যে প্রেরণ

করিলেন। কন্যাটী ভৃত্যের ক্রোড়ে আরোহণপূর্ব্বক আসিয়া উপস্থিত হইল। ভৃত্যের ক্রোড় হইতে অবতরণ করিয়া পিতার অনুমত্যনুসারে আমাকে প্রণাম করিল। আমি তাহাকে যথোপযুক্ত আশীর্ব্বাদ করিলাম। দেখিলাম, কন্যাটী পরমাসুন্দরী। তখনই ভাবিয়াছিলাম যে, কন্যাটী যৌবনাবস্থায় অদ্বিতী সুন্দরী হইবে। সে সময়ে তাহার বয়ঃক্রম চারি কি পাঁচ বৎসরয়। এক্ষণে সেই কন্যা পূর্ণযুবতী। বোধ হয় রাজকুমার প্রসেনজিত তাঁহারই প্রণয়ে আসক্ত হইয়া থাকিবেন। এই বলিয়া যোগী ক্ষান্ত হইলেন।

বসন্তকুমার যামিনীর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। ভাবিলেন, যদি রাজকুমারকে দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই যামিনীর সহিত তাঁহার মিলন করিয়া দিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব। অনন্তর তিনি যোগীকে কহিলেন, "দেব! যদি কল্য নিশ্চয়ই যাত্রা করিতে হয়, তাহা হইলে অদ্য রাত্রেই আমাকে এক প্রস্থ সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ প্রদান করুন। আমি অদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকি। কল্য প্রত্যূষেই গমন করিব।"

অনন্তর যোগী আপনার এক প্রস্থ পরিচ্ছদ তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং আপন মস্তক হইতে জটাগুচ্ছ কর্ত্তন করিয়া বসন্তকুমারকে একটী কৃত্রিম জটা প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

তদনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে পর বসন্তকুমার যোগীর প্রদত্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ তন্নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া দস্যুপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

শোক দুঃখে।

"—And through midnight clouds afar
Hope lights up the morning star."
J. MONTGOMERY.

পাঠক বহুদিবস আমরা হৈহয় রাজবাটীর কোন সংবাদই অবগত নহি। রাজকুমার ও বসন্তকুমারের আগমনের পর তথায় কি হইল, চলুন জানিয়া আসি। রাজকুমার ও অমাত্য-পুত্র কুরঙ্গশাবকদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। সৈন্যগণ তাহা কেহই লক্ষ্য করিল না। সকলেই স্ব স্ব শিকার অন্বেষণে ব্যস্ত। কেহ কাহারও সংবাদ রাখে না। সুতরাং তাঁহারা মৃগশাবকদিগের অনুসরণ করিলেন, তাহা কেহই জানিতে পারিল না। অনন্তর ভগবান সহস্ররশ্মি যখন খরতর বেগে আপনার প্রখর কিরণ জাল বিস্তার করিয়া বিশ্ব সংসার দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন সৈন্যগণ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেবের আতপে তাপিত হইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং প্রস্থানেচ্ছুক হইয়া রাজকুমারের অনুমতি প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু রাজকুমারকে অথবা বসন্তকুমারকে তাহাদের মধ্যে দর্শন না করিয়া চিন্তা করিল যে তাহারা বোধ হয় কোন জন্তুর অনু-সরণে দূরবনে গিয়া পতিত হইয়াছেন। সুতরাং তাহারা তথায় শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। ভগবান অংশুমালী সমস্ত দিবস অনবরত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া যেন শ্রান্তিদূর করিবার নিমিত্ত অস্তাচল গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। পশু পক্ষী প্রভৃতি বনচর জন্তু সকল সন্ধ্যা আগত প্রায় দর্শন করিয়া আহারান্বেষণে বিরত হইয়া স্ব স্ব কুলায় আগমন করিতেছে। প্রকৃতিদেবীও রাজকুমারের সৈন্যগণ কর্তৃক হত জন্তুদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, যেন মলিন বাস পরিধান করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে রজনীর প্রথম যাম অতীত হইল। এখনও রাজকুমার অথবা বসন্তকুমার প্রত্যাগমন করিলেন না দর্শন করিয়া সৈন্যগণ অতিশয় চিন্তিত হইল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহা-দের প্রত্যাগমনাশায় তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে-ছিল। কিন্তু আর তাহারা নিশ্চিন্ত থাকা উচিত বোধ করিল না। তাঁহাদের অন্বেষণের নিমিত্ত সকলেই চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। তাহারা সমস্ত রাত্রি নদ, নদী, বন, উপবন, পর্ব্বত-গুহা ইত্যাদি সকল স্থানেই তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিল। কিন্তু কোথায়ও রাজকুমার অথবা বসন্তকুমারের সন্ধান প্রাপ্ত হইল না।

অনন্তর তাহারা স্থির করিল যে তাহারা আর রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না। তাহারা কেমন করিয়া এ নিদারুণ সংবাদ মহারাজকে প্রদান করিবে? এই সংবাদ শ্রবণ করিলে রাজা ও রাজ্ঞী কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। তৎ-ক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিবেন। অতএব রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তন না করাই শ্রেয়ঃ। এই যুক্তি স্থির করিয়া তাহারা তথায় অব-স্থান করিতে লাগিল। কেহই রাজধানীতে ফিরিয়া যাইতে সাহস করিল না।

এদিকে দুই তিন দিবস হইল রাজকুমার মৃগয়ায় গমন করিয়াছেন। এখনও প্রত্যাগমন করিলেন না দর্শন করিয়া মহারাজ বিজয় সিংহ সাতিশয় চিন্তিত হইলেন। অনন্তর তিনি অমাত্য বামদেবের পরামর্শানুসারে কুমারের সংবাদ আনিবার নিমিত্ত অরণ্য মধ্যে কতিপয় সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মহারাজের প্রেরিত সৈন্যগণ কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই সেই অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা অরণ্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া দর্শন করিল যে সেই বন মধ্যে কতকগুলি শিবির সংস্থাপিত রহিয়াছে এবং তন্মধ্যে অনেক সৈন্য বাস করিতেছে। ইহা রাজকুমারের শিবির এবং এই সৈন্যগণ তাঁহার সমভিব্যাহারী সৈন্য সমূহ অনুমান করিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা নিকটে আগমন করিলে দেখিতে পাইল যে তাহাদের সকলেই বিমর্ষভাবাপন্ন। সকলেই যেন কোন মহাশোকে নিমগ্ন। তাহারা ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। এবং তাহাদের মধ্যে একজনকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ভ্রাতঃ! তোমাদিগকে এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? কুমার ও অমাত্যপুত্র ত কুশলে আছেন? তাঁহাদের ত কোন অমঙ্গল হয় নাই? তোমাদের এত বিলম্ব হইতেছে কেন? তোমাদের বিলম্ব দর্শন করিয়া সংবাদ জানিবার জন্য মহারাজ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। মহারাজ আমাদের আশা-পথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন। শীঘ্র আমাদিগকে কুমারের নিকট লইয়া চল।" তাহারা উদ্বিগ্নচিত্তে এইরূপে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল। কিন্তু একটীরও সদুত্তর প্রাপ্ত হইল না।

অবশেষে অনেক অনুরোধের পর সেই লোকটী (যাহাকে এই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল) বাষ্পাকুলিত-লোচনে

কহিল, "ভ্রাতৃবর্গ, আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কুমার ও অমাত্যপুত্র আমাদিগকে অরণ্য মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা কিছুই স্থির করিতে পারি নাই।" এই বলিয়া সেই ব্যক্তি যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণন করিল।

এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাহারা সকলেই উচ্চৈঃ-স্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। তাহাদের রোদন ধ্বনিতে সেই অরণ্যভূমি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন বন-দেবীও তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের সহিত সুর মিলাইয়া আপনার রাজ্যভুক্ত প্রকৃতিপুঞ্জের সহিত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারাজের প্রেরিত সৈন্যগণ কহিল, "ভাই সকল! আর রোদন করিয়া কি ফললাভ হইবে? চল সকলে একত্রে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া মহারাজকে এই সংবাদ প্রদান করি। তিনি যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন।"

কুমারের সমভিব্যাহারী সৈন্য সকল কহিল, "না ভাই! আমরা আর ফিরিয়া যাইব না। আমরা কি করিয়াই বা মহা-রাজের নিকট মুখ দেখাইব? তিনি রাজকুমারের রক্ষার্থ আমা-দিগকে কুমারের সহিত প্রেরণ করিলেন। আমরা আমাদের কর্ত্তব্য অতি উত্তমরূপেই পালন করিলাম। আমরা আর প্রত্যাগমন করিব না, স্থির করিয়াছি। তোমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহারাজকে সংবাদ প্রদান কর।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহারা কহিল, "না, তাহা কখনই হইতে পারে না। আমরা যদি ফিরিয়া গিয়া মহারাজকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করি, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের কথায়

বিশ্বাস করিবেন না। তোমরা যদি আমাদিগের সহিত প্রত্যা-গমন কর, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের কথায় বিশ্বাস করি-লেও করিতে পারেন।" অবশেষে তাহারা নানাপ্রকার বুঝা-ইয়া তাহাদিগকে রাজধানীতে ফিরিয়া যাইতে সম্মত করাইল। তৎক্ষণাৎ, তাহারা সকলে একত্রে মিলিত হইয়া রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাহারা রাজ-ধানীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু মহারাজকে সংবাদ প্রদান করিতে কেহই সাহসী হইল না। সকলেই পরস্পরের মুখাব-লোকন করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাদের মধ্যে একজন সাহসে বুক বাঁধিয়া মহারাজকে সংবাদ প্রদান করিতে উদ্যত হইল।

পাঠক! আর লেখনী চলে না। এই হৃদয়বিদারক সংবাদ বর্ণন করিতে আমার লেখনী অক্ষম। কেমন করিয়া পুত্রগত-প্রাণ মহারাজকে তাঁহার একমাত্র পুত্রের নিরুদ্দেশ বার্ত্তা প্রদান করিব? এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিলে, মহারাজ কথনই জীবনধারণ করিতে পারিবেন না। রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিবেন।এই স্ত্রীহত্যার ভাগী আমাকেই হইতে হইবে। কারণ আমি যদি আর না লিখি, তাহা হইলে ত আর তাঁহারা তাঁহা-দিগের একমাত্র পুত্রের নিরুদ্দেশ বার্ত্তা জানিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহাদিগকে আর প্রাণত্যাগও করিতে হয় না। তবে আমি বৃথা নিমিত্তের ভাগী হই কেন? কিন্তু আবার না লিখিলে চলে কৈ? যদি এইখানেই লেখা বন্ধ করি, তাহা হইলে ত আর গ্রন্থ সমাপ্ত হয় না এবং পাঠকদেরও মনোরঞ্জন হয় না। আমার সমস্ত পরিশ্রমই বিফল হয়। কিন্তু এক্ষণে উপায় কি? যাহা হউক আর চিন্তা করিলে কি হইবে?

যখন ইচ্ছাপূর্ব্বক এই গুরুভার স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছি, তখন ইহা বহন করিতেই হইবে। সুতরাং ভাবিয়া চিন্তিয়া অগ্রসর হওয়াই স্থির করিলাম।

অনন্তর তাহাদের মধ্যে একজন রাজসভায় গমন করিয়া মহারাজের সম্মুখে গমন পূর্ব্বক করপুটে দণ্ডায়মান রহিল। দূত কি সংবাদ প্রদান করে, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য সকলেই তাহার উপর আগ্রহাতিশয়সহকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

অনন্তর মহারাজ অতি আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বার্ত্তাবহ! সংবাদ কি শীঘ্র বল। কুমারের কুশল ত? কুমার তোমার সহিত আসিলেন না কেন?" দূত বিনীতভাবে কহিল, "মহারাজ! রাজকুমারের সমভিব্যাহারী সৈন্যগণ দ্বারে উপস্থিত। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।"

মহারাজ দূতের বিষণ্ণ বদন দর্শন করিয়া পূর্ব্ব হইতেই সন্দিহান হইয়াছিলেন, এক্ষণে দূতের এই উত্তর শ্রবণ করিয়া কুমারের অমঙ্গল হইয়াছে স্থির করিয়া সিংহাসনোপরি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সকলেই এই বিপদ দর্শন করিয়া শশব্যস্ত হইয়া পড়িল। কেহ বা মহারাজকে ব্যজন করিতে লাগিল। কেহ বা মুখে শীতল জল প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ চৈতন্য লাভ করিলেন। চৈতন্য লাভ করিয়া তিনি করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। "হা কুমার প্রসেনজিত! বৎস! এ হতভাগ্যকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে! আমি কি অপরাধ করিলাম, যে আমাকে যাইবার সময় একবার বলিয়াও গেলে না? বৎস! দাঁড়াও। তুমি বালক! বিশেষরূপে পথ অবগত নহ। একটু অপেক্ষা কর।

আমরাও তোমার সহিত গমন করিব।" মহারাজ এইরূপে করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অমাত্য বামদেব, তিনিও পুত্রের অমঙ্গলাশঙ্কায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি মহারাজের ন্যায় একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়েন নাই। তিনি করপুটে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ও জ্ঞানী। আপনার ন্যায় লোকের এরূপভাবে বিলাপ করা শোভা পায় না। আপনি রোদন করিয়া কুমারের অমঙ্গল আরও বৃদ্ধি করিতেছেন কেন? কুমারের অহিত ঘটিয়াছে আপনাকে কে বলিল? কি ঘটিয়াছে না শুনিয়া আপনিই যখন এরূপ শোকবিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তখন মহিষী ত স্ত্রীজাতি, তাঁহাকে কে সান্ত্বনা করিবে? অতএব স্ত্রীলোকের ন্যায় বৃথা ক্রন্দন পরিত্যাগ করিয়া কি ঘটিয়াছে অগ্রে তাহা শ্রবণ করুন। পরে যাহা বিহিত হয় করা যাইবেক।"

রাজা অমাত্যের বাক্যে কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া কুমারের সমভিব্যাহারী সৈন্যগণের অধ্যক্ষকে আহ্বান করিলেন। সে আগমন করিয়া যথাবিহিত অভিবাদন করিয়া করপুটে দণ্ডায়মান রহিল। মহারাজ তাহাকে কহিলেন, "সেনাপতে! কুমারের কি হইয়াছে, যথার্থরূপে বর্ণন কর।"

সেনাপতি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "রাজন্! এই রাজধানী হইতে চারি ক্রোশ দক্ষিণে এক মহারণ্য আছে। কুমার শিকার করিবার নিমিত্ত সেই বনে প্রবেশ করেন। আমরাও তাঁহার আজ্ঞানুসারে সেই অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলাম। অনন্তর সকলেই স্ব স্ব শিকার অন্বেষণে ব্যস্ত হইল। কেহ কাহারও

দিকে লক্ষ্য নাই। যখন সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, তখন প্রত্যাগমন মানসে কুমারের অনুমতি জন্য তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাঁহার কিম্বা বসন্তকুমারের কুত্রাপি সাক্ষাৎ পাইলাম না। আমরা সেই বন তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু কোথাও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলাম না। অনন্তর আমরা তথায় শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে তাঁহাদের অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। কোন জন্তুর অনুসরণে দূরদেশে গিয়া পতিত হইয়াছেন মনে করিয়া আমরা তাঁহাদের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সেই স্থানে অপেক্ষা করিতেছিলাম। অদ্য মহারাজের প্রেরিত দূতগণ সেই অরণ্য মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল এবং আমাদিগকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ জ্ঞাপন করিল। আমরা সেই আজ্ঞানুসারে এখানে ফিরিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আমাদের প্রতি মহারাজের যাহা অনুমতি হয় করুন।” এই বলিয়া সেনাপতি নিরস্ত হইল।

এমন সময়ে অন্তঃপুর মধ্য হইতে এক পরিচারিকা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বদ্ধাঞ্জলি পূর্ব্বক নিবেদন করিল “মহারাজ! রাজ্ঞী কাহার নিকট হইতে কুমারের অমঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া চৈতন্য শূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। এবং মধ্যে মধ্যে পাগলের ন্যায় প্রলাপ বাক্য কহিতেছেন। আমরা কোন প্রকারেই তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিতেছি না।”

রাজা বিজয়সিংহ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। অনন্তর বামদেবের পরামর্শে রাজকুমারের অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণের আদেশ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ করতঃ অমাত্যের সহিত অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাজ্ঞী

ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া ভূমে পতিত রহিয়াছেন। ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্য লাভ ও ক্ষণে ক্ষণে অচৈতন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন। যে সময়ে জ্ঞান সঞ্চার হয়, সেই সময়ে কুমারের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছেন। নরপতি নিজেই শোকে জর্জ্জরিত। তাহাতে আবার মহিষীর ঈদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। কোন যুক্তি স্থির করিতে না পারিয়া বামদেবকে কহিলেন, "অমাত্যবর! সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আমি এক্ষণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। আমার বুদ্ধি একবারে লোপ পাইয়াছে। কোন সদুপায় স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহাতে সকল দিক রক্ষা পায়, তাহার চেষ্টা কর।"

বামদেব কহিলেন, "মহারাজ! আপনি এত অধৈর্য্য হইলে কি হইবে? আপনি মহিষীকে সান্ত্বনা করুন। আমি কুমারের অন্বেষণের উপায় চেষ্টা দেখি। বিপদের সময় স্ত্রীলোকের ন্যায় ক্রন্দন করিলে কি হইবে? আপনি অপেক্ষাকৃত মনের কিঞ্চিৎ স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া মহিষীকে সুস্থির করুন। যাহাতে কুমারের কোন সংবাদ পাইতে পারি, আমিও তাহাব চেষ্টা দেখি।" এই বলিয়া অমাত্য মহারাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রাজবাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

তিনি রাজবাটী হইতে বহির্গত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; কি প্রকারেই বা রাজকুমারের অনুসন্ধান পাওয়া যায়? তিনি জীবিত কি মৃত, তাহারও ত কিছুই স্থিরতা নাই। যদি কোন বন্য পশু কর্ত্তৃক হত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ত তাঁহার মৃত দেহ প্রাপ্ত হওয়া যাইত। আর বসন্তকুমারই বা কোথায় গেল? দুই জনেই কি বন্যপশু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে? ইহা অসম্ভব। বোধ হয়, ইহাদের পূর্ব্ব হইতেই কোনরূপ পরামর্শ

ছিল। তাহা না হইলে উভয়েই এক সময়ে নিরুদ্দেশ হইবে কেন? অনেক শুনা গিয়াছে যে রাজকুমারেরা যৌবনাবস্থায় কোন রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার উদ্দেশে গমন করে। বোধ হয় আমাদের রাজকুমার সম্বন্ধেও সেইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে, যাহা হউক রাজকুমারের বাসগৃহ অনুসন্ধান করিলে কোনরূপ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি প্রমোদ কাননে গমনপূর্ব্বক রাজকুমারের শয়নগৃহ বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে রাজকুমারের শয্যাতলে কতকগুলি চিত্রফলক দেখিতে পাইলেন। বিশেষ আগ্রহ সহকারে আলেখ্যগুলি দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তন্মধ্যে বসন্তকুমারের হস্তলিখিত এক খানি লিপি প্রাপ্ত হইলেন। অতিশয় আগ্রহ সহকারে পত্রখানি উন্মোচন করিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। পত্রখানি এইরূপ ভাবে লিখিত ছিল।

মহারাজ!

কুমার প্রসেনজিতসিংহ এক বণিকের নিকট হইতে কতকগুলি আলেখ্য ক্রয় করেন। তন্মধ্যে "যামিনী" নাম্নী এক অসামান্যা রূপযৌবনসম্পন্না লাবণ্যবতীর প্রতিমূর্ত্তি ছিল। কুমার, সেই প্রতিকৃতিখানি দর্শন করিয়া সেই রমণীর প্রতি অতিশয় আসক্ত হইলেন। এমন কি তাহার জন্য পাগল হইবার উপক্রম হইলেন। আমি যুবরাজকে নানাপ্রকার কৌশলপূর্ণ বাক্যে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাঁহাকে কোনরকমেই নিরস্ত করিতে পারিলাম না। আশ্বস্ত হওয়া দূরে থাকুক তিনি আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যদি সপ্তাহ

মধ্যে তুমি ইহার কোন সদুপায় স্থির না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি তোমার সমক্ষে আত্মহত্যা করিব।” আমি বিষম সঙ্কটে পতিত হইলাম। সেই চিত্রফলক মধ্যে কামিনীর কোন পরিচয়াদি লিখিত ছিল না। কেবলমাত্র তাঁহার নামটী লিখিত ছিল। কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। রাজকুমারের তদানীন্তন অবস্থা দর্শন করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। ভাবিলাম রাজকুমারের মনে আর কষ্ট প্রদান করিব না। তাঁহার অভিপ্রায়মত করিব। ইহাতে অদৃষ্টে যাহা থাকে ঘটিবে। ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করিবেন, কাহার সাধ্য সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করে? নিবিড় অরণ্য মধ্যেই বাস কর, কিম্বা শতসহস্র সৈন্যপরিবেষ্টিত প্রাসাদ মধ্যেই বাস কর, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই হইবে। তবে আর আমাদের চিন্তা কেন? এই ভাবিয়া অবশেষে বাটী হইতে পলায়ন করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলাম। আপনাকে জানাইলে হয়ত আপনি যাইতে দিবেন না, এই আশঙ্কায় অজ্ঞাতে প্রস্থান করিলাম। আমরা এক্ষণে যামিনীর উদ্দেশে চলিলাম। রাজকুমারের জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই, সফলমনোরথ হইলেই আমরা যত শীঘ্র সম্ভব, রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিব। আমাদের কোন অনুসন্ধান করিবেন না, অনুসন্ধান করিলেও আমাদের দেখা পাইবেন না। আর যদ্যপি আপনার দূতগণের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলেও আমরা এক্ষণে প্রত্যাবর্ত্তন করিব না। অবশেষে হিতে বিপরীত হইবে। মহারাজ আমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ইতি

শ্রীবসন্তকুমার দেবশর্ম্মণঃ।

অমাত্য বামদেব পত্রখানি পাঠ করিয়া দ্রুতপদে পত্র হস্তে

রাজান্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাজ্ঞি! ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহে ধূলায় ধূসরিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন এবং মহারাজ আত্মবিস্মৃতের ন্যায় তাঁহার পার্শ্বে নিস্তব্ধভাবে উপবিষ্ট আছেন। অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। তাঁহাদিগের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া অমাত্যও অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে বহুকষ্টে আত্মসংযতপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! কুমারের প্রকৃত সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।" তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা ও মহিষী ব্যস্তসমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঔৎসুক্য-ভাবে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। হর্ষবিষাদে তাঁহাদের বাক্য স্ফূরণ হইল না। অনন্তর অমাত্য হস্তস্থিত পত্রখানি পাঠ করিলেন।

অবশেষে তিনি রাজা ও রাজ্ঞীকে নানাবিধ সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ প্রদান করিয়া যামিনীর অন্বেষণার্থে চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণের আদেশ প্রদান করিলেন।

আসুন পাঠক, এক্ষণে আমরা রাজবাটী হইতে বিদায় গ্রহণ করি। অনেক দিবস হইল আমরা রাজকুমারের কোন সংবাদ অবগত নহি। অষ্টম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে রহমন ও তিনি দস্যুপুরী হইতে পলায়ন করিলেন। পথিমধ্যে রাজকুমার রহ-মনকে সমস্ত পরিচয় প্রদান করিলেন। তাহা ইতিপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে চলুন পথিমধ্যে আর কি ঘটনা ঘটিল জানিয়া আসি।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রহমনের আত্ম পরিচয়।

"He saw whatever thou hast seen,
Encountered all that troubles thee :"
Montgomery.

রাজকুমার স্বীয় পরিচয় প্রদান করিতে করিতে বসন্তকুমারের নাম স্মরণ হইবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ আক্ষেপোক্তিতে বালকের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন। রহমন তাঁহাকে শোকে অধৈর্য্য দর্শন করিয়া কহিলেন, "রাজকুমার! বন্ধু বিচ্ছেদে লোকে কাতর হয় বটে, কিন্তু আপনার এতাদৃশ শোক বিহ্বল হওয়া কি উচিত? এক্ষণে আমরা যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছি, তাহাতে এ সময়ে শোক প্রকাশ করিলে কোন ফল ফলিবে না। বরং তাহাতে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব কুমার ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া কোন প্রকারে চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করুন। ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে সকলই করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার উপর বিশ্বাস সংস্থাপন করিয়া কার্য্য করুন, সকল দিক মঙ্গল হইবে। সেই জগবন্ধুর নাম স্মরণপূর্ব্বক হৃদয়ে বল সঞ্চার করুন। ঈশ্বর অবশ্যই কৃপা করিবেন। আর এক্ষণে সহায় বিহীন হইয়াছেন বিবেচনা করিয়া ভগ্নোৎসাহ হইবেন না। যদিও বসন্তকুমার আপাততঃ আপনার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতদিন না আপনার মনোরথ পূর্ণ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আমি আপনার দাসের ন্যায় সেবা শুশ্রূষা

ও আজ্ঞা পালন করিব। এমন কি যদি তজ্জন্য আমাকে জীবন পর্য্যন্তও উৎসর্গ করিতে হয়, তাহাতেও আমি কুণ্ঠিত নহি। পরম পিতা পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক আপনার নিকট এই শপথ করিলাম। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে ঈশ্বর অবশ্যই দণ্ড দিবেন।"

রাজকুমার রহমনের প্রবোধ ও সাহস পূর্ণ বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন এবং পরম কারুণিক মঙ্গলময় জগদীশ্বরের নাম স্মরণপূর্ব্বক হৃদয়ে অপেক্ষাকৃত বল সঞ্চয় করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে একটী কৌতূহল উদ্দীপিত হইল। তিনি ভাবিলেন যে রহমনের যেরূপ উন্নত মন, তাহাতে উহাকে দস্যু বলিয়া ত বিবেচনা হয় না! সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলিয়াই ধারণা হয়। তবে সে এতদিন পর্য্যন্ত দস্যুদের সহিত বাস করিতেছিল কেন? ইহার ভিতরে অবশ্যই কোন গূঢ় রহস্য আছে। রহমনকে জিজ্ঞাসা করিলেই সমস্ত জানিতে পারা যাইবে। এই স্থির করিয়া তিনি রহমনকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি আমার যে পর্য্যন্ত উপকার করিয়াছ তাহা ভাষাদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। তুমি আমার জীবনদাতা। তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া বসন্তকুমারের শোক কতকটা লাঘব হইয়াছে। নচেৎ আমি তাঁহার বিচ্ছেদে কথনই জীবন ধারণ করিতে পারিতাম না। তুমিই আমার ভগ্নোৎসাহ অন্তঃকরণকে সাহসপূর্ণ বাক্যে উৎসাহিত করিলে। আমি যেন পুনরায় নবজীবন প্রাপ্ত হইলাম। যতদিন পর্য্যন্ত দেহে প্রাণ থাকিবে, যতদিন পর্য্যন্ত আমার ধমনীতে শোণিত স্রোত প্রবাহিত হইবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত আমার কর্ত্তব্য জ্ঞান লোপ না পাইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তোমাকে জীবনদাতা বলিয়া স্মরণ করিব। ততদিন তোমাকে হৃদয় সিংহাসনে উপবেশন

করাইয়া কৃতজ্ঞতা অশ্রুতে অভিষেক করতঃ প্রীতি ও ভক্তি পুষ্প দ্বারা তোমার পূজা করিব। জগতে তুমি মনুষ্যরূপী দেবতা। যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিয়া একজন অজ্ঞাত-কুলশীল অপরিচিতের প্রাণ রক্ষার্থ যত্নবান হয়, সে দেবতা নহেত কি? জগতে এরূপ কয়জন মহোদয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়? হায় রে! যদি জগতের সমস্ত লোক এইরূপ পর দুঃখে কাতর হইত, তাহা হইলে এই সংসার কি সুখের হইত? যাহা হউক ভাই, তুমি আমাকে চিরকালের নিমিত্ত ঋণপাশে বদ্ধ করিলে? এ ঋণের কোন কালে মোচন নাই। কিন্তু ভাই! আমার মন একটী বিষয় জানিবার অতিশয় কৌতূহলী হইয়াছে। তুমি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করিলে আমার সে কৌতূহল পূর্ণ হয়।" এই বলিয়া রাজকুমার নিরস্ত হইলেন।

রহমন কহিলেন, "কুমার! আপনি আমার নিকট কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? আমিত আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মই পালন করি-য়াছি। তজ্জন্য আমার প্রশংসা করিবেন না। তাহাতে আমার অতিশয় লজ্জা বোধ হয়। সে যাহা হউক, আপনি আমাকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন? তাহা স্বচ্ছন্দে আদেশ করুন। দাস সাধ্যমত প্রতিপালনে যত্নবান হইবে।"

রাজকুমার কহিলেন, "ভ্রাতঃ! আমি তোমাকে বন্ধুর ন্যায় বিবেচনা করি। কিন্তু তুমি আমার সহিত সসম্ভ্রমে কথা-বার্ত্তা কহ, ইহাতে আমার অতিশয় লজ্জা বোধ হয়। তোমাকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছি, যে অদ্য হইতে তুমি আমাকে মিত্রের ন্যায় বিবেচনা করিবে এবং সেইরূপ ভাবে সম্ভাষণও করিবে। ভাই! তোমাকে দেখিলে দস্যু বলিয়াত বিবেচনা হয় না। তোমাকে কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলিয়াই ধারণা হয়। দস্যুর

হৃদয় কখনও এরূপ উন্নত হয় না। তবে তুমি কি জন্য এত-কাল দস্যুদিগের সহিত একত্র বাস করিতেছিলে? ইহা শুনিবার জন্য আমার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল ও ব্যগ্র হইয়াছে। যাহা হউক্ ভাই! তোমার সমস্ত পরিচয় অবগত করাইয়া আমার চঞ্চল চিত্তকে সুস্থির কর।"

রাজকুমারের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র রহমনের চক্ষু হইতে দরদরিতধারে অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি অশ্রুসম্বরণ পূর্ব্বক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বাষ্পগদ্গদ-কণ্ঠে কহিলেন, "কুমার! এ হতভাগ্যের পরিচয় শ্রবণ করিয়া আপনার কি হইবে? তাহা শ্রবণ করিলে কেবল আপনার কোমল অন্তঃকরণে ব্যথা লাগিবে। যাহা হউক, যখন তাহা শ্রবণ করিবার জন্য আপনার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, তখন তাহা আমাকে অবশ্যই বলিতে হইবে। আমার পরিচয় বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।"

এই বলিয়া তিনি কথারম্ভ করিলেন।—

দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত মহীসুর নামে এক প্রদেশ আছে। সাহারণপুর নামক এক নগর সেই রাজ্যের রাজধানী। নরসিংহ নামে এক ভূপতি তথায় রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহার মন্ত্রীর নাম পশুপতি। এই হতভাগ্য সেই মন্ত্রীর একমাত্র পুত্র। জননী অভাগাকে প্রসব করিয়াই সূতিকাগৃহে মানবলীলা সম্বরণ করেন। একদা মহারাজ তীর্থ যাত্রা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। আমার পিতাও রাজার সমভিব্যাহারী হইবার ইচ্ছা করিলেন। অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর একজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক সকলেরই গমন করা হইবে ইহা স্থির হইল। অনন্তর রাজা, রাজ্ঞী, তাঁহাদের

একমাত্র শিশু কন্যা, পিতামহাশয়, আমি এবং আবশ্যকীয় কতিপয় ভৃত্য আমরা এই কয়েকজন শুভদিনে নৌকাতে আরোহণ করিলাম। তখন আমার বয়ঃক্রম প্রায় দশবৎসর। প্রায় একমাস কাল নিরাপদে আমরা নানাতীর্থ পর্য্যটন করিলাম। অবশেষে আমরা সেতুবন্ধ রামেশ্বরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। চার পাঁচ দিবস নির্ব্বিঘ্নে গমন করিলাম। পঞ্চম দিবসে ভগবান সবিতা অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। নীলাম্বরে অস্তগমনোন্মুখ লোহিত রবিকিরণ পতিত হইয়া নীলবসনে হৈম কারুকার্য্যের শোভাকে প্রভাহীন করিতেছে। বসন্তকালের সুনির্ম্মল সান্ধ্য গগনে অনন্ত দিগন্ত ব্যাপিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। ঈষৎ বসন্ত বাতাসে তীরস্থ বৃক্ষ বল্লরী দুলিয়া দুলিয়া বসন্ত বাহার বিজয়নিশানা উড়াইতেছে। এমন সময়ে কয়েকখানি দস্যু নৌকা অকস্মাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করিল। মহারাজ এই বিপদ দর্শন করিয়া কয়েকজন ভৃত্যকে আজ্ঞা করিলেন, "তোমরা রাজ্ঞীর সহিত অদূরবর্ত্তী কোন লোকালয়ে আশ্রয় গ্রহণ কর।" তাহারা মহারাজের আদেশানুসারে রাজ্ঞী ও তাঁহার শিশু কন্যাটীকে একখানি স্বতন্ত্র যানে আরোহণ করাইয়া লোকালয়াভিমুখে প্রস্থান করিল। যদিও নৌকাতে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্রাদি ছিল বটে, তাহা হইলেও প্রায় পঞ্চাশষাটি জন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বলবান দস্যুর সহিত দশ অথবা দ্বাদশ জন লোক কি কখনও যুদ্ধে বিজয় লাভ করিতে পারে? ইহা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। তত্রাচ আমরা কিয়ৎক্ষণ আত্মরক্ষা করিলাম। সেই অবসরে নাবিকেরা রাজ্ঞীকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে আমাদের দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইয়া পড়িল। আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হই নাই। সুতরাং

দস্যুরা রাজমহিষীর অনুসরণ করিতে পারিল না। তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া গেলেন। অনন্তর বিজয়লক্ষ্মী দস্যুদের অঙ্কশায়িনী হই-বার উপক্রম করিতে লাগিলেন। মহারাজ ও পিতা মহাশয় পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দর্শন করিয়া ঈশ্বরের নামোচ্চারণপূর্ব্বক সমুদ্র বক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন। আমিও তাঁহাদিগের অনু-সরণ করিতেছিলাম। কিন্তু দুরাত্মারা আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে বন্ধন করিয়া ফেলিল। বন্ধন করিবামাত্র শোকে ও ক্ষোভে আমি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম। যখন চৈতন্য হইল দেখিলাম একটী ক্ষুদ্র অন্ধকার গৃহে হস্ত পদ বদ্ধাবস্থায় পতিত রহিয়াছি। রাত্রি প্রায় দুইপ্রহর। গৃহমধ্যে একটী সামান্য আলোক জ্বলিতেছে। গৃহটীর চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলাম। দেখিলাম গৃহমধ্যে একটীও বাতায়ন নাই। কেবল বায়ু প্রবেশ করিবার নিমিত্ত দেওয়ালে দুই চারিটী ছিদ্র আছে। গৃহটী দেখিয়া কারাগৃহ বলিয়াই স্থির করিলাম। তখন একে একে সমস্ত কথা স্মৃতিপটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বুঝিতে পারিলাম, আমি এক্ষণে দস্যুদের হস্তে বন্দী। পিতামহাশয়ের কিম্বা মহারাজের কি হইল, কিছুই জানিতে পারিলাম না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিলাম। অধিকক্ষণ রোদন করাতে শোকের অনেকটা হ্রাস হইল। তদনন্তর অপেক্ষাকৃত শান্তি লাভ করিয়া মঙ্গল কাম-নায় ঈশ্বরের উপাসনা করিতে লাগিলাম। এইরূপে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল! প্রভাত হইবামাত্র কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল। দেখিলাম, চারিজন সশস্ত্র পুরুষ আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। মনে করিলাম, নিশ্চয়ই ইহারা আমার প্রাণদণ্ড করিতে আসিতেছে। আমি এইরূপ চিন্তা করিতেছি,

এমন সময়ে তাহারা আমার নিকটে আসিয়া কহিল, "বালক গাত্রোত্থান কর।"

আমি দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি করিতে হইবে?" তাহাদের মধ্যে একজন কহিল, "আমাদের দলপতি তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তোমাকে তাঁহার নিকট গমন করিতে হইবে। দেখ তুমি বালক। তোমাকে দর্শন করিয়া মনে দয়ার উদ্রেক হইতেছে। তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত কহিতেছি, যদি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষা কর, তাহা হইলে তাঁহার সহিত অতিশয় বিনীতভাবে ব্যবহার করিবে। তাহা হইলে সকল দিকেই মঙ্গল হইবে। নতুবা সমূহ বিপদ জানিবে। আমি কহিলাম, "যে বিপদে পতিত হইয়াছি, ইহাপেক্ষা আর কি অধিকতর বিপদ হইতে পারে?"

সে কহিল, "ইহাপেক্ষা ভয়ানক বিপদ হইতে পারে কি না সে বিষয়ে আমার বাদানুবাদ করিবার আবশ্যক নাই। তোমার ভালর নিমিত্তেই কহিলাম। মনঃপূত না হয়, যাহা ভাল বিবেচনা কর, করিবে। তুমি বালক। তোমার হিতাহিত জ্ঞান নাই। সেই জন্যই তোমাকে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিয়া দিলাম। প্রাপ্ত-বয়স্ক হইলে তোমাকে কোন কথাই বলিতাম না। এক্ষণে চল। সাবধান! প্রাণান্তে পলায়নের চেষ্টা করিও না। তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইবে।"

এই বলিয়া তাহারা অগ্রসর হইল। আমি তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। একবার ভাবিলাম, ইহারা ত আমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছে। আমার উপর ইহাদের লক্ষ্য নাই। এই সুযোগে পলায়ন করি। তৎক্ষণাৎ উপরোক্ত দস্যুর উপদেশ মনে উদয় হইল। আবার

ভাবিলাম, না তাহা করা হইবে না। আমার হস্তপদ লৌহ-শৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। অতএব ভালরূপ দৌড়াইতে পারিব না। সুতরাং অধিকদূর পলায়ন করিতে না করিতেই ধৃত হইতে হইবে। পুনরায় তাহাদের হস্তে পতিত হইতে হইবে। এবার ধরিতে পারিলে প্রাণে বিনষ্ট না করুক, বিশেষরূপ যন্ত্রণা প্রদান করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব অকারণ ইহাদের ক্রোধ উত্তেজনা করা কর্ত্তব্য নয়। উহাদের দলপতির নিকট গমন করাই উচিত। তৎপরে ঈশ্বর অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই হইবে। কিন্তু যে লোকটী ধীরভাবে আমাকে সদুপদেশ প্রদান করিল, ঐ লোকটী কে? যখন দস্যুদের সহিত একত্রে বাস করিতেছে, তখন দস্যুই হইবে। কিন্তু দস্যুর হৃদয়ে কি কখনও দয়ার সঞ্চার হয়? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহাদিগের দলপতির নিকট উপস্থিত হইলাম। আপনি দস্যুপতি এবং তাহাদের সভাগৃহও দর্শন করিয়াছেন। সুতরাং তাহা বর্ণন করিবার আবশ্যক নাই। তদনন্তর দস্যুসভায় উপস্থিত হইলে পর আমার সমভিব্যাহারী দস্যুচতুষ্টয় আমাকে তাহাদের অধিপতির সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। সকলেরই দৃষ্টি আমার উপর। দেখিয়া বোধ হইল আমাকে দর্শন করিয়া সকলেরই অন্তঃকরণে যেন করুণাসঞ্চার হইয়াছে। অনন্তর দস্যুপতি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "বালক! তোমার নাম কি? তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমাকে অভয় প্রদান করিতেছি। নির্ভয়চিত্তে তোমার আত্ম পরিচয় প্রদান কর।"

আমি পরিচয় প্রদান করিব কি না, ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, আমি এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে নিঃসহায়, বিশেষতঃ

আমি বালক। কোন প্রকারেই ইহাদের হস্ত হইতে পলায়ন করিতে পারিব না। সুতরাং অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়া ইহাদিগকে অসন্তুষ্ট করা উচিত নয়। আমাকে বালক দর্শন করিয়া ইহারা আমার সহিত সদ্ব্যবহার করিলেও করিতে পারে। কিন্তু ইহাদিগকে কোন প্রকারেই পরিচয় প্রদান করা হইবে না। কি জানি ইহারা দুষ্ট লোক, দুষ্ট লোককে কখন আপনার যথার্থ পরিচয় প্রদান করিতে নাই। কারণ এক্ষণে যদি ইহাদের নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান করি এবং যদি কখন সুবিধা ক্রমে ইহাদের নিকট হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে ইহারা আমার পরিচয়ানুসারে আমাকে স্বদেশ হইতে পুনরায় ধরিয়া আনিবে। সুতরাং কোন ক্রমেই আপনার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করা হইবে না। আর মিথ্যা কথাও বলিতে পারিব না। অতএব ইহাদিগকে কৌশলপূর্ণ বাক্যে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করি। এইরূপ স্থির করিয়া বিনীতভাবে কহিলাম, "দস্যুপতে! কোন বিশেষ কারণ বশতঃ আমি আমার আত্মপরিচয় প্রদানে অক্ষম। আর এ হতভাগ্যের পরিচয় শ্রবণ করিয়াই আপনার কি লাভ হইবে? কেবল এ অকিঞ্চনকে কষ্ট প্রদান করা মাত্র। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, যে আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং কোন সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আশা করি, সমস্ত পরিচয় প্রদান করিতে পারিলাম নাই বলিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।" দস্যুপতি আমার বিনয় বচনে সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, "বালক! তোমার পরিচয় জানিতে পারিলে বুঝিতে পারিতাম যে তোমার পিতামাতা উপযুক্ত মূল্য প্রদান করিয়া তোমাকে আমাদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে কি না? আমাদের নিয়মানুসারে যে ব্যক্তি অর্থ

দিয়া আপনাকে মোচন করিতে না পারে, তাহাকে আমরা বন্দী করিয়া রাখি। তাহার পরিচয় অবগত হইয়া তাহার পিতামাতা কিম্বা অভিভাবকবর্গের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে মুক্তি প্রদান করি। তাহার আত্মীয় স্বজনেরা যদ্যপি অর্থ দিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে চিরকাল বন্দীভাবে কালযাপন করিতে হয়। সুতরাং এইজন্য তোমার পরিচয় আবশ্যক।

আমি বিনীতভাবে কহিলাম, "দস্যুদলাধিপতে! আমি শৈশব হইতেই মাতৃহীন। আত্মীয়স্বজন অথবা অভিভাবকের মধ্যে এক পিতা। অর্থ দিয়া মুক্ত করিতে আমার পিতার সামর্থ্য আছে বটে। কিন্তু আমার পিতা কোথায় তাহা অবগত নহি। গত কল্য তিনি আপনাদের নিকট পরাজিত হইয়া সমুদ্র বক্ষে লম্ফ প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি জীবিত আছেন কি না সন্দেহ।" এই কথা বলিতে বলিতে আমার নয়ন অশ্রুবারিতে পূর্ণ হইয়া গেল। আমি বাষ্পাকুলিত-লোচনে কহিলাম, "দস্যুপতে! আমাকে অর্থ প্রদান পূর্ব্বক মোচন করে, এমন কেহ আমার আর আত্মীয় স্বজন নাই। অতএব অকারণ আমার পরিচয় শ্রবণ করিয়া কোন ফল হইবে না।"

আমার বিনয় ও শোকপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া দস্যুপতির পাষাণ হৃদয়ও বিচলিত হইল। অবশেষে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমার বন্ধন মোচন করিয়া দিল। তদনন্তর আমাকে কহিল, "বালক! যদি তোমার কোন আত্মীয় পরিজন তোমাকে মোচন করিতে না পারে, তাহা হইলে আমি সদয় হইয়া তোমার প্রতি এই আজ্ঞা করিতেছি, যে অদ্য হইতে

তুমি আমাদের সহিত একত্রে বাস করিবে। তোমার উপর কোন অত্যাচার করা হইবে না। অথবা তোমার জাতীয়ত্বের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা যাইবে না। তুমি নির্ব্বিঘ্নে আমাদের সহিত এখানে বাস কর।" এই বলিয়া তিনি আপন অন্তঃপুরমধ্যে আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

আমি কোন উপায়ান্তর দর্শন না করিয়া তাহাতেই স্বীকৃত হইলাম এবং তদবধি তাহাদের সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলাম।

দস্যুরা স্বভাবতঃ অতি নির্ব্বোধ ও তোষামোদপ্রিয়। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে আমি তাহাদিগকে সদ্যুক্তি প্রদান করিতাম। ঈশ্বরেচ্ছায় তাহারা আমার পরামর্শানুসারে প্রায় সকল কার্য্যেই কৃতকার্য্য হইত। সুতরাং তাহাদের মধ্যে শীঘ্রই আমার অতিশয় প্রতিপত্তি জন্মিল। আমাকে সকলেই একজন সুদক্ষ ও বুদ্ধিমান বলিয়া বিবেচনা করিত। আমার পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্যই হইত না। তাহা আপনি প্রত্যক্ষই দর্শন করিয়াছেন। তাহাদের সহিত অবস্থান করিতে করিতে ব্যায়াম ও যুদ্ধবিদ্যায় অতিশয় পারদর্শী হইলাম। আমি স্বয়ং কখন দস্যুবৃত্তি করিতে গমন করিতাম না। সদাসর্ব্বদা দস্যুপতির সহিত অবস্থান করিতাম ও তাহাকে পরামর্শ প্রদান করিতাম। কালে আমি তাহাদের মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলাম। যদি কোন নিঃসহায় লোককে তাহারা বন্দী করিয়া আনিত, তাহা হইলে প্রাণপণ চেষ্টায় তাহাকে উদ্ধার করিতে যত্নবান হইতাম। এই-রূপে কোনপ্রকারে কালযাপন করিতেছিলাম। স্থির করিয়াছিলাম, কোন প্রকার সুবিধা পাইলেই পলায়ন করিব। কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন সুবিধা ঘটে নাই। তদনন্তর ঈশ্বর আমার প্রতি

প্রসন্ন হইয়া আপনাকে তথায় বন্দী করিয়া প্রেরণ করিলেন। তৎপরে সমস্তই আপনি অবগত আছেন।" এই বলিয়া রহমন নিস্তব্ধ হইলেন।

রাজকুমার তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি বলিয়াছ যে দস্যুদিগের নিকট তুমি তোমার নাম প্রকাশ কর নাই। তবে কেমন করিয়া তোমার রহমন্ নাম হইল।"

রহমন কহিলেন, "আমি তাহাদিগের নিকট আমার নাম প্রকাশ না করায়, দস্যুপতি আপন ইচ্ছানুসারে আমার রহমন নাম রাখিয়াছিলেন এবং অদ্যাবধি সেই নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছিলাম। আমার প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ।"

পাঠক মহাশয়, এখন হইতে আমরা রহমনকে নরেন্দ্রনাথ বলিয়া উল্লেখ করিব।

রাজকুমার ও নরেন্দ্রনাথ উভয়ে উভয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মিত্রোদ্দেশে অভিনব বিপদ।

"O let my weakness have an end
Give unto me, made lowly wise
The spirit of self-sacrifice."

WORDSWORTH.

আমরা দশম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, যে বসন্তকুমার যোগীর প্রদত্ত সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে

বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক তন্নির্দ্দিষ্ট পথাবলম্বন করিয়া দস্যু-পুরাভি-মুখে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর অনবরত দুই দিবস গমন করিয়া যে গ্রামে দস্যুদিগের বাস, সেই গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রামটীতে অনেক লোকের বাস। তাহারা সকলেই দস্যু নহে। দস্যুপতি স্বয়ং দুই চারিখানি গ্রাম স্থাপন করিয়া-ছিল। তাঁহাতে অনেক শান্ত প্রকৃতি ও নিরীহ প্রজা বাস করিত। দস্যুপতি প্রকৃত রাজার ন্যায় দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনপূর্ব্বক কয়েকখানি গ্রাম শাসন করিত। তাহার প্রজা-বর্গের উপর কোনরূপ অত্যাচার হইত না। কেহ কোনরূপ অত্যাচার করিলে তাহাকে কঠোর দণ্ড প্রদান করা হইত। প্রজাবর্গের মধ্যে ইতরজাতীয় লোকই অধিকাংশ। ভদ্রবংশীয় লোক অতি সামান্যই ছিল। যে সমস্ত সম্ভ্রান্তবংশীয় লোককে তাহারা বন্দী করিয়া আনিত, তাহাদের মধ্যে যাহারা অর্থ প্রদানপূর্ব্বক আপনাকে মোচন করিতে না পারিত, তাহারাই নিরুপায় বশতঃ তথায় বাস করিতে বাধ্য হইত। অর্থলালসায় যতদূর না হউক, প্রজাবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে তাহারা অধিকাংশ লোককে বন্দী করিয়া আনিত। অনন্তর তাহাদিগের পরিচয় অবগত হইয়া তাহাদের সামর্থ্যাতিরিক্ত অর্থ দাওয়া করিত। সুতরাং তাহারা প্রদান করিতে না পারিলেই কিছুকালের নিমিত্ত বন্দী করিয়া রাখিত। তদনন্তর তাহারা বশীভূত হইলে তাহাদিগকে আপনার অধিকার মধ্যে বাস করিবার আজ্ঞা প্রদান করিত। তাহারাও উপায়ান্তর দর্শন না করিয়া অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃত হইত। যদিও দস্যুপতি আপনার প্রজাবর্গের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিত না বটে, কিন্তু তাহার চতু-স্পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহের উপর ঘোরতর উৎপীড়ন করিত। তৎ-

কালীন নরপতিবর্গেরাও তাহার উপর কোন লক্ষ্য করিতেন না। তাহাদের দৌর্দ্দণ্ড প্রতাপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমন কি সে সময়ে পথিকেরত কথাই নাই, পঞ্চবিংশতি জন অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত বলবান লোকও একত্রে গমন করিয়া নির্ভয়ে পথ চলিতে পারিত না।

বসন্তকুমার গ্রামে প্রবেশ করিবামাত্রই কতকগুলি লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা সকলেই দস্যু। তাহারা বসন্তকুমারকে দর্শন করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল। অনন্তর তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাদের মধ্যে একজন কহিল, "তুমি কে?"

বসন্তকুমার কহিলেন, "কেন বাপু! দেখিতে পাইতেছ না কি, আমি কে? আমি সন্ন্যাসী!"

দস্যু। "সন্ন্যাসী তাহা পরিচ্ছদ দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি। সন্ন্যাসীর কি পরিচয় নাই?"

বসন্তকুমার। "সন্ন্যাসীর আবার পরিচয় কি? যে যে নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ডাকিয়া সন্তুষ্ট হয়, তাহাই আমার নাম। শৈশবকালে পিতা মাতা একটী নাম রক্ষা করেন বটে, কিন্তু সেই নামটী শ্রবণ করিয়া তোমাদের কি লাভ হইবে? বিশেষতঃ আমি আমার নাম কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। আমার নিবাস? যেখানে যেদিন অবস্থান করি, সেই স্থানই আমার সেই দিনের নিবাস। এক্ষণে তোমাদের গ্রামেই আমার নিবাস। আর আমার পরিচয় কি?"

দস্যু। "তুমি কতদিন গৃহত্যাগ করিয়াছ."

বসন্তকুমার বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন ইহারা দুষ্ট

লোক বটে? ইহাদের সহিত প্রতারণা করিলে কি পাপ হইবে না? অবশ্যই হইবে। কিন্তু প্রতারণা না করিলেও রাজকুমারকে উদ্ধার করিতে পারা যাইবে না। রাজকুমারকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিতেই হইবে। ইহাতে যদি অনন্তকাল নিরয়ে বাস করিতে হয়, তাহাও স্বীকার। এই-রূপ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তাহা আমার ঠিক স্মরণ নাই। আর আমাদের নিয়মানুসারে তাহা প্রকাশ করা নিষেধ।"

দস্যু। "আচ্ছা ঠাকুর! পথে তোমার সহিত কোন লোকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল?"

বসন্তকুমার ভাবিলেন, ইহার ভিতর কোন গূঢ় রহস্য আছে। সুতরাং সহসা কোন কথার উত্তর প্রদান করা হইবে না। এই স্থির করিয়া কহিলেন, "কোন্ তারিখে? কয়জন লোক? এবং তাহাদের কিরূপ আকৃতি, তাহা না জানিলে কেমন করিয়া বলিব? পথে প্রত্যহ কত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়।"

দস্যু। "গত তিন দিবস হইতে অদ্য পর্য্যন্ত যে কোন দিবসে। দুইজন লোক।" এই বলিয়া সে রাজকুমার ও রহমনের আকৃতি বর্ণন করিল।

বসন্তকুমার বুঝিতে পারিলেন, যে রাজকুমার ইহাদের হস্ত হইতে পলায়ন করিয়াছেন। এ পর্য্যন্তও ধৃত হন নাই। বোধ হয়, তিন দিবস হইল তিনি পলায়ন করিয়াছেন। সেই জন্য দস্যুরা আমাকে তিন দিবসের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু তাঁহার সঙ্গিটী কে, তাহাত বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয়, কোন বন্দী হইবেক। উভয়েই এক সঙ্গে পলায়ন করিয়াছেন। যাহা হউক, অদ্যাবধি যখন ইহারা তাঁহাদের কোন সংবাদই প্রাপ্ত হয় নাই, তখন আর তাঁহাদের কোন ভয় নাই। কিন্তু

তাঁহারা কোন দিকে গমন করিলেন, তাহা ত জানিতে পারিলাম নাই। পশ্চিমে সমুদ্র এবং উত্তরদিগাভিমুখে আমাদের রাজধানী। সুতরাং এই দুই দিকে তাঁহারা কখনই গমন করেন নাই। আমাদের সিংহল যাইবার উদ্দেশ্য ছিল। সিংহল এই স্থান হইতে দক্ষিণ দিকে। অতএব নিশ্চয়ই তাঁহারা দক্ষিণদিগাভিমুখে গমন করিয়াছেন। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি কহিলেন, "হাঁ গত পরশ্ব রাত্রে আমি দুইজন লোককে দেখিয়াছিলাম। তাহারা কেবল উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতেছে। এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম নাই। তোমাদের বর্ণিত লোক দুইটীর মধ্যে প্রথমোক্তটীকে তাহাদের মধ্যে দর্শন করিয়াছিলাম। অপরটীকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে আবৃত ছিল।"

সেই দস্যু পূর্ব্বাপেক্ষা ব্যগ্রভাবে কহিল, "সে এখান হইতে কোন্ দিকে ? এবং কতদূর হইবে ?"

বসন্তকুমার। এই গ্রামের উত্তর দিকে। আমি যেস্থানে তাহাদিগকে দেখিয়াছিলাম, সেস্থান প্রায় এখান হইতে ত্রিশ বত্রিশ ক্রোশ হইবে। আচ্ছা তোমরা তাহাদিগকে জানিলে কি প্রকারে ?

দস্যু। "একজন আমাদের বন্দী ও আর একজন আমাদের দলভুক্ত লোক।"

বসন্তকুমার। "আচ্ছা, সেই লোকটী তোমাদের নিকট কতদিন হইল বন্দী হইয়াছে ?"

দস্যু। "সে কথায় তোমার আবশ্যক কি ?"

বসন্ত। আমি তোমাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলাম। আর তুমি আমার এই সামান্য প্রশ্নটীর উত্তর প্রদান করিতে বিরক্ত হইলে ?

দস্যু। "পাঁচ দিবস হইল আমরা তাহাকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিলাম। যাহা হউক তোমাকে আমাদের সহিত গমন করিতে হইবে?"

বসন্ত। "কোথায় যাইব?"

দস্যু। "আমাদের মহারাজের নিকট?"

বসন্ত। "তোমাদের মহারাজের নিকট আমার আবশ্যক?"

দস্যু। "তোমার আবশ্যক নাই, আমাদের আবশ্যক আছে।"

বসন্ত। "যদি না স্বীকৃত হই।"

দস্যু। "স্বইচ্ছায় গমন না কর, বন্দী করিয়া লইয়া যাইব। যোগীর উপর অত্যাচার করিবার আমাদের মহারাজের নিষেধ আছে। সেই জন্যই তোমার সহিত এখনও সদ্ব্যবহার করিতেছি।"

বসন্ত। "আমার অপরাধ? আমার ঈশ্বর চিন্তায় ব্যাঘাত প্রদান করিয়া তোমাদের কি লাভ হইবে বাপু?"

দস্যু। "ঠাকুর! তোমার ঈশ্বর চিন্তায় কে ব্যাঘাত দিতেছে? আমাদের কথায় মহারাজ বিশ্বাস করিবেন না। তুমি বলিলে বিশ্বাস করিতে পারেন। রাজসভায় গমনপূর্ব্বক ঝুটো কথা বলিয়া আসিয়া যত ইচ্ছা ঈশ্বর চিন্তা কর না কেন? তখন কেহই তোমাকে নিষেধ করিবে না।"

বসন্ত। "তোমাদের মহারাজ আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন কেন?"

দস্যু। "আমাদের মহারাজের যোগী অথবা সন্ন্যাসীর প্রতি অটল বিশ্বাস।"

বসন্ত। "যদি নিতান্তই গমন করিতে হয়, তাহা হইলে

আর বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে হইবে না। চল্, ইচ্ছাপূর্ব্বক গমন করিতেছি।”

অনন্তর দস্যুরা বসন্তকুমারকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাহাদের রাজার নিকটে গমন করিতে লাগিল। পাছে পলায়ন করে, এই সন্দেহে তাঁহাকে মধ্যস্থলে করিয়া লইয়া চলিল।

বসন্তকুমার ভাবিতে লাগিলেন, রাজকুমারত ঈশ্বরেচ্ছায় ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। এক্ষণে আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ইহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম। দেখা যাউক, ঈশ্বর অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন। ঘুণাক্ষরে সন্দেহ হইলেই তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ড করিবে। যাহা হউক, অত্যন্ত সতর্কের সহিত কার্য্য করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা দস্যুসভায় উপস্থিত হইলেন। সকলেই সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল।

বসন্তকুমার দস্যুদলাধিপতির নিকটবর্ত্তী হইয়া, “মহারাজের জয় হউক” বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

দস্যুপতি যদিও দুষ্টলোক বটে, কিন্তু ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী প্রভৃতি সংসার বিরাগী পুরুষদিগকে অতিশয় ভক্তি করিত। বিশেষতঃ বসন্তকুমারকে সন্ন্যাসীর বেশে অতিশয় মনোহর দেখাইয়াছিল। দেখিলে স্বভাবতঃই ভক্তিভাবের আবির্ভাব হয়। বসন্তকুমারকে দর্শন করিয়া সকলেরই মনে ভক্তিরসের সঞ্চার হইল। দস্যুপতি শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া বসন্তকুমারকে উপবেশন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং আসন প্রদান করিল। বসন্তকুমার সেই আসনে উপবেশন না করিয়া যোগী প্রদত্ত মৃগচর্ম্ম বিছাইয়া তদুপরি উপবেশন করিলেন।

অনন্তর বসন্তকুমার উপবেশন করিলে পর, দস্যুপতিও

আপনার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিল এবং সবিনয়ে কহিল, "যোগীবর! আপনার কোথা হইতে আগমন হইতেছে? কোন স্থানেই বা গমন করিবেন? এবং এই স্থানেই বা কি অভি-প্রায়ে আগমন হইয়াছে?"

বসন্তকুমার কহিলেন, "রাজন্! আমি বিন্ধ্যাচল হইতে আগমন করিতেছি। আমার গমনের কোন স্থিরতা নাই। ঈশ্বরের আরাধনা করি এবং দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়া কালাতিবাহিত করি। ইচ্ছা আছে, একবার সেতুবন্ধ রামেশ্বর গমন করিব। সেই অভিপ্রায়েই আগমন করিতেছিলাম। অদ্য এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইবামাত্র আপ-নার কয়েকজন অনুচরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা আমাকে এইখানে ধরিয়া আনিল।" এই বলিয়া বসন্তকুমার সেই দস্যুদিগকে দেখাইয়া দিলেন।

এই কথা শুনিবামাত্র দস্যুপতি ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় হইয়া উঠিলেন এবং যাহারা বসন্তকুমারকে ধরিয়া আনিয়া-ছিল, তাহাদিগের প্রতি রোষকষায়িতলোচনে কহিল, "দুরা-ত্মারা তোরা কি অবগত নহিস্ যে আমি ব্রহ্মচারী যোগীদিগকে অতিশয় ভক্তি করিয়া থাকি। আমি আজ্ঞা প্রদান করিয়াছি যে কখনও যেন কোন সন্ন্যাসীর উপর অত্যাচার না হয়। তোরা কোন্ সাহসে আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিলি?"

তাহারা করপুটে কহিল, "মহারাজ! আমাদের কোন অপরাধ নাই। বোধ হয় আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, অদ্য তিন দিবস হইল, আমাদের একজন বন্দী ও রহমন পলায়ন করিয়াছে। এই যোগীর মুখে শুনিলাম যে উঁহার সহিত তাহা-দের পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আপনি আমাদের বাক্যে

[১১]

বিশ্বাস না করেন, এই সন্দেহে উঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়।”

দস্যুপতি ইহা শ্রবণ করিয়া অপেক্ষাকৃত নম্রস্বরে বসন্তকুমারকে কহিল,' “ভগবন্! উহারা কু-অভিপ্রায়ে আপনাকে এইস্থানে লইয়া আসে নাই। তজ্জন্য উহাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। অদ্য তিন দিবস হইল, আমার একজন বন্দী ও একজন কর্ম্মচারী পলায়ন করিয়াছে। তজ্জন্য অতিশয় চিন্তিত আছি। আমার অনুচরেরা যাহা কহিল, তাহা কি সত্য?”

বসন্তকুমার কহিলেন, “মহারাজ! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমি বিন্ধ্যাচল হইতে আগমন করিতেছি। গত পরশ্ব রাত্রে দেখিলাম, দুইজন লোক উর্দ্ধশ্বাসে কেবল উত্তরাভিমুখে গমন করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজনের দেহ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত। সুতরাং তাহাকে ভালরূপ দেখিতে পাইলাম না। অপর জনের গাত্রে কোনরূপ আচ্ছাদন নাই। কেবল পরিধানে একখানি বস্ত্র। সুতরাং তাহাকে বেশ উত্তমরূপে দেখিতে পাইলাম। সেই স্থান প্রায় এখান হইতে ত্রিশ বত্রিশ ক্রোশ অন্তরে।” এই বলিয়া তিনি রাজকুমারের আকৃতি বর্ণন করিলেন।

সকলেরই দৃঢ়রূপে বিশ্বাস জন্মিল যে ইহারা রাজকুমার ও রহমন। তাহাদের চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। তাহাদিগকে দেখিয়া বিবেচনা হইল যে যদি তাহারা একবার তাঁহাদের দর্শন পায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে।

দস্যুপতি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সেই দিকে বিংশতিজন অস্ত্রশস্ত্রে-সুসজ্জিত অশ্বারোহীকে প্রেরণ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তাহার আজ্ঞামাত্র বিংশতি

জন অশ্বারোহী অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বেগগামী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইল।

অনন্তর দস্যুরাজ বসন্তকুমারকে কহিল, "মহাত্মন্! সন্ন্যাসী অনেক প্রকার আছেন। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি নানাপ্রকার সম্প্রদায় আছে। আপনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত?"

বসন্তকুমার কহিলেন, "মহারাজ! আমি শক্তি উপাসক।" তাহা শ্রবণ করিয়া বসন্তকুমারের প্রতি দস্যুপতির ভক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

দস্যুপতি পুনরায় বসন্তকুমারকে কহিল, "প্রভো! যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক এখানে পদার্পণ হইয়াছে, তাহা হইলে কৃপাপূর্ব্বক অদ্য এইখানে অবস্থান করিয়া কল্য যথাস্থানে গমন করিবেন।"

বসন্তকুমার ভাবিলেন, ইহাদিগকে অসন্তুষ্ট করা হইবে না। এই স্থির করিয়া কহিলেন, "আপনি যদি ইহাতে বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন, তাহা হইলে তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

দস্যুপতি। "আপনার নিকট আমার আর একটি নিবেদন আছে।"

বসন্ত। "স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করুন। সাধ্যমত রক্ষা করিতে যত্নবান হইব।"

দস্যুপতি। "আমাদের এই স্থানে মহামায়া চামুণ্ডাদেবীর এক প্রতিমূর্ত্তি আছে। গত শনিবার দিবস তাঁহার পূজা হইবার কথা ছিল এবং পলাতক বন্দীকে তাঁহার নিকট বলিদান প্রদান করা হইবে ইহাই স্থির ছিল। কিন্তু সে পলায়ন করায় সে দিবস পূজায় ব্যাঘাত পড়িল। অদ্যাবধি তাঁহার পূজা হয়

নাই। কারণ বলির নিমিত্ত কোন বন্দীও আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। আপনি দেবীর ভক্ত, সুতরাং দেবী আপনার উপর সুপ্রসন্না। যাহাতে তিনি উপরোক্ত ঘটনার নিমিত্ত আমার উপর অসন্তুষ্ট না হন, তজ্জন্য আপনাকে অদ্য মহামায়ার পূজা করিতে হইবে।"

বসন্তকুমার এই কথা শুনিবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। তিনি কহিলেন, "তাহার জন্য এত অনুনয় বিনয় কেন। আমি ইহাতে আহ্লাদসহকারে স্বীকৃত হইলাম। কিন্তু আমার এক নিয়ম আছে। পূজার সময় মন্দির মধ্যে কেহ থাকিতে পারিবে না।"

দস্যুপতি। "আপনার যেরূপ আজ্ঞা, তাহা অবশ্যই পালন হইবে।"

তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল, "অদ্য রাত্রে মহামায়া চামুণ্ডা দেবীর পূজা হইবে। একজন ব্রহ্মচারী পূজা করিবেন।" নগরমধ্যে মহা ধূমধাম পড়িয়া গেল। এইরূপে দিনমান অতীত হইল। রাত্রি উপস্থিত। সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, বসন্তকুমার মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বার বদ্ধ করিয়া দিলেন। পূজা করিবেন কি? সমস্ত আয়োজন পড়িয়া রহিল। তিনি একমনে দেবীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর ধ্যান সমাপনান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে অশ্রুপূর্ণ লোচনে দেবীর নিকট রাজকুমারের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। রজনী প্রভাত হইবামাত্র তিনি মন্দিরের দ্বার মোচন করিলেন। দেখিলেন মন্দিরের প্রাঙ্গন লোকে পরিপূর্ণ। দস্যুপতি স্বয়ং দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র সকলেই তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত

করিল। তিনি, "দেবী তোমাদের মঙ্গল করুন" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি কি বলেন তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সকলেই সোৎসুক। বসন্তকুমার ভাবিলেন যে, মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেই ইহারা আমার সমস্ত চাতুরী বুঝিতে পারিবে। যাহা হউক ইহাদিগকে কৌশলে নিরস্ত করিতে হইবে। এই স্থির করিয়া তিনি দস্যুপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! দেবী আমার পূজায় সন্তুষ্টা হইয়াছেন। তিনি আপনার উপর অসন্তুষ্টা নহেন। আমি পূজা সমাপন করিয়া তাঁহার নিকট আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, এমন সময়ে কে যেন আমার কর্ণে বলিল, "সে দিন যে আমার পূজার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল, তাহা আমার ইচ্ছানুসারেই হইয়াছিল। তজ্জন্য আমি অসন্তুষ্টা নহি। যে বন্দী পলায়ন করিয়াছে, সে একজন সামান্য লোক নহে। সে এক রাজকুমার ও আমার প্রিয়ভক্ত। সুতরাং তাহার উপর যেন কোনরূপ অত্যাচার না হয়। রহমন আমার ভক্তকে রক্ষা করিয়াছে বলিয়া তাহার উপরও আমি সুপ্রসন্না। উহাদের উভয়ের প্রতি যেন কোনরূপ অনিষ্ট আচরণ করা না হয়। আমি দস্যুপতির উপর অসন্তুষ্টা নহি। অদ্য হইতে একপক্ষ কাল কেহ এই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবে না। এমন কি ইহার নিকট দিয়াও গমন করিবে না। আমি যাহা আদেশ করিলাম, ইহার অন্যথা হইলে এই দস্যুপুরী সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইবে।" এই কথা শুনিবামাত্র সকলে চমকিয়া উঠিল। মন্দিরের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলাম, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তখন ইহা দেবীর প্রত্যাদেশ বলিয়া বুঝিতে পারিলাম।

দস্যুপতি ও উপস্থিত লোক সকল দেবীর আদেশ শ্রবণ

পূর্ব্বক ভীত ও স্তম্ভিত হইল। তৎক্ষণাৎ দেবীর গৃহে তালাবন্ধ করা হইল। এবং এই কথা রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিবার অনুমতি প্রদত্ত হইল।

অনন্তর বসন্তকুমার দস্যুরাজের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। দস্যুপতি আর একদিন অবস্থান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিল। বসন্তকুমার কোনরূপে সম্মত হইলেন না। দস্যুপতি অগত্যা বিদায় প্রদান করিতে বাধ্য হইল।

তদনন্তর বসন্তকুমার ঈশ্বরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক চিত্রসেন-পুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

প্রান্তর মধ্যে।

"—She spoke with such a tone,
That I almost received her heart into my own."
W. WORDSWORTH.

রাজকুমার ও নরেন্দ্রনাথ অবিশ্রান্তভাবে গমন করিতেছেন। এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও বিশ্রাম নাই। উদ্দেশ্য নাই, লক্ষ্য নাই, কেবল অনবরত গমন করিতেছেন। আহারের মধ্যে বনজাত ফল ও স্রোতস্বতীর সুবিমল স্নিগ্ধবারি নরেন্দ্রনাথ সংগ্রহ করিয়া আনেন এবং তাহাই উভয়ে আহার করিয়া কোন প্রকারে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করেন। এইরূপে অনবরত গমন করিয়া পঞ্চদিবস পরে তাঁহারা এক নগর মধ্যে উপস্থিত হইলেন। এ

পর্য্যন্ত, পাছে পুনরায় ধৃত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা অতিশয় চিন্তিত ছিলেন। নগরে প্রবেশ করিয়া সে চিন্তার অনেকটা হ্রাস হইল। একটী চিন্তা মন হইতে অপসারিত হইবামাত্র আর একটী চিন্তা আসিয়া তাঁহাদিগের হৃদয় অধিকার করিল। চিন্তার কার্য্যপ্রণালীই এইরূপ। একটীর কার্য্য শেষ হইবামাত্র আর একটী আসিয়া উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান চিন্তার প্রথম চর্চ্চা কোন্‌দিকে গমন করিব? অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পর নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "রাজকুমার! আপনি যে উদ্দেশ্যে বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছেন, যাহাতে তাহা পূর্ণ হয়, তাহাই এক্ষণে চেষ্টা করা উচিত। যামিনীর পরিচয় কিছুই আমরা জ্ঞাত নহি। তাঁহার পরিচয় বিদিত হওয়াই আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সুতরাং সেই সিংহলনিবাসী চিত্রকরের নিকট গমন ভিন্ন অন্য কোন সদুপায় নাই। সিংহল এ স্থান হইতে দক্ষিণদিকে অবস্থিত। এক্ষণে আমাদের সেই দিকেই গমন করা উচিত। কিন্তু আর এরূপ বেশে গমন করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তাহাতে পদে পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এ সময়ে দস্যুভীতি সর্ব্বস্থানেই অতিশয় প্রবল। যদিও আমাদের নিকট অর্থাদি নাই বটে, তত্রাচ সম্পূর্ণরূপে বিপদাশঙ্কা। সন্ন্যাসীর বেশে গমন করাই আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক। আপনার ইহাতে মত কি?"

রাজকুমার কহিলেন, "ভ্রাতঃ নরেন্দ্রনাথ! তুমি অতি সদুপায় উদ্ভাবন করিয়াছ। কিন্তু আমরা এক্ষণে নিঃসহায় ও সম্বলবিহীন। সুতরাং সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ আমরা এক্ষণে কোথায় পাইব?"

নরেন্দ্র। "তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই। কোন বসনবিক্রে-

তাকে আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া. তদ্বিনিময়ে দুইপ্রস্থ যোগীর উপযুক্ত সজ্জাদি গ্রহণ করিলেই হইবেক।”

অবশেষে তাহাই স্থির হইল। তদনন্তর নরেন্দ্রনাথ নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক বিপণিতে উপস্থিত হইলেন এবং বিক্রেতার নিকট আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বিক্রেতা সাহ্লাদে সম্মত হইল। তদনন্তর তিনি রাজকুমারের বহুমূল্য পরিচ্ছদগুলি প্রদান পূর্ব্বক তাহার পরিবর্ত্তে দুইপ্রস্থ সন্ন্যাসীর উপযুক্ত বেশভূষাদি গ্রহণ করিয়া রাজকুমারের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরস্পর পরস্পরকে নূতন সাজে সাজাইতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গে বিভূতিলেপন। পরিধানে ও উত্তরীয় রক্ত-বস্ত্র। কণ্ঠে ও বাহুতে রুদ্রাক্ষ মালা। শিরোদেশে কৃত্রিম জটা-ভার লম্বমান। এই অপূর্ব্ব নূতন সজ্জায় তাঁহাদের লাবণ্য ছটা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর তাঁহারা ঈশ্বরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক সিংহলাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। একপক্ষ কাল তাঁহারা নিরুদ্বেগে গমন করিলেন। একদা ভগবান সহস্ররশ্মি অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। এমন সময়ে সহসা গগনমণ্ডল নিবিড় জলদজালে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সহসা প্রবলবেগে বায়ু বহিতে লাগিল। ঝর ঝর শব্দে মূষলধারে বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। মেঘমালার ভীষণ কড় কড় নির্ঘোষে দিঙ্মণ্ডল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। নীরদরাজির গম্ভীর নিনাদে সৌদামিনী উন্মত্তা হইয়া উলঙ্গিনী বেশে ও আলুলায়িতকেশে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার লাবণ্যের ছটায় ত্রিভুবন চমকিত হইতে লাগিল। ঘন ঘন অশনিধ্বনি হইতে লাগিল। দূর পর্ব্বতমালায় সেই গম্ভীর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া চপলার নৃত্যের বাহবা

দিতে লাগিল। এই ভীষণ সময়ে রাজকুমার ও নরেন্দ্রনাথ এক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রান্তরের মধ্যস্থলে আসিয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং আর প্রত্যাগমন করিতে পারেন না। কি করেন? মহাবিপদ? কোথায়ও আশ্রয় আছে কি না জানিবার নিমত্তি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন প্রান্তর উত্তীর্ণ হইয়াই এক মন্দির। মন্দির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবেন, এই আশায় তাঁহারা প্রাণ-পণে ছুটিতে লাগিলেন। এমন সময়ে স্ত্রীলোকের অস্ফুট আর্ত্তস্বর তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। শ্রবণ করিবা-মাত্র দণ্ডায়মান হইয়া একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা আবার চলিতে লাগিলেন। পুনরায় সেই ক্রন্দনধ্বনি পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট ভাবে তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। এরূপ ভয়ঙ্কর সময়ে এই জনশূন্য প্রান্তরমধ্যে রমণী কণ্ঠের রোদনধ্বনি! তাঁহাদের চিত্ত সন্দিগ্ধ ও বিচলিত হইল। ভাবিলেন কোন স্ত্রীলোক নিশ্চয়ই কোন বিপদে পতিত হইয়াছে। এইরূপ স্থির করিয়া ব্যাপার বিদিত হইবার নিমিত্ত সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা তদভিমুখে প্রাণপণ চেষ্টায় দৌড়াইতে লাগিলেন। গগনমণ্ডল নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন। রজনী উপস্থিত। প্রকৃতিদেবী তিমিরবাস পরিধান করিয়া অবগুণ্ঠনবতী হইয়া মেঘচপলার ক্রীড়া দর্শন করিতেছেন। অন্ধ-কারে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। তত্রাচ তাঁহারা দৌড়াইতে লাগিলেন। প্রতিক্ষণে পদ স্খলিত হইতে লাগিল। ভ্রূক্ষেপ নাই। কেবল দৌড়াইতেছেন। শব্দ অনুমানে বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহারা ঘটনা স্থলের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। কেবল দুইজন কামিনীর

রোদনধ্বনি স্পষ্টরূপে শ্রুতিগোচর হইতেছে। এমন সময়ে সৌদামিনী হাসিয়া উঠিল। বিদ্যুৎ আলোকে তাঁহারা উত্তমরূপে দেখিতে পাইলেন। যে ভয়ানক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহাতে তাঁহাদের হৃদয় রোমাঞ্চিত ও শিহরিয়া উঠিল। কি দেখিলেন? অবলার প্রতি ভীষণ অত্যাচার। দেখিলেন, চারিজন ভীমদর্শন বলবান্ মনুষ্য রোরুদ্যমানা দুইটী সুন্দরী যুবতীকে বলপূর্ব্বক বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। যুবতীদ্বয় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল ইহারা দস্যু। রমণীদ্বয় কোন সম্রান্ত বংশীয়া মহিলা হইবেন। ইহাদের অনভিমতে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। ক্ষণস্থায়ী চপলালোকে তাঁহারা কামিনীদ্বয়কে ভালরূপ দর্শন করিতে পাইলেন না। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত। দুরাত্মাদের সহিত বল প্রকাশে বস্ত্র সকল জায়গায় জায়গায় স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে। তাহাতেই কোন কোন স্থান দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। রাজকুমার তাঁহাদের মধ্যে একজনকে দর্শন করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই বিপদ বুঝিতে পারিয়া চিত্ত সংযত করিলেন। এই অত্যাচার দর্শন করিয়া তাঁহারা ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের আর সহ্য হইল না। হস্তে প্রহরণমাত্র নাই। শত্রুদিগের হস্তে চারিখানি সুদীর্ঘ ও সুদৃঢ় যষ্টি রহিয়াছে। তাঁহারা যে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন, দস্যুরা তাহা জানিতে পারে নাই। তাঁহারা পশ্চাদ্দিক হইতে ক্ষুধার্ত্ত সিংহের ন্যায় লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক তাহাদের দুইজনের উপর পতিত হইলেন। পতিত হইয়াই তাহাদের হস্ত হইতে যষ্টি দুইখানি কাড়িয়া লইলেন এবং তাহাদের মস্তক লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহারা জ্ঞানশূন্য

হইয়া ভূমে পতিত হইল। তাহাদের স্কন্ধস্থিতা রমণীও পতিত হইলেন। কিন্তু :সৌভাগ্যবশতঃ কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন না। কারণ দস্যুদের উপর তিনি পতিত হইয়াছিলেন। দুরাত্মাদের সঙ্গীদ্বয় অকস্মাৎ এই বিপদ দর্শন করিয়া চমকিত হইয়া উঠিল ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। তাহাদের হস্তের লাঠি হস্তেই রহিল। প্রথমোক্ত দস্যু দুইজন চৈতন্যরহিত হইয়া ভূমে পতিত হইবামাত্র নরেন্দ্রনাথ ও রাজকুমার দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত অবশিষ্ট দুইজন দস্যুকে আক্রমণ করিলেন। তাহারা প্রথমে ভীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু শীঘ্রই তাহাদের ভয়বেগ দূরীভূত হইল। তাহারা বিক্রম প্রকাশে বিমুখ হইল না। তাহাদের স্কন্ধস্থিত যুবতীকে পরিত্যাগ করিয়া অতুল সাহসের সহিত তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। রমণীদ্বয় সুবিধা বুঝিয়া সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া নরেন্দ্রনাথ ও রাজকুমারের পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল দস্যুদলে ছিলেন। ছেদন ভেদন ও পাতন কার্য্যে তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। সুতরাং শীঘ্রই দুরাত্মারা পরাজিত হইয়া পলায়নের উদ্যোগ করিল। নরেন্দ্রনাথ ও রাজকুমার তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক তাহাদের উপর পতিত হইলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদিগকে তাহাদের বস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করিয়া ফেলিলেন। ইত্যবসরে মূর্চ্ছিত দস্যুদ্বয়ের চৈতন্য সঞ্চার হইতেছিল। সংজ্ঞা লাভ করিয়া পাছে দুরাত্মারা পুনর্ব্বার আক্রমণ করে এই সন্দেহে তাহাদিগকেও বন্ধন করিলেন। অনন্তর যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া তাঁহারা রমণীদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সুন্দরীগণ ! আপনারা যাহাই হউন, আমাদের

দ্বারা আপনাদের কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। আপনারা স্ত্রীলোক। এই দুর্য্যোগের সময় এরূপ অবস্থায় আপনারা কোথায় গমন করিবেন? এক্ষণে চলুন ঐ অদূরস্থিত মন্দির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করি। তৎপরে রজনী প্রভাত হইলে অথবা প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত স্থির ভাব ধারণ করিলে আমরা আপনাদিগকে আপনাদের আলয়ে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিব। তজ্জন্য আপনাদের কোন চিন্তা নাই। ইহাতে আপনাদের কি কোন অসম্মতি আছে?" যুবতীগণ লজ্জাবশতঃ কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। নরেন্দ্রনাথ পুনরায় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কামিনীগণ ভাবিলেন যখন ইঁহারা পুনঃ পুনঃ এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন তখন ইহার উত্তর প্রদান না করিলে অতিশয় অভদ্রতা প্রকাশ করা হয়। বিশেষতঃ অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হয়। এই স্থির করিয়া তাঁহাদের মধ্যে একজন বীণানিন্দিত সুমধুরস্বরে কহিলেন, "মহাশয়গণ আপনারা আমাদের জীবনদাতা। এমন কি স্ত্রীলোকের অমূল্য ধন সতীত্ব তাহা আপনারা রক্ষা করিয়াছেন। আমরা এত অকৃতজ্ঞ নহি যে আপনাদের আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া অনন্তকাল নরকে বাস করিব।"

নরেন্দ্রনাথ রমণীর মোহন কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়া গেলেন। তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। ইচ্ছা আর একবার সেই সুমধুর কণ্ঠের বাক্যসুধা পান করেন। কিন্তু লজ্জা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না।

অনন্তর তিনি দস্যুগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পাপাত্মাগণ! যদি আপনাদের হিতকামনা থাকে, তাহা হইলে

এক্ষণে আমাদের সঙ্গে আগমন কর। তোদের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ছাড়িয়া দিব। অভয় প্রদান করিতেছি। কোন শঙ্কা নাই। কিন্তু যদি পলায়নের চেষ্টা করিস্, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইবি। তাহারা কাতরপূর্ণস্বরে কহিল, "না মহাশয়! আমরা পলায়নের চেষ্টা কিম্বা কোন প্রকার অবাধ্যতা প্রকাশ করিব না। যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই করিব। আমাদের জীবন দান করুন।"

অনন্তর তাঁহারা সকলে সেই মন্দিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। দস্যুগণ অগ্রে অগ্রে রাজকুমার ও নরেন্দ্রনাথ মধ্যে এবং রমণীদ্বয় সর্ব্ব পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অভাবনীয় সম্মিলন।

"He could scarcely for joy believe his eyes—

LAMB.

কিছুক্ষণ পরেই রাজকুমার ও তাঁহার সঙ্গীসকল সেই মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবার অভিপ্রায়ে দ্বারে আঘাত করিলেন। বুঝিতে পারিলেন দ্বার ভিতর হইতে বদ্ধ। নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "ভিতর হইতে কে দ্বার বদ্ধ করিয়াছ মোচন কর।"

মন্দিরের ভিতর হইতে উত্তর হইল "আমি বিপদগ্রস্ত পথিক।

তোমাদের পরিচয় অবগত হইতে না পারিলে দ্বার উন্মুক্ত করিব না।”

রাজকুমার সেই কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিবামাত্র আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া কহিলেন, “বসন্তকুমার! এক্ষণে পরিচয় প্রদান করিবার সময় নহে। অগ্রে দ্বার মোচন কর। তৎপরে প্রাণরক্ষা হইলে সমস্ত পরিচয়ই প্রদান করিব।”

এই কথা শ্রবণ করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরস্থিত লোকটী দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় আগমন করিয়া কুমারের কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিলেন এবং উভয়েই অবিরল আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

রাজকুমার অপেক্ষাকৃত ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, “ভ্রাতঃ! ইহ জীবনে যে আর তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে, তাহার আর আশা ছিল না। ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া সেই দুরাশা পূর্ণ করিলেন। এক্ষণে বোধ হইতেছে সকল দিকেই মঙ্গল হইবে। অদ্য অতিশয় বিপদে পতিত হইয়াছিলাম।” এই বলিয়া তিনি সংক্ষেপে উপস্থিত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

বসন্তকুমার নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া দিয়া কহিলেন “ইঁহারই নাম বোধ হয় রহমন্ হইবে।”

রাজকুমার বিস্মিত হইয়া কহিলেন “হাঁ, তুমি ইহা জানিলে কি প্রকারে?”

বসন্ত। “সে অনেক কথা। এক্ষণে বিশ্রাম করুন, পরে সমস্তই জানিতে পারিবেন” এই বলিয়া তিনি যুবতীদ্বয়কে কহিলেন, “সুন্দরীগণ! আপনারা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন কেন? আপনারা এই মন্দির মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করুন। আমরাও দ্বারদেশে উপবেশনপূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করি। রজনী

প্রভাত হইলে আপনাদিগকে আপনাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া যাইবে।”

বসন্তকুমারের এই কথা শ্রবণ করিয়া যুবতীদ্বয় মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন মন্দিরের ভিতর একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। মন্দিরের মধ্যস্থলে আদ্যাশক্তির দৈত্য-সংহার-কারিণী শ্যামামূর্ত্তি বিরাজমানা। দেখিলে সহসা মনে যুগপৎ ভয় ও ভক্তি রসের আবির্ভাব হয়। তাঁহারা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। রাজকুমার, বসন্তকুমার, নরেন্দ্রনাথ ও দস্যু চতুষ্টয় মন্দিরের দ্বারদেশে উপবেশনপূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন।

সকলের শ্রান্তি দূর হইলে রাজকুমার মন্দিরের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, “রাজকুমার! আপনার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াবধি যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, পরে তাহা শ্রবণ করা যাইবেক। সম্প্রতি এই রমণীদিগকে তাঁহাদের বাটীতে পৌঁছাইয়া দিবার উপায় কি? তাঁহাদের পরিচয় অবগত হইতে না পারিলে কিরূপে আমরা কৃতকার্য্য হইব? সুতরাং অগ্রে তাঁহাদের পরিচয় বিদিত হওয়া কর্ত্তব্য।” এই বলিয়া তিনি রমণীদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “সুন্দরীগণ! যদি বলিতে কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে আপনাদের পরিচয় প্রদান করিয়া ও কি প্রকারে এই বিপদে পতিত হইলেন তাহা বর্ণন করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবারণ করুন।”

যুবতীদ্বয়ের মধ্যে অন্যতমা, যিনি পূর্ব্বে নরেন্দ্রনাথের কথার উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি কহিলেন, “মহাশয়গণ! আপনারা অদ্য আমাদের যে উপকার করিয়াছেন আমরা তাহা ইহ জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিব না। পরিচয়ত সামান্য

কথা ; তাহার জন্য এত অনুনয় বিনয় কেন ? ইহা শ্রবণ করিবার জন্য আপনাদের যদি নিতান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে তাহা হইলে শ্রবণ করুন।

আপনারা অদ্য যে রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন ইহার নাম চিত্রসেনপুরী ; মহারাজ প্রতাপাদিত্য এইস্থানে রাজ্য শাসন করেন। তাহার অমাত্যের নাম শিবরাম। আমার পার্শ্বস্থিতা কামিনীই মহারাজ প্রতাপাদিত্যের একমাত্র কন্যা যামিনী। আর এই হতভাগিনী মন্ত্রীর একমাত্র কন্যা। আমার নাম সুহাসিনী। শৈশবাবস্থা হইতে একত্রে ক্রীড়া, একত্র বিদ্যা শিক্ষা ও সদা সর্ব্বদা একত্রে কালযাপন করিয়া পরস্পরের সহিত পরস্পরের অতিশয় সৌহৃদ্য জন্মিয়াছে। এমন কি কেহ কাহারও এক মুহূর্ত্তের অদর্শন সহ্য করিতে পারে না। কালে রাজকুমারী কৈশোর হইতে যৌবনে পদার্পণ করিলেম। তাঁহার বিবাহের নিমিত্ত চতুর্দ্দিক হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। রাজকুমারী প্রতিজ্ঞা করিলেন যে মনোমত পতি না পাইলে তিনি বিবাহ করিবেন না। কত দেশ হইতে কত রাজকুমারের প্রতিমূর্ত্তি আসিতে লাগিল। কিন্তু কেহই আর রাজকুমারীর মনোমত হইলেন না। যত সম্বন্ধই আসে সমস্তই ভাঙ্গিয়া যায়। এইরূপে কালাতিবাহিত হইতে লাগিল। কন্যা দিন দিন বয়স্কা হইয়া উঠিতে লাগিলেন দর্শন করিয়া রাজা ও রাজ্ঞী বিবাহের নিমিত্ত অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কত প্রকার বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু রাজকুমারী কোন মতেই সম্মত হইলেন না। তিনি আপন পণ বজায় রাখিবার নিমিত্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। অবশেষে মহারাজ কন্যার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া স্থির করিলেন কন্যার সম্মতি থাকুক বা নাই থাকুক তিনি তাঁহার

মনোমত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। অবশেষে সিংহলাধিপতি মহারাজ বীরসেনের পুত্র কুমার নরসেনের সহিত সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইল। অদ্য বিবাহের দিন ধার্য্য ছিল। বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ হইতে লাগিল। রাজ্য মধ্যে মহা মহোৎসব উপস্থিত হইল। কিন্তু যাঁহার বিবাহ, তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবল রোদন করিতেছেন। মহারাজ তনয়ার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি নিশ্চয়ই বিবাহ দিবেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। আমি রাজকুমারীকে নানাপ্রকার বুঝাইতে লাগিলাম। কিন্তু তিনি কোন কথাই শুনিলেন না। পিতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তিনিও স্থির-সঙ্কল্পা হইলেন, "কখনই সিংহল-রাজপুত্রকে বিবাহ করিব না। যদি পিতা বলপূর্ব্বক বিবাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিব।" তিনি জীবন পরিত্যাগে কৃত-সঙ্কল্পা হইয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। ইচ্ছা অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন। অবশেষে আমি কোন উপায়ান্তর দর্শন না করিয়া কহিলাম, "রাজকুমারি! যদি জীবন বিসর্জ্জনই করিতে হয় তাহা হইলে তাহার জন্য এত অস্থিরা কেন? সেত যখন ইচ্ছা করিবেন তখনই করিতে পারিবেন। বিবাহের এখনও একপক্ষ কাল বিলম্ব আছে। এই এক পক্ষের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটিতে পারে? অতএব বিবাহের দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন। ঈশ্বর সুপ্রসন্ন না হন, যাহা মনে আছে করিবেন। রাজকুমারী আমার যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া কোন প্রকারে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে অষ্টাহ অতীত হইল। নবমদিনে হৈহয়েশ্বর মহারাজ বিজয় সিংহের নিকট হইতে এক দূত আসিয়া উপস্থিত হইল। দূত

আমাদের মহারাজকে একখানি পত্র প্রদান করিল। পত্রখানি এইরূপ ভাবে লিখিত ছিল।

শ্রীল শ্রীযুক্ত চিত্রসেনপুরাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্য
রায় সমীপেষু।

নিবেদনম্!

আমার একমাত্র পুত্র কুমার প্রসেনজিৎ সিংহ এক বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর নিকট কতকগুলি চিত্রফলক ক্রয় করেন। তন্মধ্যে আপনার কন্যা যামিনীর প্রতিমূর্ত্তি ছিল। কুমার সেই প্রতি-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় আসক্ত হন। এমন কি, একমাস অতীত হইল, তিনি তাঁহার জন্য বাটী হইতে গোপনভাবে পলায়ন করিয়াছেন। অমাত্য পুত্র বসন্তকুমার তাঁহার সহিত গমন করিয়াছেন। আপনার নিকট প্রার্থনা যে যতদিন পর্য্যন্ত না তাঁহারা আপনার রাজধানীতে উপস্থিত হন ততদিন পর্য্যন্ত আপনার কন্যার পরিণয় কার্য্য স্থগিত রাখি-বেন। কোনও মতে কাহারও সহিত বিবাহ দিবেন না। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে যামিনীর সহিত রাজকুমারের ও অন্য কোন এক পরমাসুন্দরী রমণীর সহিত বসন্তকুমারের পরিণয় কার্য্য সমাধা করিবেন। তদনন্তর আমার নিকট এক দূত প্রেরণ করিবেন। পাছে আপনারা প্রতারিত হন, সেই আশঙ্কায় রাজকুমার ও বসন্তকুমারের দুই থানি প্রতিকৃতি দূত হস্তে আপনার নিকট প্রেরিত হইল। আশা করি আমার প্রার্থনানুযায়ী কার্য্য করিয়া আমাকে চিরবাধিত করিবেন।

হৈহয় রাজসভা।
১২৫৭ সক।
২৭ শে চৈত্র।

হৈহয়েশ্বর।
বিজয়সিংহ।

এই পত্র পাঠ করিয়া মহারাজ অতিশয় চিন্তিত হইলেন। কি করিবেন কিছুই সদুপায় স্থির করিতে পারিলেন না। এদিকে বিবাহের সমস্ত আয়োজনই প্রস্তুত। অন্য দিকে মহারাজ বিজয়সিংহের পত্র। যদিও আমাদের মহারাজ স্বাধীন বটেন, তত্রাচ মহারাজ বিজয় সিংহের নামে ভারতবর্ষ কম্পিত। ভারতবর্ষে এমন কোন রাজাই নাই, যিনি মহারাজ বিজয় সিংহের রোষানল প্রজ্জ্বলিত করিতে ভীত না হন। সুতরাং রাজা প্রতাপাদিত্য মহারাজ বিজয় সিংহের ক্রোধ উত্তেজিত করিতে সাহসী হইলেন না। তৎক্ষণাৎ সিংহল রাজের নিকট এক দূত প্রেরিত হইল। দূত গিয়া বলিল "আমাদের রাজকুমারী এ বিবাহে সম্মত নহেন। এবং আমাদের মহারাজও তাঁহার একমাত্র কন্যার অনভিমতে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক নহেন। সুতরাং বিবাহ এক্ষণে স্থগিত রহিল।" কল্য দূত সিংহল হইতে প্রত্যাগত হইয়াছে। এতন্নিমিত্ত সিংহলরাজ কোন ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই অথবা দূতের সহিত কোন অসদ্ব্যবহার করেন নাই। বিবাহ উপলক্ষে যে মহা মহোৎসব হইতে ছিল সহসা বন্ধ হইল। সকলেই বিষণ্ণ। কেবল রাজকুমারী প্রফুল্ল। অদ্য অপরাহ্নে আমরা দুইজনে প্রমোদ কাননে ভ্রমণ করিতেছিলাম। সে সময়ে পরিচারিকারা অথবা অন্য কোন লোক কেহই তথায় উপস্থিত ছিল না। এমন সময়ে এই দুরাত্মারা যাইয়া উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল "রাজকুমারী কে?" তাহাদিগকে অপরিচিত দর্শন করিয়া কোনরূপ উত্তর প্রদান করিলাম না। তাহা দেখিয়া দুরাত্মারা আমাদিগকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। পাছে আমরা চীৎকার করি এই সন্দেহে

পাপিষ্ঠেরা আমাদের মুখ বন্ধন করিল। রাজপ্রাসাদ হইতে এই প্রান্তর দুই তিন ক্রোশ হইবে। দুরাত্মারা এই প্রান্তরে আসিয়া আমাদের মুখের বন্ধন মোচন করিয়া দিল। এমন সময়ে ঈশ্বরেচ্ছায় আপনারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপরে যাহা যাহা ঘটিয়াছে সকলই আপনারা অবগত আছেন। যাহা হউক যদি কোন অপরাধ গ্রহণ না করেন তাহা হইলে আপনাদিগকে একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। স্ত্রীসুলভ প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করিবেন।”

বসন্ত। “আর বলিতে হইবে না বুঝিতে পারিয়াছি, আমাদের পরিচয় জানিবার জন্য ইচ্ছা হইয়াছে। অবশ্যই শ্রবণ করিতে পাইবেন। আচ্ছা মহারাজ বিজয়সিংহ তাঁহার পুত্রের ও তাঁহার অমাত্য পুত্রের প্রতিমূর্ত্তি দুইখানি প্রেরণ করিয়াছেন তাহা কি আপনারা দর্শন করিয়াছেন?”

সুহাসিনী। “না আমরা তাহা দর্শন করি নাই। মহারাজ কন্যার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াই হউক অথবা কি কারণে তাহা বলিতে পারি না তিনি কাহাকেও সেই প্রতিকৃতি দুইখানি প্রদর্শন করেন নাই। এমন কি মহিষী পর্য্যন্তও তাহা দর্শন করেন নাই। কেবল পিতা মহাশয় ও মহারাজ তাঁহা দর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা কাহাকেও কোন কথা বলেন নাই। তবে পরম্পরায় শ্রবণ করিয়াছি তাঁহারা না কি অতিশয় পরম রূপবান।”

বসন্ত। “আচ্ছা অগ্রে দস্যুদের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যাউক তৎপরে আমাদের সমস্ত পরিচয় আপনাদের নিকট বিদিত করিব।” এই বলিয়া তিনি দস্যুগণকে যথাযথ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার আজ্ঞা দিলেন।

জনৈক দস্যু। "মহাশয় আমরা দস্যু নহি। আমরা সিংহল রাজকুমার নরসেনের অনুচর। আমাদের রাজকুমার রাজকন্যা যামিনীর রূপে অতিশয় মোহিত হইয়াছেন। এমন কি তিনি ইঁহার জন্য পাগল হইবার উপক্রম হইয়াছেন। ইঁহার সহিত তাঁহার বিবাহ হইবার কথা ছিল। অকস্মাৎ সম্বন্ধ ভঙ্গ হইল দর্শন করিয়া রাজকুমারীকে অপহরণ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা অনেক অনুসন্ধানে গোপনভাবে প্রমোদ কাননে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এমন সময়ে ইঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে কে রাজকুমারী স্থির করিতে না পারিয়া উভয়কেই লইয়া যাইতে ছিলাম। তৎপরে আপনারা সমস্তই অবগত আছেন।"

এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে। এমন সময়ে সহসা রাজকুমার মোহপ্রাপ্ত হইলেন। তাহা দর্শন করিয়া সকলেই শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রমণীদ্বয়ের ইচ্ছা যে তাঁহারা কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এই বিপদ সময়ে রাজকুমারের সেবা শুশ্রূষা করেন। কিন্তু লজ্জাবশতঃ কিছুই বলিতে পারিতেছেন না। বসন্তকুমার তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "আপনারা যদি বিপদ সময়ে ইঁহার কোনরূপ উপকার করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ইঁহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করুন। রমণীগণ এ বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা অতিশয় অভ্যস্তহস্তা। ইহাতে যদি আপনাদের পবিত্রতার কোনরূপ হানি হয় তাহা হইলে আবশ্যক নাই।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া যুবতীদ্বয় মন্দির হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিলেন। তাহা দর্শন করিয়া বসন্তকুমার কহিলেন, "আপনাদের বাহিরে আসিবার প্রয়োজন নাই। আমরা কুমারকে মন্দির মধ্যে লইয়া যাইতেছি।" এই বলিয়া

তিনি ও নরেন্দ্রনাথ ধরাধরি করিয়া রাজকুমারকে মন্দির মধ্যে লইয়া গেলেন। রাজবালা যামিনীর ক্রোড়ে তাঁহার মস্তক স্থাপিত হইল এবং অমাত্যনন্দিনী সুহাসিনী তাঁহাকে ধীরে ধীরে অঞ্চল দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন।

রমণীর অঙ্গস্পর্শে রাজকুমারের দেহ সহসা রোমাঞ্চিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে নয়নোন্মীলন করিলেন। "আমার যেন আর চৈতন্য না হয়" এই বলিয়া তিনি পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। বসন্তকুমার রাজকুমারের বাক্যের অর্থ বোধগম্য করিয়া মনে মনে একবার হাস্য করিলেন। তদনন্তর যুবতীদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহিলাগণ! এক্ষণে আমাদের পরিচয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।" এই বলিয়া তিনি আলেখ্য ক্রয়করাবধি দস্যুহস্তেপতন পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, "অতঃপর রাজকুমারের কি হইল তাহা জানি না। তাহার পর আমার কি হইল শ্রবণ করুন।" এই বলিয়া তাঁহার যোগীর আশ্রমে গমন, বনলতার সহিত পরিণয় প্রস্তাব, তাঁহার দস্যুপুরে গমন এবং তথা হইতে কৌশলে আগমনাদি সমস্ত কথা বলিয়া অবশেষে কহিলেন, "আমি অদ্য সন্ধ্যার সময় এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এমন সময়ে অকস্মাৎ দুর্য্যোগ উপস্থিত হইল। নিকটে অন্য কোন আশ্রয় না দেখিয়া এই মন্দির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ঈশ্বরেচ্ছায় সকলেই এখানে আসিয়া মিলিত হইলেন। রাজকুমারের দস্যুহস্তে বন্দী হওয়ার পর বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত নহি। ইনি সমস্তই জানেন।" এই বলিয়া তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া দিলেন।

তৎপরে নরেন্দ্রনাথ আপনার জন্ম হইতে সমস্ত ঘটনা

আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। সকলেই পরস্পরের পরিচয় অবগত হইয়া অনির্ব্বচনীয় সুখসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

অনন্তর বসন্তকুমার সুহাসিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অমাত্যবালে! আমরা ঈশ্বরেচ্ছায় সকলেই একত্রে মিলিত হইলাম বটে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন বলিতে পারি না। কারণ আপনার নিকটে শ্রবণ করিলাম যে আপনাদের রাজনন্দিনী মনোমত পতি না পাইলে বিবাহ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে আমাদের রাজকুমারের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে বোধ হয় তিনি রাজবালাকে না পাইলে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। যাঁহার জন্য পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিলেন, যাঁহার জন্য আপন জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিলেন এবং যাঁহার জন্য এতদূর বিপদ ও ক্লেশ ভোগ করিলেন, যদি সেই লোক তাঁহার প্রতি অনাদর প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কি আর ক্ষোভ প্রকাশের স্থান থাকে? না তাহা হইলে আর জীবনে মমতা থাকে? সে যাহাই হউক, বর্ত্তমান অবস্থায় আপনাদের রাজকুমারীর কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া আমাদের চঞ্চল চিত্তকে সুস্থির করুন।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া সুহাসিনী ঈষদ্ধাস্য করতঃ রাজকুমারীকে কহিলেন, "সখি! আপনার কিরূপ অভিপ্রায় তাহা প্রকাশ করুন। আমি বলিয়া মাঝখান হইতে নিমিত্তের ভাগী হই কেন?" এই কথা শুনিয়া রাজকুমারী লজ্জিতা হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধোবদন হইলেন। বোধ হইল যেন তিনি ক্রোড়স্থিত প্রাণবল্লভের মুখচন্দ্রিমা দর্শন করিবার নিমিত্ত আরও বদন নত করিলেন।

অমাত্যনন্দিনী রাজকুমারীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "মহাশয়! রাজকুমার যখন ইহার জীবন যৌবন এমন কি নারীর অমূল্যধন সতীত্বরত্ন পর্য্যন্ত দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন তখন আর সে ধনে রাজকুমারীর অধিকার কি? সে ধনে এক্ষণে রাজকুমারের সম্পূর্ণরূপে অধিকার। আপনার অধিকৃত বিষয় তিনি ভোগ দখল করিবেন তাহাতে কাহারও কি আপত্তি হইতে পারে? যে করে সে অকৃতজ্ঞ। আমাদের রাজকুমারী অকৃতজ্ঞা নহেন।"

ইহা শ্রবণ করিয়া বসন্তকুমার সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, "অমাত্যতনয়ে! আপনাদের রাজকুমারী ইহাতে সম্মতি প্রদান করিয়া যে আমাদের কি পর্য্যন্ত উপকার করিলেন তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। এতদ্দ্বারা যে রাজকুমারী কেবলমাত্র আপনার উদ্ধারকর্ত্তার প্রাণরক্ষা করিলেন এমন নহে তদ্দ্বারা তিনি শতসহস্র লোকের জীবন দান করিলেন। সে যাহা হউক মনুষ্যের আশার সীমা নাই। যেমন একটী আশা পূর্ণ হয় তৎক্ষণাৎ আর একটী আশা আসিয়া হৃদয় অধিকার করে। আপনার নিকট আমার আর একটী অনুরোধ আছে।"

সুহাসিনী। "আজ্ঞা করুন। প্রাণপণ চেষ্টায় প্রতিপালনে যত্নবতী হইব।"

বসন্তকুমার। "আমার প্রার্থনা এই যে আপনার সহিত নরেন্দ্রনাথের পরিণয় সম্পন্ন হয়।"

এই বলিয়া বসন্তকুমার একবার উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন উভয়েই লজ্জায় বদন নত করিয়া রহিয়াছেন। বসন্তকুমার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সুহাসিনী

পূর্ব্বাপেক্ষা আরও লজ্জিতা হইয়া অধোবদনা হইয়া রহিলেন। বসন্তকুমার সুহাসিনীর সম্মতিপরিচায়ক অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া নরেন্দ্রনাথকে কহিলেন, "মিত্র তোমার মত কি?" নরেন্দ্রনাথ লজ্জাবশতঃ কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। অধোবদন হইয়া রহিলেন। "ভাই পেটে খিদে মুখে লাজ কেন?" এই বলিয়া তিনি নরেন্দ্রনাথকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অবশেষে নরেন্দ্রনাথ কহিলেন "আপনার যাহা ইচ্ছা করুন। আমি কিছুই জানি না।" বসন্তকুমার শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর তিনি কহিলেন, প্রেমিকবর্গ! যদি আপনাদের সকলেরই সন্মতি আছে, তবে আর শুভ কার্য্যে বিলম্ব কেন? আমার প্রতিজ্ঞা আছে যে আমি স্বয়ং যামিনীকে প্রসেনজিতের হস্তে সমর্পণ করিব। আমার প্রতিজ্ঞা ত পূর্ণ করিতে হইবে। আর প্রতিজ্ঞা পালনের এসময় ব্যতীত আর কখন্ শুভ অবসর প্রাপ্ত হইব? শেষে যদি সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, আর এ গরিব ব্রাহ্মণের মনোবাঞ্ছা কি পূর্ণ হইবে না? অবশ্যই হইবে। বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার জন্য চিন্তা নাই। বিবাহে কন্যা-কর্ত্তারই আবশ্যক, বরকর্ত্তার কোন আবশ্যক নাই। যদি নিতান্তই বরকর্ত্তার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে বর মহাশয়েরা আপনারাই বরকর্ত্তা সাজিয়া আপনাদের প্রাপ্য ধন বুঝিয়া লউন। আর কন্যাকর্ত্তা শর্ম্মা স্বয়ং।

রাজকুমার এপর্য্যন্ত যামিনীর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। অচৈতন্যাবস্থায় নহে। কেবল চক্ষু মুদ্রিত রহিয়াছে। তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত কথাই শ্রবণ করিয়াছেন। বসন্তকুমার রাজকুমারকে ডাকিতে লাগিলেন। বসন্ত-

কুমারের আহ্বানে রাজকুমার চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। বসন্তকুমার হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, "এক্ষণে একবার গাত্রোত্থান করুন! ইহার পর যত পারেন চক্ষু মুদিত করিয়া পড়িয়া থাকিবেন, তখন কেহ আপনাকে এক কথাও বলিবে না।" রাজকুমার বসন্তকুমারের বাক্যে অপ্রতিভ হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

বসন্ত। "সকলে যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করুন। কেন আর নিরীহ ব্রাহ্মণকে কষ্টপ্রদান করিবেন।" সকলেই লজ্জিতভাবে অধোবদন হইয়া রহিলেন। বসন্তকুমার তাহা দর্শন করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "নিদাঘের প্রখর রৌদ্রে চাতকেরা জল জল করিয়া চীৎকার করিতে থাকে। কিন্তু বর্ষা উপস্থিত হইলে তাহাদের আর দেখা নাই। আপনাদেরও যে তাহাই দেখিতেছি।" এই বলিয়া তিনি বলপূর্ব্বক রাজকুমারকে যামিনীর দক্ষিণ পার্শ্বে ও নরেন্দ্রনাথকে সুহাসিনীর দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া দিয়া দম্পতী যুগলের পরস্পরের হস্তে পরস্পরের হস্ত সংযোগ করিয়া দিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, "ত্রিভুবন সাক্ষি! আমি আদ্যাশক্তি মহামায়ার সাক্ষাতে কুমার প্রসেনজিতসিংহের হস্তে যামিনীকে ও নরেন্দ্রনাথের হস্তে সুহাসিনীকে সমর্পণ করিলাম। প্রাণান্তেও কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক এ বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন না। করিলে অনন্তকাল নিরয়গামী হইবেন। যদি আমার এই কথায় আপনাদের সম্মতি থাকে, তাহা হইলে সকলে মহামায়ার মস্তকস্থিত বিল্বদল স্পর্শ করিয়া মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করুন। যিনি অসম্মত হইবেন, তিনি বিল্বপত্র গ্রহণ করিবেন না। এই বলিয়া তিনি প্রত্যেকের নিকট দেবীর মস্তকস্থিত বিল্বদল ধরিলেন। সকলেই আগ্রহ সহকারে ধীরে ধীরে তাহা গ্রহণ করিলেন।

এই প্রকারে সেই মন্দির মধ্যে তাঁহাদের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইল। এদিকে রজনীও প্রভাতা হইয়া আসিল। নিশা-বসান দর্শন করিয়া বসন্তকুমার কহিলেন, "আপনারা সকলেই এই স্থানে অবস্থিতি করুন। আমি রাজসভায় চলিলাম। যতক্ষণ না আমি প্রত্যাগত হই, অথবা রাজসভা হইতে কোন দূত প্রেরিত না হয়, ততক্ষণ আপনারা কোথাও গমন করিবেন না।" এই বলিয়া তিনি সিংহল রাজকুমারের অনুচর চতুষ্টয়কে কহিলেন, "তোমরা আমার সহিত আগমন কর। তোমাদের কোন ভয় নাই। তোমাদিগকে এই দেবী সম্মুখে অভয় প্রদান করিলাম। তোমাদের বন্ধন মোচন করিয়া দিতেছি। কিন্তু সাবধান। প্রাণান্তেও পলায়নের চেষ্টা করিও না, বিপদ ঘটিবে।" এই বলিয়া তিনি তাহাদের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন।

অনন্তর তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া বসন্তকুমার রাজ-সভাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ণ আশা—সফল মনোরথ।

"Their nuptials were solemnised with
high triumph and feasting.

LAMB.

রজনী প্রভাতা। প্রাতঃকালীন মৃদুমন্দ সমীরহিল্লোলে অঙ্গ সুশীতল করিতেছে। ভুবন প্রকাশক ভগবান সবিতাদেব

জগতকে আলোক প্রদান করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বদিকে উদিত হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর সহসা একবারে দর্শন করিলে পাছে প্রাণপ্রিয়তমা কমলিনীর কোন বিপদ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় যেন ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছেন। নলিনী প্রাণপতির বিরহে সমস্ত রজনী ক্রন্দন করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে স্বামী সমাগম-কাল আগত দর্শন করিয়া যেন প্রফুল্লভাব ধারণ করিতেছেন। প্রাণবল্লভের অদর্শনে যে সমস্ত নিশা রোদন করিয়াছেন, তাহা হৃদয়েশকে দেখাইয়া সোহাগ বাড়াইবার নিমিত্ত যেন অশ্রুবারি মুছিলেন না। সেই অশ্রুসিক্ত বদনেই প্রাণবল্লভের সম্ভাষণার্থ প্রস্তুত হইলেন। প্রাণপতি কি আর তাহা সহ্য করিতে পারেন? তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া প্রিয়তমাকে ভূশয্যা হইতে উত্থিত করিলেন এবং স্বীয় বস্ত্র দ্বারা মৃদু মৃদু ভাবে অশ্রুবিন্দু মুছিয়া দিয়া সাদরে মুখচুম্বন করিলেন। কিন্তু কমলিনী বড় লজ্জাহীনা। সে তাহাতে একটুকুও লজ্জা বোধ করিল না। বরং আহ্লাদে স্ফীতা হইয়া উঠিল। প্রাণেশ সপ্রেমে আলিঙ্গন ও সোহাগভরে মুখচুম্বন করিলে রমণীরা স্বভাবতঃই সাতিশয় লজ্জিতা হন। প্রফুল্লিতা অথচ যেন লজ্জা লজ্জা ভাব। মরি মরি সেই সলজ্জ প্রফুল্ল ভাব দর্শন করিলে মনে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়! হৃদয় প্রেমে বিভোর হইয়া উঠে! কে বলে জগতে সুখ নাই? যে বলে সে পামর! যে বলে সে সুখের আস্বাদন জানে না! জগতে যে প্রেমিক তার আবার দুঃখ কি?

রজনী প্রভাতা দর্শন করিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্য শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তৎপরে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন

পূর্ব্বক রাজসভায় গমন করিলেন। রাজা সমাগত দর্শন করিয়া সকলেই শশব্যস্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাবিহিত অভিবাদন করিলেন। নরপতি আসন পরিগ্রহ করিলে পর সকলেই যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া কহিল, "মহারাজ! দ্বারদেশে একজন যোগী দণ্ডায়মান। তাঁহার সঙ্গে আরও চারিজন লোক আছে। তিনি আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। কি অনুমতি হয়?" মহারাজ সাগ্রহে কহিলেন, "যাও শীঘ্র তাঁহাদিগকে লইয়া আইস।"

রাজার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া প্রতিহারী প্রস্থান করিল এবং অনতিবিলম্বে এক যোগী ও চারিজন লোক সমভিব্যাহারে আগমন করিল। পাঠক মহাশয় বোধ হয় ইঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন। যোগী আর কেহই নহেন—আমাদের বসন্তকুমার। লোক চারিজন সিংহল রাজকুমারের অনুচর চতুষ্টয়।

বসন্তকুমার তাঁহার সঙ্গীগণকে তথায় অবস্থান করিতে আজ্ঞা প্রদান করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং সিংহাসনের নিকটবর্ত্তী হইয়া "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সভাস্থ সকলেই শশব্যস্তে যোগীকে প্রণাম করিলেন। মহারাজ সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হইয়া যোগীকে উপবেশন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং আসন প্রদান করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। বসন্তকুমাব কি করেন? তিনি সভাস্থিত ব্রাহ্মণগণকে মনে মনে প্রতিনমস্কার করিলেন। অনন্তর সকলে যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলে পর বসন্তকুমার রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ আমি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ আপনার

নিকট আগমন করিয়াছি। আমার অদ্য আগমনের কারণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি বোধ হয় অবগত আছেন, হৈহয়েশ্বর মহারাজ বিজয়সিংহের একমাত্র পুত্র কুমার প্রসেনজিৎ সিংহ আপনার তনয়া যামিনীর প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার প্রণয়াসক্ত হন। এমন কি তাঁহার জন্য পিতা মাতা আত্মীয় পরিজনদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রায় একমাস অতীত হইল তাঁহার উদ্দেশে বাটী হইতে পলায়ন করিয়াছেন। অমাত্যপুত্র বসন্তকুমারের সহিত রাজপুত্রের অত্যন্ত সৌহার্দ্দ্য আছে। সুতরাং বসন্তকুমারও তাঁহার সহিত গমন করিয়াছেন। অনেক বিপদ আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহারা গত কল্য এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি স্বীয় কন্যার সহিত রাজকুমারের বিবাহ প্রদানে ইচ্ছুক কি না জানিবার নিমিত্ত তাঁহারা আমাকে দূতস্বরূপ এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় কি ?" রাজা প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "নবীন যোগীবর ! মহারাজ বিজয়সিংহ-পুত্রের সহিত আমার কন্যার পরিণয় হইবে, সেত আমার সৌভাগ্য, অমৃত পান করিতে কাহার অনিচ্ছা ? কিন্তু আমার কন্যার এক ভীষণ পণ আছে। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "যদি মনোমত পতি প্রাপ্ত হই, তাহা হইলেই বিবাহ করিব, নচেৎ বিবাহ করিব না। সুতরাং আমার তনয়া যদি এ বিষয়ে সম্মত হন, তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই।"

বসন্ত। "মহারাজ ! অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আপনার কথায় স্বীকৃত আছি। কিন্তু আপনাকে এই সভামধ্যে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।"

রাজা। "নবীন যোগি ! তাহাতে যদি আপনি সন্তুষ্ট হন,

তাহাই হইবেক। হে সভাসদ্‌বর্গ! সকলেই সাক্ষী। আমি আপনাদের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি আমার তনয়া যামিনী ইচ্ছাপূর্ব্বক কুমার প্রসেনজিৎ সিংহের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করে, তাহা হইলে আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। যদি কেহ আপত্তি করে তাহা অগ্রাহ্য।”

বসন্তকুমার সাতিশয় প্রীত হইয়া অমাত্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “সচিবশ্রেষ্ঠ! শুনিয়াছি, আপনার কন্যাও না কি বিবাহের যোগ্যা হইয়াছেন। তবে তাঁহাকে আর পাত্রস্থ করিতে বিলম্ব করিতেছেন কেন?”

অমাত্য। মহাশয়! অমৃতে কি কাহারও অরুচি আছে? ঈশ্বর বিমুখ হইলে আর উপায় কি? আমার কন্যা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, “যতদিন না রাজকুমারী বিবাহ করিবেন, ততদিন, আমি কোন প্রকারেই বিবাহ করিব না। বলপূর্ব্বক বিবাহ প্রদান করিলে আত্মহত্যা করিব।” বিশেষতঃ এপর্য্যন্ত সৎপাত্রও জুটিয়া উঠে নাই।

বসন্ত। “রাজকুমারীর বিবাহ হইলে পর যদি উপযুক্ত পাত্র প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আপনার তনয়াকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন কি না?”

অমাত্য। “আপনি বোধ হয় কুমারের বন্ধু বসন্তকুমারের সহিত আমার কন্যার পরিণয়ের প্রস্তাব করিতেছেন?”

বসন্তকুমার লজ্জিত ভাবে কহিলেন, “না মহাশয়! বসন্ত-কুমারের সহিত নহে। যদি অন্য কোন সুপাত্র প্রাপ্ত হন তাহা হইলে আপনার কোন আপত্তি আছে কি?”

অমাত্য। “উপযুক্ত পাত্র প্রাপ্ত হইলে অবশ্যই তাহার হস্তে কন্যাকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইব।”

বসন্ত। সুখের বিষয়, আপনারা সকলেই সম্মত আছেন। আপনারা সন্তুষ্ট হউন আর অসন্তুষ্ট হউন, আমি সত্য কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইব না। এই নগরের তিন ক্রোশ উত্তরে এক দেবী-মন্দির আছে। কল্য রাত্রে সেই মন্দির মধ্যে মহামায়ার সাক্ষাতে যামিনীর সহিত রাজকুমার প্রসেনজিৎ সিংহের ও সাহারণপুরাধিপতির অমাত্যপুত্র নরেন্দ্রনাথের সহিত সুহাসিনীর পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। রাজবালা ও অমাত্যনন্দিনী স্বইচ্ছায় তাঁহাদের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন। সাক্ষী—স্বয়ং আদ্যাশক্তি দেবী মহামায়া, আমি ও এই চারিজনলোক।” এই বলিয়া তিনি তাঁহার সমভিব্যাহারী লোকচতুষ্টয়কে দেখাইয়া দিলেন।

সকলেই এই কথা শ্রবণ করিয়া একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। কেমন করিয়া হইল, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনন্তর মহারাজ প্রতাপাদিত্য সাতিশয় আগ্রহ সহকারে বসন্তকুমারকে কহিলেন,“মহাশয়! আপনার কথা আমরা কিছুই বোধগম্য করিতে পারিতেছি না। কল্য অপরাহ্ণে আমি স্বয়ং যামিনীকে ও সুহাসিনীকে আমার অন্তঃপুরমধ্যে দর্শন করিয়াছি। রাত্রিমধ্যে তাঁহারা কেমন করিয়া তথায় গমন করিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অনুগ্রহপূর্ব্বক সবিশেষ ঘটনা বর্ণন করিয়া আমাদের ব্যাকুল চিত্তকে সুস্থির করুন।”

বসন্তকুমার আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া সকলেই যুগপৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হইলেন। সিংহলরাজকুমারের অনুচরেরা রাজকন্যা ও অমাত্যতনয়াকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল শ্রবণ করিয়া, নরপতি ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া কহিলেন,

"প্রহরীগণ! শীঘ্র দুরাত্মাদিগকে বন্দী কর। কল্য উহাদের প্রাণ-দণ্ড হইবে।"

বসন্তকুমার স্থিরভাবে কহিলেন, "মহারাজ! তাহাদের অপরাধ কি? তাহারা আজ্ঞাবহ দাস। প্রভু যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহারা তাহা করিতে বাধ্য। তাহাদের ন্যায় অন্যায় বিচার নাই। প্রভুর আদেশই তাহাদিগের ন্যায়। অতএব তাহাদের উপর ক্রোধ প্রকাশ করা পণ্ডিতের কার্য্য নহে। বিশেষতঃ তাহাদিগকে অভয়প্রদান করা হইয়াছে। আপনি যদি তাহাদিগকে দণ্ড প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। আপনার নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা, আমাকে এই মহাপাপ হইতে উদ্ধার করুন।"

রাজা। "যোগীবর! দুরাত্মাদিগকে মুক্তি প্রদান করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। কেবল আপনার অনুরোধে বাধ্য হই-লাম। সে যাহাই হউক, এ পর্য্যন্ত আপনার কোন পরিচয়াদি অবগত নহি। অনুগ্রহপূর্ব্বক আত্মপরিচয় কীর্ত্তন করিয়া আমা-দের কৌতূহলপূর্ণ করুন।"

বসন্ত। "মহারাজ! এ হতভাগ্যের নাম বসন্তকুমার। আমিই হৈহয়াধিপতির অমাত্য বামদেবের একমাত্র পুত্র।"

রাজসভাস্থ সকলেই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইল। অনন্তর অমাত্য কহিলেন, "মহাশয়! অস-ভ্যতা মার্জ্জনা করিবেন। এক বিষয়ে আমাদের মনে অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে। আমাদের নিকট আপনার ও রাজকুমা-রের দুইখানি প্রতিকৃতি আছে। ইচ্ছা, যে সেই চিত্র দুইখানির সহিত আপনাদের আকৃতির তুলনা করি।"

বসন্ত। "তাহার জন্য এত কুণ্ঠিত কেন? সন্দেহ ত হইতেই পারে। সকল দিক বিবেচনা করিয়া কার্য্য না করিলে, প্রায়ই প্রতারিত হইতে হয়। বিশেষতঃ সেই উদ্দেশ্যেই চিত্র দুইখানি এই স্থানে প্রেরিত হইয়াছে। আপনারা স্বচ্ছন্দে মিলাইয়া দেখিতে পারেন। আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই।"

তৎক্ষণাৎ প্রতিমূর্ত্তি দুই খানি তথায় আনীত হইল। চিত্রের সহিত তাঁহার আকৃতির কোন রূপ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইল না। তদ্দর্শনে সকলেই অসীম আনন্দিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ সেই মন্দিরাভিমুখে দুইটি সুসজ্জিত অশ্ব ও দুইখানি শিবিকা প্রেরিত হইল। একজন দূত, রাজকুমার ও নরেন্দ্রনাথের উপযুক্ত বসন ভূষণাদি লইয়া তাহাদের সঙ্গে গমন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবিকা দুইখানি অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। রাজকুমার ও নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর বেশে ও পদব্রজেই আগমন করিলেন। মহারাজ, দূতকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল, "রাজন্! বেশ পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত কুমারকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় তিনি কহিলেন, "বসন্তকুমার কি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন?" আমি কহিলাম, "আজ্ঞা না।" এই শুনিয়া তিনি কহিলেন, অন্য বেশভূষার আবশ্যক নাই। এই বেশেই গমন করিব। এতদূর পদব্রজে আগমন করিলাম। আর সামান্য তিন ক্রোশ পথ কি আর হাঁটিতে পারিব না?" রাজকুমারের অসম্মতি দর্শন করিয়া নরেন্দ্রনাথও অস্বীকৃত হইলেন।

তদনন্তর সকলেই যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট হইলে পর রাজকুমারের প্রতিমূর্ত্তিখানি আনীত হইল। চিত্রখানির সহিত রাজকুমারের আকৃতির কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল না। রাজা

প্রতাপাদিত্য তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাজকুমার কহিলেন, "বসন্তকুমারের অগ্রে কখনই আমি বেশ পরিবর্ত্তন করিব না।"

উপায়ান্তর দর্শন না করিয়া বসন্তকুমার বাধ্য হইয়া সর্ব্বাগ্রে যোগীর পরিচ্ছেদ পরিত্যাগ করিলেন। তদনন্তর সকলেই নূতন বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া পূর্ণিমার শশধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বাসের নিমিত্ত একটী সুসজ্জিত প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট হইল এবং উপযুক্ত দাস দাসী নিযুক্ত হইল। সমস্ত তত্ত্বাবধারণের ভার মন্ত্রীর উপর সমর্পিত হইল। সপ্তাহ পরে বিবাহ হইবে, স্থির হইল। মহারাজ, বসন্তকুমারকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। বসন্তকুমার লজ্জিতভাবে কহিলেন, "না মহারাজ! তাহা হইতে পারে না। আমি যোগীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিব না। আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

বসন্তকুমারের অনিচ্ছা দর্শন করিয়া রাজা আর কোন কথা বলিলেন না। অনন্তর রাজ্যমধ্যে মহাধূমধাম উপস্থিত হইল। রাজকুমারী ও অমাত্যকন্যার বিবাহ হইবে। সকলেই আনন্দিত। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিনে শুভলগ্নে রাজকুমারের সহিত যামিনী এবং নরেন্দ্রনাথের সহিত সুহাসিনীর পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইল। রাজকুমার এতদিনে পূর্ণমনোরথ হইয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। রাজকুমারকে আহ্লাদিত দর্শন করিয়া মিত্রবৎসল বসন্তকুমারও অতুল সুখানুভব করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের শুভবিবাহ সমাপন হইলে পর আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধপূর্ব্বক দুই জন দূত প্রেরিত হইল। একজন

হৈহয়াভিমুখে গমন করিল এবং আর একজন সাহারাণপুরাভি-মুখে প্রস্থান করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আশ্রমোদ্দেশে।

"—How base is the man, who forgets the benefit."

THE TELUGU PROVERB.

সুখের দিন দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যায়, কিরূপে ইহা অতিবাহিত হইল, তাহা জানিতে পারা যায় না। অলক্ষ্যে অলক্ষ্যেই চলিয়া যায়। কেহ তাহার হিসাব রাখে না। তোমার সুখ ফুরাইল, দুঃখ আসিল। আবার তুমি দিন গণনা করিতে আরম্ভ করিলে, আবার এক এক দিন তোমার নিকট এক এক যুগ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তোমার দিন আর যায় না। কিন্তু ভাই! সুখের সময় কি ইহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল। তখন আহ্লাদে মত্ত হইয়া জগৎ ভুলিয়া গিয়াছিলে। তুমি ভাবিয়াছিলে, তোমাকে লই-য়াই জগৎ। পরের অভাব কি, পরের কষ্ট কি, তাহা তুমি বড় একটা বুঝিতে পারিতে না। দুঃখ কথা শ্রবণ করিলে তুমি একেবারে জ্বলিয়া যাইতে। জগতে যে লোকে দুঃখী হইতে পারে, তাহা তোমার ধারণায় আসিত না। পরের জন্য ভাবি-বারইবা তোমার সময় কোথায়? আপনার সুখসচ্ছন্দতাতেই তোমার সময় কাটিয়া যাইত। তুমি আক্ষেপ করিয়া বলিতে,

"ঈশ্বর! দিন এত স্বল্পকাল স্থায়ী করিলে কেন?" তুমি ঈশ্বরকে নির্দ্দয় বলিয়া কত অনুযোগ করিতে। কালে তোমার সুখের দিন শেষ হইল। ঘোর দুঃখরাশি তোমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। কই ভাই! তখনত আর "দিন ক্ষণ স্থায়ী" বলিয়া ঈশ্বরকে তিরস্কার করিতে না। তখন কি বলিতে, মনে পড়ে কি? তা পড়িবে কেন? এখন যে তুমি সুখের উচ্চসীমায় আরোহণ করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছ। যে বর্ত্তমান অবস্থায় আপনাকে আপনি ভুলিয়া যায়, অতীতের স্মৃতি কি কখন তাহার হৃদয়ে জাগ্রত হইতে পারে? তোমার মনে নাই বটে, কিন্তু আমার বেশ স্মরণ আছে। তখন বলিতে "ঈশ্বর! দিন যে আর যায় না! তুমি এত নির্দ্দয় কেন? আমাকে কষ্ট প্রদান করিবার নিমিত্ত কি দিন এত দীর্ঘকালস্থায়ী করিতে হয়?" যে যেরূপ লোক, সে সকলকেই সেইরূপ মনে করে। তুমি নিজে নির্দ্দয় কিনা, তাই ঈশ্বরও তোমার নিকট নির্দ্দয় বলিয়া প্রতীয়মান হন। ঈশ্বর তোমার নিকট সুখের সময়ও নির্দ্দয়, আর দুঃখের সময়েও নির্দ্দয়। মূর্খ বুঝিলে না, যে মঙ্গলময় পরমেশ্বর তোমার ন্যায় কীটানুকীটের নিমিত্ত কি আপন নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারেন! সে যাহাই হউক, শোকে দুঃখে তোমার পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইল। পরের অভাব কি, পরের কষ্ট কি,. তাহা তখন উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলে, "যদি কখন ঈশ্বর দিন দেন, তাহা হইলে দুঃখীর দুঃখ কিরূপে মোচন করিতে হয়, তাহা একবার জগৎকে শিক্ষা দিব।" তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর আবার তোমায় সময় দিলেন। কিন্তু সেই কে সেই। সুখে মত্ত হইয়া সমস্ত ভুলিয়া গেলে। দুঃখের সময় যাহার অন্নে জীবন ধারণ

করিয়াছিলে, তাহাকে পর্য্যন্ত বিস্মৃতির গর্ভে বিসর্জ্জন দিলে। শুধু তুমি আমি বলিয়া নয়। জগতের গতিই এই প্রকার। প্রকৃতির নিয়মই এইরূপ। কুমার প্রসেনজিৎ সিংহ প্রকৃতির বহির্ভূত নহেন। সুতরাং তিনিই বা কি প্রকারে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে সক্ষম হইবেন? তিনিও এই চিরপ্রচলিত নিয়ম স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন।

প্রায় একমাস হইল, যামিনীর সহিত রাজকুমারের বিবাহ হইয়াছে। প্রিয়তমাকে প্রাপ্ত হইয়া কুমার সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। পিতা মাতা স্বদেশ আত্মীয় পরিজন তাহাত বহুদিবস পূর্ব্বেই ভুলিয়াছেন। প্রাণের বন্ধু বসন্তকুমারকেও বিস্মৃতির গর্ভে বিসর্জ্জন দিলেন। এমন কি, বসন্তকুমার জীবিত কি মৃত তাহারও সংবাদ অবগত নহেন। সদা সর্ব্বদা আনন্দে বিভোর। প্রেয়সীর সহিত প্রেমালাপেই দিবা যামিনী অতিবাহিত হইতে লাগিল।

এত দিন পর্য্যন্ত বসন্তকুমারের মনে অন্য চিন্তা ছিল না। কিসে রাজকুমার সফলমনোরথ হইবেন, দিবানিশি কেবল সেই ভাবনা। এক্ষণে সে চিন্তা মন হইতে অপসারিত হইবামাত্র আর এক চিন্তা আসিয়া বসন্তকুমারের হৃদয় অধিকার করিল। বসন্তকুমার চিন্তা করিতে লাগিলেন, "যোগীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি, যে আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইলেই আপনার নিকট আগমন পূর্ব্বক আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনে যত্নবান হইব।" যোগী আমাকে কতই অকৃতজ্ঞ বিবেচনা করিতেছেন। আসিবার সময় তিনি পুনঃপুনঃ বলিয়াছিলেন, "দেখো বৎস! কৃতকার্য্য হইলে আহ্লাদে যেন এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বিস্মৃত হইও না।" আমি বলিয়াছিলাম, "ভগবন্! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে

অবশ্যই তজ্জনিত মহাপাপে নিমগ্ন হইতে হইবে। আপনি আমার জীবনদাতা। আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই আপনার আশ্রমে প্রত্যাগমন করিব। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে অবশ্যই ঈশ্বরের নিকট তাহার দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।" কিন্তু এক্ষণে আমার সে প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? কিরূপেই বা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি। প্রায় মাসাবধি কুমারের দর্শনই পাই নাই। কাহাকেই বা বলিব? কুমারও স্বদেশ যাত্রার কোন উদ্যোগ করিতেছেন না। তিনি কি পিতা মাতাকে একেবারে বিস্মৃত হইলেন? আর আমিই বা কি প্রকারে তাঁহার নিকট কথা উত্থাপন করি। যদি বলি, "কুমার বহুদিবস হইল বাটী হইতে আসিয়াছি। পিতা মাতার জন্য মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে। স্বদেশ যাত্রার উদ্যোগ করুন।" তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভাবিবেন যে আমি বনলতার নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়াছি। আমাকে কতই নির্লজ্জ স্থির করিবেন? না, তা পারিব না। কুমারকে কিছুতেই বলিতে পারিব না। তবে কি উপায় স্থির করি? দূর ছাই, আর চিন্তা করিব না। অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই ঘটিবে। ধার্ম্মিক লোক সকলের মনের ভাব বুঝিতে পারেন। আমার কতদূর দোষ, যোগী বুঝিতে পারিলে অবশ্যই আমাকে ক্ষমা করিবেন। বসন্তকুমার সদা সর্ব্বদা এইরূপে চিন্তা করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দুইমাস অতীত হইয়া গেল। এক দিবস অপরাহ্নে রাজকুমার ও যামিনী উভয়ে প্রমোদ কাননে উপবেশন পূর্ব্বক নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। অকস্মাৎ রাজবালা কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হৃদয়েশ! ঈশ্বরেচ্ছায়

সকলেই মিলিত হইলেন, কিন্তু সেই বণিকের কি হইল জানিতে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে।”

বণিকের নাম শ্রবণ করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা রাজকুমারের স্মৃতিপটে আসিয়া উপনীত হইল। সহসা বসন্তকুমারকে মনে পড়িল। বসন্তকুমারকে স্মরণ হইবামাত্র তাঁহার প্রফুল্ল মুখ-কমল অকস্মাৎ মলিনভাব ধারণ করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, প্রায় দুইমাস হইল যামিনীর সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে। এই দুই মাসের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ত বসন্তকুমারকে স্মরণ করি নাই। তিনি কিরূপ আছেন, তাহাও জানি না। এমন কি তিনি এখানে আছেন কি না তাহাও অবগত নহি। ওঃ! আমি কি অকৃতজ্ঞ! কি নরাধম! যিনি আমার জন্য পিতামাতা আত্মীয় স্বজনবর্গদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করিলেন, আমি কি অধম, যে ঈদৃশ বন্ধুবৎসল মিত্রকে বিস্মৃত হইয়া রমণী লইয়া সুখে কালযাপন করিতেছি। ঈশ্বর! আমার এ পাপের কি আর মোচন আছে। বন্ধু আমাকে কতই অকৃতজ্ঞ, কতই অসার বিবেচনা করিতেছেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। শ্রাবণের ধারার ন্যায় অশ্রুধারা তাঁহার মুখমণ্ডল দিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

রাজকুমারী প্রিয়তমের এইরূপ সহসা পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে ও সশঙ্কচিত্তে কহিলেন, “নাথ! অকস্মাৎ আপনার ঈদৃশ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? অসময়ে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া কি কোন অপরাধ করিয়াছি? বোধ হয় তাহাই হইবে। অনুগ্রহপূর্ব্বক দাসীর অপরাধ ক্ষমা করিবেন।”

রাজবালার কোন কথাই কুমারের কর্ণগোচর হইল না। তিনি বসন্তকুমারের চিন্তাতেই নিমগ্ন রহিয়াছেন। রাজকুমার কোন উত্তর প্রদান করিলেন না দর্শন করিয়া যামিনী স্থির করিলেন, যে নিশ্চয়ই তিনি কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন, বোধ হয় তজ্জন্যই কুমার কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। এই স্থির করিয়া তিনি কুমারের পদযুগল ধারণপূর্ব্বক কাতর-কণ্ঠে কহিলেন, "প্রাণেশ্বর! দাসী আপনার নিকটে নিশ্চয়ই কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী। হতভাগিনী আপনার নিকট করপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক দাসীর অপরাধ ক্ষমা করুন।"

যামিনীর অঙ্গস্পর্শে কুমারের চমক ভাঙ্গিল। প্রিয়তমা অশ্রুপূর্ণলোচনে পদতলে পতিতা দর্শন করিয়া সাদরে তাঁহাকে ভূমি হইতে উত্থাপনপূর্ব্বক সোহাগভরে আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন করিলেন এবং কহিলেন, "হৃদয়েশ্বরি! তোমার কোন অপরাধ নাই। আমার সহসা চিত্তবিকারের কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া অবধি আমোদ প্রমোদে সদা-সর্ব্বদা কালযাপন করিতেছি। আমোদ আহ্লাদে প্রায় দুইমাস অতীত হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও প্রিয় মিত্র বসন্তকুমারকে স্মরণ করি নাই। অদ্য তোমার নিকট বণিকের নাম শ্রবণ করিয়া সহসা তাঁহার কথা মনে উদয় হইল। আজ তুমি আমার যে কি পর্য্যন্ত উপকার করিলে, তাহা বলিতে পারি নাই। বন্ধু আমাকে কতই অকৃতজ্ঞ বিবেচনা করিতে-ছেন। তাঁহার মুখে শ্রবণ করিয়াছি, যে বনলতাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত যোগী তাঁহাকে সাতিশয় অনুরোধ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু আমার নিমিত্তই তিনি প্রাণদাতার অনুরোধও

অগ্রাহ্য করিলেন। আসিবার কালীন যোগীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলেন, "যে উদ্দেশ্যে আমরা বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছি, তাহা পূর্ণ হইলেই আপনার আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব।" এত দিন বোধ হয় বন্ধু লজ্জাবশতঃ আমার নিকট সে কথার পুনরুত্থাপন করেন নাই। সে যাহা হউক, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর উপায় কি? এক্ষণে আমি স্থির করিয়াছি, যে কল্যই সেই যোগীর আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিব। বোধ হয় মহারাজ এক্ষণে অন্তঃপুরে আছেন। যদি তুমি আমার কোনরূপ উপকার করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে অনুগ্রহপূর্ব্বক মহারাজের নিকট হইতে বিদায় অনুমতি গ্রহণ করিয়া আসিয়া আমাকে বাধিত কর।"

যামিনী অপেক্ষাকৃত স্থিরভাবে কহিলেন, "হৃদয়েশ্বর! এই সামান্য বিষয়ের জন্য এত অনুনয় বিনয় কেন? আপনি স্বামী। পতিই রমণীর পরম দেবতা। যে স্ত্রীলোক স্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে না পারে, ঈশ্বরও তাঁহার উপর কখন সুপ্রসন্ন হন না। তাহাকে অনন্তকাল নিরয়ে বাস করিতে হয়। দাসী আজ্ঞাধীনা। যখন যাহা আদেশ করিবেন, তাহা পালন করিতে দাসী অবশ্যই প্রাণপণ চেষ্টায় যত্নবতী হইবে। আপনি নিরুদ্বেগে কিয়ৎকাল এখানে অপেক্ষা করুন। আমি শীঘ্রই পিতার নিকট হইতে অনুমতিগ্রহণ করিয়া প্রত্যাগত হইব।"

রাজকুমার সপ্রেমে প্রিয়তমাকে গাঢ় আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "প্রিয়তমে! তোমার সুধামাখা বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃত দেহে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলাম। তুমি মহারাজের নিকট গমন কর; আমিও এক্ষণে বসন্তকুমারের নিকট গমন করি।"

অনন্তর রাজকুমারী অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং প্রসেনজিৎ সিংহও বসন্তকুমারের নিকট গমন করিলেন।

পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি আশঙ্কায় বসন্তকুমারের সহিত রাজকুমারের কথোপকথন এবং পিতার নিকট রাজকুমারীর বিদায় গ্রহণ বৃত্তান্ত সবিস্তারে লিখিতে সাহসী হইলাম না।

সংক্ষেপে বলি, মহারাজ প্রতাপাদিত্য প্রথমে কন্যা জামাতাকে বিদায় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইলেন। পরিশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া বাধ্য হইয়া স্বীকৃত হইলেন। তাঁহাদের যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। রাজা জামাতাকে অতুল ধন রত্নাদি ও চতুরঙ্গিনী সেনা যৌতুক প্রদান করিলেন। অমাত্য শিবরামও আপন কন্যা সুহাসিনীকে প্রভূত পরিমাণে যৌতুক প্রদান করিলেন। তদনন্তর পরদিন প্রত্যূষে, রাজকুমার, বসন্তকুমার, নরেন্দ্রনাথ, যামিনী ও সুহাসিনী অসংখ্য সৈন্য সামন্তে পরিবৃত হইয়া যোগীর আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বিংশতি পরিচ্ছেদ

সুখ সম্মিলন।

'—For all her sorrow, all her tears,
Are over payment of delight."

SOUTHY.

পাঠক! বহুদিবস হইল আমরা বনলতাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তদবধি তাঁহার কোন সংবাদই আমরা অবগত নহি। আসুন, একবার যোগীর আশ্রমে গমন করিয়া বনলতা কি করিতেছেন, দর্শন করি।

বসন্তকুমার বন্ধুর উদ্দেশে গমন করিলেন। বনলতা তাঁহার অদর্শনে জগৎ শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। তদবধি বসন্তকুমারের নাম তাঁহার জপমালা হইল। ইচ্ছা সর্ব্বদাই একান্তে বসিয়া তাঁহার ধ্যান করেন। কিন্তু যোগীর ভয়ে পারেন না। পাছে যোগী দেখিয়া ফেলেন। পাছে তিনি জানিতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহার নিকট মুখ দেখান ভার হইবে। এক একবার বসন্তকুমারের নাম উচ্চারণ করেন, আর সচকিতে গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করেন। যেন কি চুরী করিতেছেন। যতই দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল. তিনি ততই অধৈর্য্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন। আগে আগে যোগীর ভয়ে সময়ে আহারাদি করিতেন। কিন্তু আর তিনি আত্মসংযম করিতে পারিলেন না। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বসন্তকুমারের চিন্তা করিতে লাগিলেন। দিন দিন জীর্ণা শীর্ণা হইয়া পড়িতে লাগিলেন। যোগী এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কিছুই লক্ষ্য করেন নাই। অকস্মাৎ অল্প সময়ের মধ্যে বনলতার আকৃতির পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি প্রথমে ভাবিলেন, দেহের কোনরূপ অসুস্থতাবশতই এইরূপ হইয়াছে। এই স্থির করিয়া তিনি নানাবিধ ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে একমাস অতীত হইয়া গেল। বনলতা ভয়ানক রোগে আক্রান্তা হইলেন। যোগীর সমস্ত ঔষধই ব্যর্থ হইতে লাগিল। কিছুতেই কিছু হয় না। দিন দিন রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইতে লাগিল। যোগী কিছুই স্থির করিতে পারেন না। তদবধি তিনি বনলতার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন। এক দিবস তিনি অন্তরালে উপবিষ্ট আছেন। বনলতা তাহা জানেন না। তিনি ধীরে

ধীরে ও অত্যন্ত মৃদুস্বরে কয়েকবার বসন্তকুমারের নাম উচ্চারণ করিলেন। এতদিনে যোগী সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। কি করিবেন, তদবধি লজ্জা সরম ত্যাগ করিয়া কেবল বনলতাকে নানাবিধ সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে সার্দ্ধেক মাস অতীত হইল। তত্রাচ বসন্তকুমারের দেখা নাই। পূর্ব্বাপেক্ষা দিন দিন বনলতার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। যোগীর পূজার্চ্চনা সমস্তই বন্ধ হইল। তিনি কেবল দিবারাত্র বনলতার নিকট বসিয়া থাকেন এবং তাহাকে নানাবিধ আশ্বাস পূর্ণ বাক্যে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করেন। দেখিতে দেখিতে আরও একমাস অতীত হইয়া গেল। তত্রাচ বসন্তকুমার আসিলেন না। যোগী দিন দিন বনলতার জীবনে হতাশ হইতে লাগিলেন। কি উপায় উদ্ভাবন করিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। এক দিবস অপ-রাহ্নে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। এমন সময়ে শ্রবণ করিলেন, যে সেই বিজন অরণ্য মানবের কোলাহল ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যোগী কারণ জানিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া বনলতাকে কহিলেন, "বৎসে! বোধ হয় এতদিনে ঈশ্বর আমাদের উপর সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। সহসা এই জনশূন্য অরণ্য মানবের কোলা-হল কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বোধ হয়, রাজকুমার ও বসন্ত-কুমার কৃতকার্য্য হইয়া সসৈন্যে প্রত্যাগমন করিতেছেন। যাহা হউক, তুমি কিয়ৎকাল একাকী অবস্থিতি কর. আমি শীঘ্রই সংবাদ জানিয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া যোগী দ্রুতপদ-বিক্ষেপে আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন এবং সেই কোলাহল শব্দ লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ গমন করিয়া দেখিলেন, যে সেই স্থান অন্যূন বিংশতি সহস্র

লোকে পরিপূর্ণ। সকলেরই সৈনিকের পরিচ্ছদ। সুনীল উচ্চ নভোদেশে বিবিধ বর্ণের পতাকা সকল পত্পত্ শব্দে উড্ডীয়মান হইতেছে। স্থানে স্থানে অসংখ্য শিবির শ্রেণী স্থাপিত রহিয়াছে। সহসা সেই বিজন অরণ্য জনসমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হইয়াছে। যোগী কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলেন এবং একজন সৈনিককে জিজ্ঞসা করিলেন, "এই সমস্ত সৈন্য সামন্তাদি কাহার?"

সৈনিক উত্তর করিল, "সাহারাণপুরাধিপতি মহারাজ নরসিংহের।"

যোগী। "তিনি কি স্বয়ং এস্থানে আগমন করিয়াছেন?"

সৈনিক। মহারাজ এবং তাঁহার অমাত্য উভয়েই আগমন করিয়াছেন।

যোগী। "কি উদ্দেশ্যে বলিতে পার?"

সৈনিক। "সবিশেষ অবগত নহি। পরম্পরায় শুনিয়াছি, মহারাজের কন্যা এইস্থানে কোন যোগীর আশ্রমে বাস করিতেছেন। অমাত্যপুত্র নরেন্দ্রনাথেরও এইস্থানে আসিয়া মিলিত হইবার কথা আছে। আপনার আশ্রমেই কি আমাদের রাজকন্যা অবস্থিতি করিতেছেন?"

যোগী। "সে কথা পরে জানিতে পারিবে। এক্ষণে আমাকে তোমাদের মহারাজের নিকট লইয়া চল।"

সৈনিক যোগীকে সঙ্গে করিয়া মহারাজের শিবিরের নিকট উপস্থিত হইল। তদনন্তর প্রতিহারী দ্বারা রাজাকে সম্বাদ প্রদান করিল। "শিবির দ্বারে একজন যোগী দণ্ডায়মান আছেন" শ্রবণ করিয়া রাজা শশব্যস্তে শিবিরাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া আসিলেন এবং সসম্ভ্রমে ও ভক্তি সহকারে

যোগীকে প্রণাম করিলেন। "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া যোগী আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর উভয়ে শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন। যোগী প্রথমে কথা আরম্ভ করিলেন।

যোগী। "মহারাজ! বোধ হয় আপনি কন্যার উদ্দেশেই এইস্থানে আগমন করিয়াছেন ?"

রাজা। "আজ্ঞা হাঁ। আমার কন্যা বনলতা কি আপনার আশ্রমে আছেন ?"

যোগী। "হাঁ। বনলতা শৈশবকাল হইতেই আমার আশ্রমে লালিতা পালিতা। এবং এ পর্য্যন্ত আমার আশ্রমেই অবস্থিতি করিতেছেন। এতদিন পর্য্যন্ত আপনার কন্যার কোন সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। এক্ষণে কিরূপে জ্ঞাত হইলেন ?"

রাজা। ভগবন্! আমাদের তীর্থযাত্রা ও দস্যুহস্তে পতন বৃত্তান্ত বোধ হয় আপনি সমস্তই অবগত আছেন। দস্যুরা আমাদিগকে আক্রমণ করিলে আমি মহিষীকে নিকটবর্ত্তী কোন লোকালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম। রাজ্ঞী আমার অনুরোধ ক্রমেই তাঁহার একমাত্র কন্যাকে সঙ্গে লইয়া অন্য একখানি স্বতন্ত্র নৌকাতে আরোহণপূর্ব্বক কোন আশ্রয় প্রাপ্তির আশায় বরাবর পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। দস্যুদিগের সহিত আমাদের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সুতরাং দুরাত্মারা মহিষীর অনুসরণ করিতে পারিল না। তাঁহারা নির্ব্বিবাদে আমাদের দৃষ্টিপথ বহির্ভূত হইয়া পড়িলেন। তার পর তাঁহাদের কি হইল, কিছুই জানিতে পারিলাম না। এদিকে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দর্শন করিয়া আমি সমুদ্র জীবনে আত্মবিসর্জ্জন করিলাম। ঈশ্বরেচ্ছায় অভাগার

মৃত্যু হইল না। আমার দেহ এক তটে লাগিল। আমি সন্তরণ বিষয়ে বিশেষ পটু ছিলাম। সুতরাং অনায়াসেই তীরে আরোহণ করিতে সক্ষম হইলাম। এক্ষণে কি করিব চিন্তা করিতে লাগিলাম। একবার ভাবিলাম, স্ত্রী পুত্র বিহনে জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। এক্ষণে মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। আবার ভাবিলাম, আত্মহত্যা মহাপাপ। বিশেষতঃ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেই কি স্ত্রী ও কন্যাকে প্রাপ্ত হইব? বরং জীবিত থাকিলে একদিন সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে। অবশেষে তাহাই স্থির করিয়া রাজধানী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। প্রায় দুইমাস পরে তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমি ছদ্মবেশে গিয়াছিলাম। আমাকে কেহই চিনিতে পারিল না। গিয়া দেখিলাম, রাজ্য মধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত। অমাত্যও ঈশ্বরেচ্ছায় কোন প্রকারে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। যে দুরাত্মার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া আসিয়াছিলাম, সেই বিশ্বাসঘাতক এই দুর্ঘটনা শ্রবণ করিয়া রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিয়াছে, যে রাজা জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। রাজ্ঞী ও তাঁহার কন্যা সকলেই দস্যুহস্তে বন্দী হইয়াছে। এই ঘোষণা করিয়া দিয়া বিশ্বাসঘাতক স্বয়ং রাজা হইয়া আপন নামে রাজ্য শাসন করিতেছে। পাছে অমাত্য কোন বাধা প্রদান করে, এই আশঙ্কায় দুরাত্মা তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। ভাবিলাম আর রাজ্যে আমার কি হইবে? সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে পরিভ্রমণ করি ও আপনাকে ঈশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত করি। আবার ভাবিলাম আমি যে জীবিত আছি, যদি একথা কখন প্রকাশ পায়, তাহা হইলে লোকে

আমাকে কাপুরুষ বলিয়া ঘোষণা করিবে। অনন্তর দুরাত্মার হস্ত হইতে রাজ্য উদ্ধার করাই স্থির করিলাম। কিছু কাল ছদ্মবেশে অতিবাহিত করিয়া এক দল সৈন্য সংগ্রহ করিলাম। প্রজারা সকলেই আমার পক্ষ হইল। সুতরাং দুরাত্মা কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে আত্মহত্যা করিল। আবার রাজ্যভার গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলাম। অমাত্যের পরামর্শানুসারে রাজ্ঞী ও কন্যার অনুসন্ধানে চারিদিকে দূত প্রেরণ করিলাম। কিন্তু কোন সংবাদই প্রাপ্ত হইলাম না। সকলেই আবার পুনরায় দার পরিগ্রহের নিমিত্ত অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি কিছুতেই স্বীকৃত হইলাম না। এইরূপে কোন প্রকারে কালযাপন করিতেছিলাম। প্রায় এক পক্ষ গত হইল, চিত্রসেনপুররাজা দূত হস্তে এক লিপি প্রেরণ করেন। এই সেই পত্র দর্শন করুন।" এই বলিয়া নরসিংহ যোগীর হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিলেন।

পাঠক মহাশয়! এই স্থানে পত্রখানি উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। পত্রখানিতে নূতন বিষয় কিছুই ছিল না। রাজকুমারের জন্ম হইতে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা এবং প্রসেনজিতসিংহ, নরেন্দ্রনাথ ও বসন্তকুমার শীঘ্রই যোগীর আশ্রমে আসিয়া মিলিত হইবেন এই কথা লিখিত ছিল। যোগী পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ব্যগ্রসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! তাঁহারা এখানে কতদিনে আসিবেন, আপনি তাহা কিছু বলিতে পারেন?"

নরসিংহ কহিলেন, "ভগবন্! সে বিষয় আমি বিশেষ অবগত নহি। দূত এই পত্রখানি ব্যতীত অপর কোন সংবাদই প্রদান করিতে পারে নাই।"

যোগী অপেক্ষাকৃত বিষণ্ণভাবে কহিলেন, "মহারাজ! আপনি আমাকে এক জন দূত প্রদান করিতে পারেন? আমার বিশেষ আবশ্যক আছে।"

রাজা। "কোথায় এবং কি অভিপ্রায়ে প্রেরণ করিবেন?"

যোগী। "সমস্ত কথা বলিবার এক্ষণে সময় নাই। পরে বলিব। দূতকে চিত্রসেনপুর রাজধানী গমন করিতে হইবে। তাহাকে কিছুই করিতে হইবে না। কেবল বসন্তকুমারকে একখানি পত্র দিবে।"

রাজা তৎক্ষণাৎ একজন দূতকে আহ্বান করিলেন। যোগী দূতের হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিলেন। পত্রখানি এইরূপ লিখিত ছিল।

বৎস বসন্তকুমার!

বনলতার জীবন রক্ষা করা যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে সপ্তাহ মধ্যে এখানে উপস্থিত হইবে। নচেৎ তোমাকে স্ত্রীহত্যার পাতকভাগী হইতে হইবে।

১২৫৭ শক
১০ই আষাঢ়। } শ্রীহরিদাস শর্ম্মা।

পত্র লইয়া দূত তৎক্ষণাৎ চিত্রসেনপুরাভিমুখে ধাবিত হইল। দূত প্রস্থান করিলে পর যোগী সমস্ত ঘটনা রাজার নিকট বর্ণন করিলেন।

নরপতি শ্রবণ করিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিমর্ষ ভাবে কহিলেন, "ভগবন্! ঈশ্বর অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অবশ্যই ঘটিবে। কন্যাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত মন অতিশয় উৎসুক হইয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুমতি প্রদান করিলে চিরবাধিত হইব।"

যোগী কহিলেন, "রাজন্! আপন তনয়াকে দর্শন করিবেন ইহাতে কাহার আপত্তি হইতে পারে? তবে আমার মতে এ সময়ে বনলতার সহিত সাক্ষাৎ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ এক্ষণে সে সাতিশয় দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ। এই আনন্দবেগ সে সহ্য করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। বিপদ ঘটিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

রাজা নরসিংহ কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণভাবে কহিলেন, "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। আপনি যখন আজ্ঞা করিবেন, সেই সময়ে বনলতাকে দর্শন করিয়া জীবনের চিরাভিলাষ পূর্ণ করিব। কিন্তু তাঁহার সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত এক জন পরিচারিকা নিযুক্ত করিবার কি কোন বাধা আছে?"

যোগী। "তাহাতে কোন আপত্তি নাই। যদি ইচ্ছা হয় নিকটে থাকিবার জন্য একজন পরিচারিকা প্রদান করিতে পারেন। এক্ষণে আমি আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা করি।"

রাজা। আপনার যেরূপ ইচ্ছা। কিন্তু প্রত্যহ যেন বনলতার সংবাদ প্রাপ্ত হই। আপনাকে ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক এতদূর আসিতে হইবে না। আপনার আশ্রমের বহির্ভাগে আমার দূত অপেক্ষা করিবে। তাহার দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিবেন।

অনন্তর যোগী শিবির হইতে বহির্গত হইয়া একজন পরিচারিকা সমভিব্যাহারে আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বনলতাকে কহিলেন, "বৎসে! ঈশ্বর আমাদের উপর সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। বসন্তকুমার শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইবেন, সংবাদ আসিয়াছে। অদ্য তোমার পিতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার নিকটই এই সংবাদ শ্রবণ করিলাম। আর কোন চিন্তা নাই। কিন্তু যতদিন না তুমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতে পার, ততদিন কোন মতেই বসন্তকুমার

কিম্বা তোমার পিতার সাক্ষাৎ পাইবে না। যাহাতে শীঘ্র সুস্থ হইতে পার, তাহার চেষ্টা কর।' আমার কথা সত্য কি না, তাহা এই স্ত্রীলোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে। তোমার সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত তোমার পিতা ইহাকে প্রেরণ করিয়াছেন।"

বনলতার উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছিল, কিন্তু এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি একেবারে উঠিয়া বসিলেন। গাত্রোত্থান করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সক্ষম হইলেন না। যোগী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "একেবারে এতদূর পরিশ্রম করা ভাল নয়। প্রত্যহ একটু একটু করিয়া চেষ্টা করিবে। এক্ষণে আমি আসি।" এই বলিয়া যোগী প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর এক সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। বনলতা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। যোগী অবসর উপস্থিত বিবেচনা করিয়া রাজাকে সংবাদ দিলেন, "তিনি ইচ্ছা করিলে আপন তনয়াকে দেখিতে পারেন।" নৃপতি যোগীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অমাত্য সমভিব্যাহারে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যোগী তাঁহাদিগকে সাদরে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। বনলতা পিতাকে কখন দর্শন করেন নাই। পাছে তাঁহাকে না চিনিতে পারেন এই আশঙ্কায় যোগী মহারাজকে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া কহিলেন, "বৎসে বনলতে! ইনিই তোমার পিতা এবং ইঁহার পার্শ্ববর্ত্তী মহাত্মা ইঁহার অমাত্য। উভয়কে প্রণাম কর।" বনলতা সাষ্টাঙ্গে উভয়কে প্রণিপাত করিলেন। রাজা কন্যাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া মস্তকাঘ্রাণ ও ঘন ঘন মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। পিতা পুত্রী উভয়েই নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন। দর্শকেরাও আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি-

লেন না। সকলেই নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সহসা একজন প্রতিহারী আসিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ! যে দূতকে চিত্রসেনপুর প্রেরণ করা হইয়াছিল সে প্রত্যাগত হইয়াছে এবং তাহার সহিত আর একজন লোক আসিয়াছে। আগন্তুক এই মুহূর্ত্তেই যোগীর সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। তাঁহার পরিচ্ছদ ও আকার প্রকারে তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলিয়াই বোধ হয়। এক্ষণে কি অনুমতি করেন?"

রাজা যোগীর মুখপানে দৃষ্টি করিলেন। যোগী বুঝিতে পারিয়া প্রতিহারীকে কহিলেন, "শীঘ্র সেই ব্যক্তিকে এইস্থানে লইয়া আইস।"

প্রতীহারী আদেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রস্থান করিল এবং পর মুহূর্ত্তেই বহু মূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত এক ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইল। আগন্তুক উপস্থিত হইয়াই যোগীর পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক কাতরস্বরে কহিলেন, "দেব! আমার কোন অপরাধ নাই। আমাকে ক্ষমা করুন।"

আগন্তুক কে এবং উপস্থিত ঘটনা কি, তাহা রাজা কিম্বা অমাত্য কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কেবল বনলতা আগন্তুককে দর্শন করিয়া প্রফুল্লিতা হইলেন এবং ধীরে ধীরে মস্তক অবনত করিলেন। ইচ্ছা কক্ষান্তরে পলায়ন করেন। কিন্তু পিতার ক্রোড়ে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং মহারাজ বাহু দ্বারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং পারিলেন না। লজ্জাতে অধোবদনা হইয়া রহিলেন। যোগী আগন্তুককে পদতল হইতে উত্থিত করিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, "বৎস বসন্তকুমার! যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে তজ্জন্য তোমার কোন দোষ নাই। বিধিলিপি অখণ্ডনীয়।

তজ্জন্য আমি তোমার উপর অসন্তুষ্ট নহি।" এই বলিয়া তিনি বসন্তকুমারের সহিত রাজা নরসিংহ ও তাঁহার অমাত্যের পরিচয় করিয়া দিলেন।

রাজা আপন কন্যাকে লজ্জিতা দর্শন করিয়া প্রফুল্লভাবে কহিলেন, "বৎসে! এক্ষণে অন্য গৃহে গমন কর।" পিতার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বনলতা ধীরে ধীরে গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর যোগী বসন্তকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দূতের সহিত তোমার কোথায় সাক্ষাৎ হইল? আর তোমার সঙ্গীরাই বা কতদূরে আছেন?"

বসন্তকুমার কহিলেন, "ভগবন্! দূতের সহিত আমাদের পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হইয়াছে। রাজকুমার পত্রপাঠ করিয়া আমাকে কহিলেন। তুমি দূতের সহিত যত শীঘ্র পার অগ্রসর হও। আমরা পশ্চাৎ যাইতেছি।" তাঁহার আদেশানুসারে আমরা দুইজনে প্রাণপণ চেষ্টায় আসিতে লাগিলাম। এখানে উপস্থিত হইতে তাঁহাদের প্রায় আরও দুই দিবস অতীত হইবে।

যোগী। "আচ্ছা তুমি অতিশয় ক্লান্ত আছ। এক্ষণে কিয়ৎকাল বিশ্রাম কর। পরে সমস্ত কথা হইবে।"

বসন্তকুমার যোগীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ধীরে ধীরে সেই কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি প্রস্থান করিলে পর যোগী রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আর বিলম্ব করা উচিত নয়। এক্ষণে শুভকর্ম্ম যত শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তাহার চেষ্টা করুন।"

রাজা বিনীতভাবে কহিলেন, "ভগবন্! অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনিই একটী দিন স্থির করুন।"

যোগী। "অদ্য হইতে তিন দিবস পরে একটী শুভ লগ্ন আছে। আমার ইচ্ছা সেই তারিখে বিবাহকার্য্য সমাধা হয়।"

রাজা। "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।"

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর রাজা ও মন্ত্রী শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বসন্তকুমার সেই আশ্রম মধ্যেই বাস করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দুই দিবস অতীত হইয়া গেল। রাজকুমার ও নরেন্দ্রনাথ সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতা পুত্রের মিলনে সকলেই অসীম আনন্দ লাভ করিলেন। অদ্য রাত্রে বসন্তকুমারের বিবাহ। মহা ধূমধাম উপস্থিত। সকলেই আনন্দিত। রাজকুমার ও সাহারাণপুরাধিপতির সৈন্য মধ্যে মহা আনন্দ কোলাহল উপস্থিত হইল। এক পক্ষ বরযাত্র। অন্য পক্ষ কন্যাযাত্র। উভয় পক্ষের মধ্যে মহা সমারোহ চলিতে লাগিল। অনন্তর যথাসময়ে শুভলগ্নে বসন্তকুমারের সহিত বনলতার উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। মহারাজ কন্যা সম্প্রদান করিলেন। স্বয়ং যোগী পুরোহিতের কার্য্য সম্পাদন করিলেন। মহা সমারোহে বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহের পর তাঁহারা তথায় একমাসকাল অবস্থিতি করিলেন। পরে রাজকুমার পিতা মাতার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া যোগী ও মহারাজের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। যোগী যদিও সংসার বিরাগী বটেন, তত্রাচ ইঁহাদের প্রতি তাঁহার সাতিশয় স্নেহ জন্মাইয়াছিল। অবশেষে তিনি অতি কষ্টে সম্মতি প্রদান করিলেন। রাজা নরসিংহও অগত্যা সম্মতি প্রদানে বাধ্য হইলেন। তদনন্তর তাঁহারা সকলেই শুভদিনে স্বদেশ যাত্রা করিলেন। রাজকুমার, বসন্তকুমার, যামিনী, বনলতা ও চিত্রসেনপুর-রাজার প্রদত্ত সৈন্য সামন্ত সকল হৈহয়াভিমুখে গমন

করিলেন। সস্ত্রীক নরেন্দ্রনাথ, তাঁহার পিতা এবং মহারাজ সসৈন্যে সাহারাণপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

একবিংশতি পরিচ্ছেদ।

জটিলের পত্র।

"Who knowledge seeks must ease refuse".

DR. JHON MUIR.

সস্ত্রীক রাজকুমার ও বসন্তকুমার সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে যথাসময়ে রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা, রাজ্ঞী, অমাত্য ও অমাত্যপত্নী বহুদিবস পরে পুত্রদিগকে সস্ত্রীক গৃহাগত দর্শন করিয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। প্রজাবর্গেরও আনন্দের পরিসীমা রহিল না। মহারাজ বিজয়সিংহ পুত্রকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া এই গুরুভার হইতে স্বয়ং অবসর গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। কালে যথাসময়ে মহাসমারোহে রাজকুমার রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার অভিষেকের দিবস পত্রিকা হস্তে বিন্ধ্যাচল হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিজয়সিংহ সাগ্রহে পত্রখানি উন্মোচনপূর্ব্বক পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্রখানি এইরূপ লিখিত ছিল।

মহারাজ!

বোধ হয় আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, অদ্য প্রায় ত্রয়োবিংশতি বর্ষ অতীত হইল, আপনি আমার এক পত্র প্রাপ্ত হন। সেই পত্র মধ্যে দুইটী বিল্বপত্র ছিল। বোধ হয় আমি কে আর তাহা বিশেষ করিয়া পরিচয় প্রদান করিতে হইবে না। কি জন্য তখন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই, তাহার কোন কারণ

সেই পত্র মধ্যে উল্লিখিত ছিল না। সেই পত্রে আপনার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম যে সেই সময় হইতে ত্রয়োবিংশতি বর্ষ পরে আপনি আমার আর একখানি পত্র প্রাপ্ত হইবেন। তাহাতে ইহার কারণ উল্লিখিত থাকিবে। এই সেই প্রতিশ্রুত পত্র। অদ্য আমি আপনার নিকট হইতে প্রতিজ্ঞা মুক্ত হইলাম। আমি যে রাত্রে আপনার রাজধানীতে উপস্থিত হই, বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে, আমি সেই রাত্রে অনাদিলিঙ্গের মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করি। এবং রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই সেখান হইতে প্রস্থান করি। আপনার সহিত সাক্ষাৎ না করিবার কারণ এই যে আমি সেই মন্দির মধ্যেই ভাবী কুমারদিগের ভবিষ্যত জীবন গণনা করি। গণনা করিয়া দেখিলাম যে কুমারগণ প্রাপ্ত-বয়স্ক হইয়া কোন কারণ বশতঃ বাটী হইতে নিরুদ্দেশ হইবেন এবং কিছুদিনের নিমিত্ত নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ ও বিপদাপদে পতিত হইয়া পুনরায় আপনাদের সহিত মিলিত হইবেন। প্রাণ-হানির কোন আশঙ্কা নাই। আমি বিবেচনা করিলাম, যদি আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করি, তাহা হইলে কথায় কথায় আপনি আমাকে কুমারদের ভবিষ্যত জীবনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন। নিশ্চয়ই আমি মিথ্যা কথা বলিতে পারিতাম না। সত্য বিষয় অবগত হইলে তাহার প্রতীকারের নিমিত্ত যে নিশ্চয়ই আপনি আমাকে অনুরোধ করিবেন, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ইচ্ছা করিলে আমি ইহার প্রতিবিধানও করিতে পারিতাম। কিন্তু নিম্নলিখিত কারণ বশতঃ আমার ইচ্ছা হইল না। প্রথম কারণ—ঈশ্বর যাহার প্রতি বিমুখ, তাহার সাহায্য করিলে ঈশ্বরের কোপে পতিত হইতে হয়। দ্বিতীয় ও প্রধান কারণ—কষ্টে পতিত না হইলে লোকের সংসার বিষয়ে অভি-

জ্ঞতা জন্মে না। যিনি সমগ্র ভারতবর্ষের ভাবী অধীশ্বর, যাঁহার উপর শত সহস্র লোকের জীবনরক্ষার ভার ন্যস্ত হইবে, তাঁহার ন্যায় লোকের সংসার বিষয়ে রীতিমত অভিজ্ঞতা লাভ করা উচিত। এক্ষণে কুমারগণ সস্ত্রীক দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহারা সুখে কালযাপন করুন। এই লিপিবাহক আমার একজন শিষ্য। আমার সম্বন্ধে ইহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না ও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিবেন না। করিলে বিফলমনোরথ হইবেন। ইতি। বিন্ধ্যাচলাশ্রমী তপস্বী।

উপসংহার।

রাজা বিজয়সিংহ পুত্রকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। অমাত্য বামদেবও বিজয়সিংহের অনুগামী হইলেন। পতিপ্রাণা প্রমদা ও সরমা স্ব স্ব স্বামীর অনুগমন করিলেন। সাহারাণপুরাধিপতি রাজা নরসিংহ মৃত্যুকালীন বসন্তকুমারকে আপনার রাজ্য প্রদান করিয়া গেলেন। কিন্তু বসন্তকুমার প্রিয় বন্ধু প্রসেনজিতের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহার বিশেষ অনুরোধে সাহারাণপুর হৈহয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। কালে নরপতি প্রতাপাদিত্য প্রাণত্যাগ করিলে পর চিত্রসেনপুরও হৈহয় রাজ্যভুক্ত হইল। নরেন্দ্রনাথ সাহারাণপুর ও চিত্রসেনপুরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। বসন্তকুমার মহারাজ প্রসেনজিতসিংহের অমাত্যপদ গ্রহণ পূর্ব্বক বনলতার সহিত সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত।